বিশেষ সংখ্যা

জানুয়ারি ২০১৭ ■ পৌষ-মাঘ ১৪২৩

সচিত্র বাংলাদেশ

১০ জানুয়ারি ১৯৭২

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

সরকারের সাফল্যের ৮ বছর

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠাতে হবে
email : dfpsb@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন।
- বছরের যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

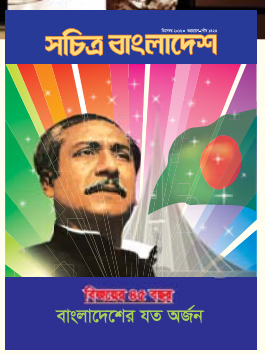

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

জানুয়ারি ২০১৭ ■ পৌষ-মাঘ ১৪২৩

বাংলাদেশের স্বপ্নসোপান

সম্পাদকীয়

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভিশন-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম হয়েছে ও হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও ১০টি অর্থনৈতিক মেগা প্রকল্প উন্নয়নের গতিধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দুই মেয়াদে একটানা ৮ বছরে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্য নিয়ে এই বিশেষ সংখ্যায় মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রতিবেদনসহ একাধিক প্রতিবেদন রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই থেকে দিনটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এই দিনে তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রের উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের পর এটি ছিল জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ভাষণ, যা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ। উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের আজকের পথচলা সেই নির্দেশনার বাস্তব প্রতিফলন। জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ তাই বিশেষ গুরুত্ববহ। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ভাষণ এবং ভাষণের ওপর একটি বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ রয়েছে এই সংখ্যায়।

এছাড়াও এবার *সচিত্র বাংলাদেশে* স্থান পেয়েছে বিদায়ী ২০১৬ সালে সরকার প্রধানের কালপঞ্জিসহ নিয়মিত অন্যান্য বিষয়। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
গৌতম কুমার ঘোষ

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জিব কুমার সরকার

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুবর্ণা শীল
নাহ্‌রীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহকারী
মো. জাকির হোসেন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩৩১২০, ৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ : স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ৪

দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ৬
ড. আতিউর রহমান

সরকারের সাফল্যের ৮ বছর ১০
সম্পাদনা বিভাগ

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ভাষণ ৫০
খালেক বিন জয়েনউদদীন

বঙ্গবন্ধু : বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রযাত্রার স্বপ্নদ্রষ্টা ৫২
রোকেয়া আক্তার

সরকার প্রধানের কালপঞ্জি ৫৪
সুলতানা বেগম

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সাফল্য ৫৭
আমজাদ হোসেন

গল্প

মৃত্যুর পর একদিন ৫৯
জসীম আল ফাহিম

ধারাবাহিক উপন্যাস

ভ্রষ্ট বিলাস ৬০
সাগরিকা নাসরিন

কবিতাগুচ্ছ ৬২
শাফিকুর রাহী, জুননু রাইন, কানিজ পারিজাত, ফখরুল করিম

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৬৩
প্রধানমন্ত্রী	৬৩
তথ্যমন্ত্রী	৬৪
আমাদের স্বাধীনতা	৬৫
জাতীয় ঘটনা	৬৬
উন্নয়ন	৬৬
শিক্ষা	৬৭
প্রতিবন্ধী	৬৭
জেন্ডার ও নারী	৬৭
স্বাস্থ্যকথা	৬৮
সংস্কৃতি	৬৮
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৬৯
কৃষি	৬৯
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৬৯
যোগাযোগ	৭০
পরিবেশ ও জলবায়ু	৭০
সামাজিক নিরাপত্তা	৭০
নিরাপদ সড়ক	৭০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৭১
শিল্প-বাণিজ্য	৭১
আন্তর্জাতিক	৭১
চলচ্চিত্র	৭২
ক্রীড়া	৭২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: dfpsb@yahoo.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ । ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

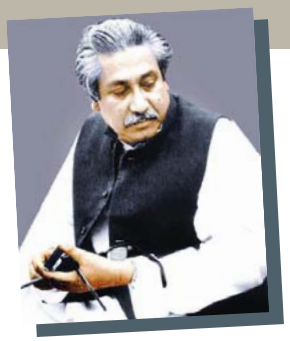

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ভাষণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন স্বদেশে। সেই থেকে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে চিহ্নিত। এই দিনে তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি চলে যান রেসকোর্স ময়দানে। সেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রের মাঝে বীরোচিত ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণ ঐতিহাসিক ৭ মার্চের পরিসমাপ্তি টেনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশনা দেয়। ভাষণটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪ এবং এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৫০।

দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

বর্তমান সরকার ২০১৪ সালে তৃতীয়বারের মতো দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে শুরু করে জনবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক এক উন্নয়ন অভিযাত্রা। আগের পাঁচ বছর এবং এবারের তিন বছর– এই আট বছরে অভূতপূর্ব সব উন্নয়ন করে সারাবিশ্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ উন্নয়নের এক রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্য নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৬।

সরকারের সাফল্যের ৮ বছর

বর্তমান সরকার দুই মেয়াদে একটানা ৮ বছর অতিক্রম করেছে। ভিশন-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে গত ৮ বছরে বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও ১০টি অর্থনৈতিক মেগা প্রকল্প উন্নয়নকে আরো গতিশীল করেছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্যভিত্তিক প্রতিবেদন দেখুন, পৃষ্ঠা- ১০।

বঙ্গবন্ধু : বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রযাত্রার স্বপ্নদ্রষ্টা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতেন। কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু? কেমন করে গড়তে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ তাদের গবেষণায় বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৫২।

ভাষণ

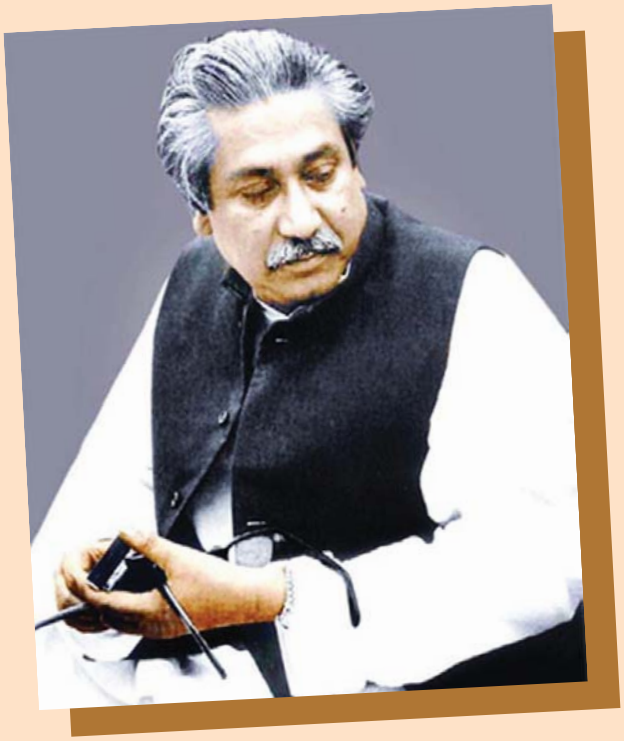

১০ জানুয়ারি ১৯৭২

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই বীর শহিদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নীচু করব না।

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'। কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটে না। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশমাতার মুক্তির জন্য। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন; এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালির প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকুরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। আপনারা নিজেরাই সেসব রাস্তা মেরামত করতে শুরু করে দিন। যার যা কাজ, ঠিকমতো করে যান। কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুষ খাবেন না। এই দেশে আর কোনো দুর্নীতি চলতে দেয়া হবে না।

প্রায় চার লাখ বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। আমাদের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। বাংলাভাষী নয়, এমন যারা বাংলাদেশে আছে, তাদের বাঙালিদের সাথে মিশে যেতে হবে। কারো প্রতি আমার হিংসা নেই। অবাঙালিদের ওপর কেউ হাত তুলবেন না। আইন নিজের হাতে নেবেন না। অবশ্য যেসব লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করতে সাহায্য করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরো জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ – ডিএফপি (ফাইল ফটো)

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দীন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি চাই আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে-কোনো দেশের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের কোনো লোক মারা যায়নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনিও। তাঁর সাথে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক–যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ই পি আর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তার নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন।

জয় বাংলা

তথ্যসূত্র : বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

নিবন্ধ

দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ আর শাসনের কারণে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিল এদেশের অর্থনীতি। মূলত পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হতো। ফলে তখন পশ্চিম পাকিস্তান দ্রুত উন্নত হলেও পূর্ব পাকিস্তান নাজুক অবস্থায় ছিল। ওই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন। সে ডাকে এদেশের ছাত্র-জনতা ব্যাপক হারে সাড়া দেন এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় নিশ্চিত করেন। এরপর স্বদেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের লড়াকু মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধেও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। মাত্র কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমাদের বিপর্যস্ত অর্থনীতি জাতির পিতার নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। কিন্তু স্বদেশের শত্রুরাও বসে ছিল না। আচমকা আঘাত করে ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শারীরিকভাবে স্বদেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। এরপর নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে স্বদেশকে তুলে আনেন তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নানা ঝঞ্ঝা পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা বিরোধীদের তৈরি বিপুল অব্যবস্থাপনা ও আবর্জনা দূর করে তিনি বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ২০০১ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হলো না। ফের এক 'অদ্ভুত উটের পিঠে' পেছনমুখো যাত্রা শুরু করল স্বদেশ। ফের সংগ্রাম। ফের রক্তঝরা আন্দোলন। জেল-জুলুম। অবশেষে জনগণের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে ২০০৯ সালের শুরুতেই ক্ষমতায় এলেন শেখ হাসিনা। শুরু করলেন জনবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক এক স্বচেষ্ট উন্নয়ন অভিযাত্রা। ২০১৪ সালে আবার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার কারণে তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘসময় ধরে দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলেন। বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটু লম্বা সময়ের খুবই প্রয়োজন হয়। এবার সেসময় তিনি পাচ্ছেন। আর সে কারণেই অনেক বড়ো বড়ো উন্নয়ন প্রকল্প তিনি হাতে নিতে দ্বিধা করছেন না। আগের পাঁচ বছর আর এবারের তিন বছর–এই আট বছরে অভূতপূর্ব সব উন্নয়ন মাইলফলক যুক্ত করতে পেরেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। সারাবিশ্বের চোখেই তিনি এখন এক সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক রোল মডেল।

স্বাধীনতার পরের নাজুক ও ভঙ্গুর আর্থসামাজিক অবস্থায় পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশকে দেখেছেন 'তলাবিহীন ঝুড়ি' কিংবা 'উন্নয়নের পরীক্ষা'র মুখে পড়া এক বিপর্যস্ত দেশ হিসেবে। ওই সময়ে যারা হতাশা ছড়িয়েছিলেন, এখন তাদের মুখেই শোনা যায় বাংলাদেশকে নিয়ে নানা প্রশংসা। কেউ বলছেন, এই দেশটি কয়েক বছরের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে। কেউ বলছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অনেকেই বাংলাদেশকে মনে করছেন একটি সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসে মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশ যত কম সময়ে এগিয়েছে, অন্য কোনো দেশ এত কম সময়ে এগিয়ে যেতে পারেনি। বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ পল রোমার বলেছেন, বাংলাদেশ এমন এক অভিনব উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছে যার ফলে একদিকে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটেছে অন্যদিকে বৈষম্য বাড়ছে না।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে; এ গতি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে–গোল্ডম্যান স্যাকস, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পু'রস, মুডি'স, প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস, ফিচ রেটিংস, পিউ রিসার্চ সেন্টার, জেপি মরগ্যান, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, দ্য গার্ডিয়ান, দ্য ইকোনমিস্টের মতো বিশ্বখ্যাত জরিপ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের অভাবনীয় রূপান্তরের কাহিনি তুলে ধরেছে।

সম্প্রতি চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ভ্রমণ করে গেছেন। তাঁর সফরে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছে। চীন ২৪ বিলিয়ন ডলারের ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জাপানও আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি করেছে। তারা অনেক দিন ধরেই আমাদের উন্নয়ন অংশীদার। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের। এ সাহায্যের ১ বিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে শিশুদের পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণে এবং বাকি ২ বিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের আরো উন্নয়ন হচ্ছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে বাংলাদেশ যেভাবে এগুচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, এ দেশ দ্রুতই আরো অনেক দূর যাবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, উদ্যোক্তারা মিলে এক সময়ের 'তলাবিহীন ঝুড়িকে' ক্রমশ প্রাচুর্যের ঝুড়িতে পরিণত করছেন। একটি সুন্দর আগামীর স্বপ্ন নিয়ে তারা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বার এ আয়োজিত শান্তি কার্যক্রম বিষয়ক সম্মেলনে সহ-সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

বিশ্বস্ততার সাথে নয়া উদ্যমে এ ঝুড়ি পূর্ণ করে তুলছেন।

বিগত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনীতির রূপান্তর এক কথায় বিস্ময়কর। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের পর্দা স্তরে স্তরে উন্মোচিত হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি খাত (শিল্প, সেবা ও কৃষি) একই লয়ে পাশাপাশি বেড়ে চলেছে। সচরাচর এমনটি ঘটে না। একটি বাড়লে আরেকটি থমকে থাকে বা খুব ধীরে বাড়ে। কিন্তু বাংলাদেশ যেন ব্যতিক্রমী এক দেশ। এখানে সব খাত একযোগে বাড়ছে। আরো অবাক বিষয় হলো, গণতান্ত্রিক পরিবেশে কম খরচের শিল্পায়নের উড্ডয়নে (টেক-অফ) এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে বাংলাদেশ। আর এমন এক সময়ে এই উড্ডয়ন ঘটছে যখন সারাবিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার খুবই দুর্বল। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন, এটি যেন এক লুকোনো গুপ্তধন। বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত আট বছরে বাংলাদেশে সোনার তরীটি যেন সোনার ফসলে ভরে উঠেছে।

এখন কেবল পাকিস্তানই নয়, অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে বাংলাদেশ নানা দিক দিয়ে ভালো করছে। বিশ্ব শান্তি সূচকে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান থেকে এগিয়ে রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিয়ে বিশ্বনেতারা বাংলাদেশের প্রশংসা করছেন। সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল থেকে ভালো অবস্থানে রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ার যে-কোনো দেশকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশে কর্মক্ষম নারীর ৩৪ শতাংশ এখন কর্মে নিয়োজিত, যেখানে পুরুষের হার ৮২ শতাংশ। এই ৩৪ শতাংশকে যদি পুরুষের কাছাকাছি আনা যায়, তাহলে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

অর্থনীতির সব সূচকে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। রপ্তানি, রেমিট্যান্স, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের দিন দিনই উন্নতি হচ্ছে। সরকারের বাজেটীয় উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নধর্মী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংককেই অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে ব্রতী করেছে। ফলে কৃষি ও খুদে খাতে প্রচুর অর্থায়ন ঘটেছে। এর ফলে দেশীয় চাহিদা ও বাজার যেমন বেড়েছে, তেমনি সরবরাহও বেড়েছে। দুইয়ে মিলে মূল্যস্ফীতিকে ক্রমান্বয়ে স্থিতিশীল ও কমিয়ে এনেছে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে এই আর্থিক স্থিতিশীলতা খুবই সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা পরিশ্রমী। এদেশের মানুষের মধ্যে একটা সহনীয় ক্ষমতা আছে। ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি আছে। লড়াকু মন রয়েছে। সেটির প্রমাণ গত এক যুগ ধরে গড়ে ৬.১৪ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। আর বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দার পরিবেশেও প্রবৃদ্ধির স্থিতিশীলতা এ অঞ্চলের সব দেশের মধ্যে উত্তম। গত আট অর্থবছরের গড় প্রবৃদ্ধি আরো ভালো, প্রায় ৬.৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৫ শতাংশ, সেখানে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি পৌঁছে গেছে ৭-এর ঘরে (৭.১১ শতাংশ)। এটি আমাদের জন্য সত্যিই সুসংবাদ। বাংলাদেশ এখন ৭-৮ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পারবে বলে আশা করছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের ঝুঁকি সমন্বয় করার পরও যে মুনাফা অর্জন করে তা আশপাশের সব দেশ থেকে বেশি। তাই ঝুঁকি নিয়েও তারা বাংলাদেশেই বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছেন। আর বিরাট সংখ্যক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার যে সাহসী উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার তা বাস্তবায়নে সফল হলে আগ্রহী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের লাইন পড়ে যাবে।

আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বরাবরই অন্তর্ভুক্তিমূলক। এ প্রবৃদ্ধি সকলেই ভাগ করে নিচ্ছে। দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের হারই প্রমাণ করে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কতটা গুণমানের। এর পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং এখনো করছে কৃষি, গার্মেন্টস খাত ও রেমিট্যান্স। এসবই দারিদ্র্য নিরসনে বড়ো ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছরে দারিদ্র্য কমেছে ৫০ শতাংশ, জীবনের আয়ু বেড়েছে ৩০ বছর। অনেক দেশে একশ বছরেও এমন সাফল্য আসেনি। আর সাফল্যের এই গতি দ্রুতলয়ে বেড়েছে গত আট বছরে।

অতি দারিদ্র্যের হার প্রায় ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, বিধবা –যাদের একটা অংশ কোনো উপার্জনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত নেই। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় তাদের ভাতা দিচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বচ্ছতার সাথে তাদের হাতে ভাতা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অতি দারিদ্র্যের এ হার অচিরেই এক ডিজিটে নেমে আসবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটিকে ৭ শতাংশে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি অর্জনে মাথাপিছু আয় বাড়াতে হবে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। তাহলে বিশ্ব অর্থনীতি দুর্দশার মধ্যে পড়লেও আমরা তা থেকে দূরে থাকতে পারব।

বাড়তি মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের বড়ো শত্রু। ইতোমধ্যেই এতে সাফল্য এসেছে। ২০১১-এর পর থেকে মূল্যস্ফীতির হার ধারাবাহিকভাবে কমছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি কমে নভেম্বর ২০১৬ শেষে ৫.৫৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এ ধারা এখনো ক্রমহ্রাসমান। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় হয়েছিল ২২.৫ বিলিয়ন ডলার, সেখানে গত অর্থবছরে হয়েছে ৪২.৯ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এই আট বছরের ব্যবধানে আমদানি বেড়েছে ৯১ শতাংশ। রপ্তানি ১১৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩৪.২ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স ৫৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪.৯ বিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চার গুণের বেশি বেড়ে এখন ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এ পরিমাণ রিজার্ভ দিয়ে দেশের নয় মাসের মতো আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। টাকার মূল্যমান দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের মুদ্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও জোরালো অবস্থানে রয়েছে। ডলার-টাকার গড় বিনিময় হার এখন ৭৮.৭২ টাকা। এই বিনিময় হার কয়েক বছর ধরে এর আশপাশেই রয়েছে। পাশের দেশের রুপির চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী আমাদের টাকা। আজ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১৪৬৬ ডলার। আগের বছর ছিল ১৩১৬ ডলার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এরই মধ্যে স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। তার মানে মাথাপিছু আয় বাড়ার হার আগামীতে আরো বেশি হবে। আর আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশির বয়স পঁচিশ বছরের কম। তরুণ এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান দিতে পারলে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে যাবে।

অর্থনীতির এসব অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে আমাদের প্রবৃদ্ধির চালক– কৃষি, রেমিট্যান্স ও তৈরি পোশাক শিল্পের সমান্তরাল প্রসারের কারণে। এসবই কর্মসংস্থান-বর্ধক খাত। এ কারণে আমাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রাও এখন পর্যন্ত সহনীয় রয়েছে। ষোলো কোটি মানুষের দেশ হলেও আমরা গভীরভাবে 'কানেক্টেড'। শহর আর গ্রামের সংযোগ খুবই নিবিড়। তাই গ্রামীণ মানুষের আয়-রোজগার বাড়ার প্রভাব শহরের মানুষের জীবনকেও প্রভাবান্বিত করছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে চাঙ্গা রেখেছে। শিল্পায়নের গতি বাড়াতে সাহায্য করছে। দেশের বিনিয়োগকারীরা উন্নত প্রযুক্তি, বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তারাও এতে সমান তালে অংশগ্রহণ করছেন।

এরই মধ্যে 'নিম্ন আয়ের দেশ'-এর গ্লানি ঘুচিয়ে আমরা 'নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ'-এর মর্যাদা লাভ করেছি। আমাদের সামনে এখন পুরোপুরি মধ্য আয়ের দেশ হবার হাতছানি। সে লক্ষ্যে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছি। তাই যদি সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নগরায়ণ, শিল্পায়ন, তরুণ

জনশক্তির সমন্বয় ঘটানোর স্বার্থে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা যায় তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ হতে কোনোই অসুবিধা হবে না। পরবর্তী সময়ে ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার যে স্বপ্ন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেখছেন তাও অবাস্তব নয়।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যক্তি খাতের নেতৃত্বে রপ্তানিমুখী শিল্পনির্ভর দ্রুত অগ্রসরমান এক অর্থনীতির নাম 'বাংলাদেশ'। এদেশের প্রবৃদ্ধি সহায়ক উপাদানগুলোর প্রধান খাত হচ্ছে রপ্তানি আয়, যার ৮১ শতাংশই আসে শ্রমঘন গার্মেন্টস খাত থেকে। গার্মেন্টস খাত দ্রুত উন্নতি করছে। রানা প্লাজা ও তাজরীন ট্র্যাজেডির পর গার্মেন্টস খাত আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপক হারে আমাদের বস্ত্র উদ্যোক্তাগণ কারখানার পরিবেশ উন্নততর করছে। ৩৬টিরও বেশি কারখানা সবুজ কারখানা হিসেবে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে বিদেশি মুদ্রা নিয়ে ২০ কোটি ডলারের সবুজ রূপান্তর তহবিল গঠন করেছে।

চিকিৎসা খাত অনেক উন্নতি করেছে। বেসরকারি খাতে অনেক ফার্মাসিউটিক্যালস ও হাসপাতাল হয়েছে। এদেশের ওষুধ এখন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১৭০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ সংখ্যা আরো বাড়বে বলেই বিশ্বাস। চামড়া খাতে রপ্তানি ১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের কৃষি খাতও নয়া প্রযুক্তি গ্রহণ ও বাড়তি উৎপাদনশীলতার কারণে ম্যাক্রো অর্থনীতির রূপান্তরে বড়ো ভূমিকা রেখে চলেছে। এই খাতে এখনো দেশের পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' জনগণের মৌলিক চাওয়াকে ঘিরেই তৈরি করা হয়েছে। ব্যক্তি খাতের প্রাধান্য, উদারীকরণ ও বিনিয়োগবান্ধব নীতি সংস্কার, বড়ো বড়ো অবকাঠামো গড়ার উদ্যোগ, দেশব্যাপী ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার এবং মার্কেটের সাথে অধিক হারে সংযুক্তির কৌশলের ওপর ভিত্তি করে এই দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মতো প্রমাণিত কৌশলগুলোকে প্রয়োগ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। অর্থনীতি এবং সৃজনশীলতা একসাথে দেশের দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রবাসী এবং এর বাইরেও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এজন্য সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও এর আওতায় বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করছে। সরকারের এসব অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থসামাজিক উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি, খুদে, মাঝারি, নারী উদ্যোক্তা ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন বাড়ানোর কৌশল ও নিম্ন আয়ের মানুষদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রবৃদ্ধির নতুন ধাপে আমরা মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা পেতে চাই। তাই বিগত সময়ের শিক্ষাকে মাথায় রেখেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান সরকারের আমলে সরকারি-বেসরকারি খাতে অবকাঠামোগত নির্মাণ বেড়েছে। বেড়েছে নির্মাণসামগ্রীর চাহিদা। ফলে স্থানীয়ভাবে অনেক রড ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে। পুঁজি পণ্য বা মেশিনপত্রের আমদানির হার উর্ধ্বমুখী। তার মানে শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধি আরো দ্রুততর হবে। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। এখন শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার নিয়ে সরকার কাজ করছে। সরকার বর্তমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে পুঁজি করে আরো বেশি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সক্রিয় রয়েছে। সরকার শুধু ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামকে শিল্পঘন অঞ্চল হিসেবে দেখতে চাইছে না। তাই পিপিপি'র আওতায় ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনার সাফল্য দৃশ্যমান হচ্ছে এখন। সম্ভাবনাময় খুলনা-যশোর অঞ্চলকে নির্বাচন করা হয়েছে অর্থনৈতিক করিডোরের জন্য। পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের গতি চোখে পড়ার মতো। এ সেতু চালু হলে বাংলার চেহারাই বদলে যাবে। হবে বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর। সব মিলে এই অঞ্চলে বিনিয়োগের আকার ও চাঞ্চল্য দুই-ই বাড়বে।

উত্তরবঙ্গ এবং ঢাকা ও আশপাশের জেলা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে দ্রুত পণ্য পৌঁছানোর জন্য অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বন্দর উন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি পায়রা সমুদ্র বন্দর গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এটি হবে নতুন সম্ভাবনার জায়গা।

বিদ্যুৎ খাতে আমাদের অগ্রগতি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন প্রায় ১৫ হাজার ৩৫১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি আমাদের নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার ও বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়ন ও সঞ্চালন লাইন আরো আধুনিক করা হচ্ছে। গ্যাসের সমস্যা সমাধানে সরকার এলএনজি গ্যাস টার্মিনাল করছে। এলএনজি নীতিমালা তৈরি করা হবে। আরো সঞ্চালন লাইন তৈরি করে জাতীয় গ্রিডে এ গ্যাস যুক্ত করা হবে। বিদ্যুৎ খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতার যে সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা আরো বেগবান করার উদ্যোগ নিচ্ছে বর্তমান সরকার।

বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষেরও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হচ্ছে। রাজস্ব আহরণ পদ্ধতি ডিজিটাইজড করাসহ বিনিয়োগবান্ধব অনেকগুলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। হালের জঙ্গি তৎপরতা শক্তভাবে সরকার মোকাবিলা করেছে। সমাজও বসে নেই। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। বরং দেশব্যাপী জঙ্গি-বিরোধী যে সামাজিক সক্রিয়তা দানা বাঁধছে তাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা সহজতর হয়েছে।

বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন করে গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। সীমান্ত চুক্তি আর সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তি ছিল স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের দুটি বড়ো অর্জন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্ব স্বীকৃত। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ আর আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্নে শেখ হাসিনা আজ আপোষহীন নেতা। দেশ-বিদেশের ষড়যন্ত্র আর বাধা উপেক্ষা করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে বৈশ্বিক আলোচনা-সমালোচনাতেও গুরুত্ব পাচ্ছে বাংলাদেশ। এক দুর্বার গতিতে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছে বর্তমান সরকার।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলোর সুসমন্বয় বাংলাদেশের মানুষকে অনেক বেশি আশাবাদী করে তুলেছে। মানুষ আগামী দিনের উন্নয়ন ভাবনায় অনেকটাই আস্থাশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতির বড়ো গল্প এখন শুধু বাঙালির কাছেই নয়, সারা পৃথিবীতেই এক কৌতূহলের বিষয়। তারা জানতে চায়, কী এমন ঘটেছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে– যার ফলে বিশ্বমন্দার মধ্যেও দেশটি গত এক দশক ধরে গড়ে ছয় শতাংশর বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। জিডিপি'র ভিত্তিতে দেশটির স্থান এখন বিশ্বে ৪৫তম এবং ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে ৩৩তম। আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা 'গ্যালাপ'-এর মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে আশাবাদী জাতি এখন বাংলাদেশ এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিচারে আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। বিশ্ব আজ জানতে চায়, সামাজিক উন্নয়নের কী এমন ঘটেছে এখানে– যার ফলে, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭১ বছর। এ ক্ষেত্রে আমরা ভারত ও পাকিস্তানকে চার-পাঁচ বছর পেছনে ফেলে দিয়েছি। শিশুমৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের

স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ এরই মধ্যে জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন করেছে। 'সেভ দ্যা চিলড্রেন'-এর মাতৃসূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩০তম। এ ক্ষেত্রেও ভারত এবং পাকিস্তান বাংলাদেশের বেশ পেছনে। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির এই চাঙ্গা ভাব এমনি এমনি আসেনি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জনবান্ধব নীতি-কৌশল, কূটনীতি এবং উদ্যোক্তা শ্রেণির সক্রিয় প্রচেষ্টায় আমরা এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক – খুলে যাচ্ছে আইটি খাতের সম্ভাবনার দুয়ার

সময়মতো বাণিজ্য ও শিল্পনীতির উদারীকরণ এবং আর্থিক খাতকে আধুনিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার কারণে বাংলাদেশের ম্যাক্রো ও মাইক্রো অর্থনীতিতে এমন অভাবনীয় পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। এ পরিবর্তনে বাংলাদেশের তরুণ জনসম্পদও ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষ করে, তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রগতিতে তরুণ উদ্যোক্তা ও কম বয়সি নারী শ্রমিকদের অবদান সত্যি অভাবনীয়। ব্যাংকিং খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক নানা উদ্যোগ, বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে শাখা স্থাপন, সহজেই হিসাব খোলা এবং মোবাইল আর্থিক সেবার ব্যাপক বিস্ফোরণ বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনীতিকে যেমন গতি দিয়েছে তেমনি আবার অন্তর্ভুক্তিমূলকও করেছে। এর ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বেশ বেড়েছে। বেড়েছে এর অংশীদারিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা।

আমাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির রয়েছে তিনটি দিক– আমানত ও সঞ্চয়, বিমা এবং লেনদেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশি বেশি মানুষের অংশগ্রহণের নামই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। বর্তমানে টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ এক 'রোল মডেল'-এ পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এজেন্ডাকে তার টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার অংশ করে নিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারে খুব করে গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বলেই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযানটি আরো সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আগামী দিনগুলোতে ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিই বেশি গুরুত্ব পাবে। আর্থিক খাতের এই অন্তর্ভুক্তি সামাজিক সেবার ভিত্তি প্রসারিত করেছে। এর প্রভাবে সমাজের ভেতর টানাপড়েন অনেকটাই কমেছে ও ঐক্য বেড়েছে।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মূলত কৃষিনির্ভর একটি ক্ষুদ্র টানাপড়েনের অর্থনীতি নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। মাত্র ৪৫ বছরে আমাদের শহরের মানুষ বেড়েছে দশ গুণ, বর্তমানে ষোলো কোটির অর্ধেক অর্থাৎ আট কোটির বয়স পঁচিশ বছরের নিচে, দেশের সকল মানুষের আশি শতাংশের হাতে রয়েছে আধুনিক মোবাইল ফোন। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো 'কম খরচের ম্যানুফেকচারিং' উড্ডয়ন ঘটছে এই বাংলাদেশে। বাংলাদেশের এই তরুণ, কানেক্টেড, গণতান্ত্রিক উড্ডয়নে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। নগরায়ণ যেভাবে বাড়ছে তাতে এই উড্ডয়নে প্রচুর টেনশন হবার কথা, হচ্ছেও। গণতান্ত্রিক পরিবেশেই কেবল এসব টেনশন মোকাবিলা করা সম্ভব। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এই টেনশন মোকাবিলায় যথেষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে। গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম, সামাজিক সংগঠনগুলো প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও বহু মতামতভিত্তিক সমাজ গঠনে বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করে চলেছে। অর্থায়নকে অন্তর্ভুক্তি করার ক্ষেত্রে এসবকিছুই ইতিবাচক সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে।

প্রতিবছর বাংলাদেশে ২০ লক্ষ নতুন শ্রমিক শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। এদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা মোটেও সহজ কাজ নয়। তবুও শিল্প, কৃষি ও সার্ভিস খাতে তাদের নিয়োগের সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে, নারীর শ্রমবাজারে প্রবেশের চিত্রটি খুবই উজ্জ্বল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গত দেড় দশকে নয়া খুদে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে। কৃষি, এসএমই ঋণ এবং রেমিট্যান্স এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কৃষির উন্নতির পাশাপাশি আমাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশও চোখে পড়ার মতো। আর গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকের অভাবনীয় প্রবেশ আমাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযাত্রাকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

বিশ্বব্যাপী মন্দা ও জাতীয় নানা বাধার মাঝেও বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গত আট বছর ধরে বেশ সাফল্যের ধারাতেই রয়েছে। অর্থনীতির সূচকগুলোই বলে দিচ্ছে, বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে চলেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরো সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল হবে এবং সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ আরো প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির নতুন পথে পরিচালিত হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম স্বদেশের এ এগিয়ে যাওয়ার গতি-প্রকৃতি অবলোকন করে নিজেরাও তার উন্নয়নের জন্য নানা উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে– সেই প্রত্যাশাই করছি।

বাংলাদেশ ব্যাপক সম্ভাবনাময় একটি দেশ। সারাবিশ্ব আমাদের এ উন্মেষের দিকে তাকিয়ে আছে। এ সুযোগকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এজন্য দুর্নীতি রোধ করার চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করেছি। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার নানা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সম্পন্ন করেছি। রাজস্ব আহরণের গতি বাড়িয়ে আরো সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। গভীর সমুদ্রবন্দর, চার লেনের মহাসড়ক, মেট্রোরেলসহ বড়ো বড়ো অবকাঠামো নির্মাণে চাই বাড়তি রাজস্ব। সেজন্য সবাইকে স্বচ্ছতার সাথে কর প্রদান করা দরকার। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আরো উন্নয়ন ও বড়ো বড়ো শহরের ট্রাফিক মোকাবিলা জরুরি। কারণ প্রতিটি বড়ো শহর একটি উদীয়মান অর্থনীতির জন্য এক একটি 'প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র' হিসেবে কাজ করে। আমার বিশ্বাস, সবাই একসাথে চললে সামনের দিনগুলোতে আমাদের অর্থনীতি আরো সুসংহত হবে। আরো সুস্থির হবে। শুভ হোক আমাদের এ পথচলা।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
সৌজন্যে: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)

সরকারের সাফল্যের ৮ বছর

সম্পাদনা বিভাগ, সচিত্র বাংলাদেশ

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার এবং ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি তৃতীয়বারের মতো দায়িত্বভার গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শুরু হয় জনবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক এক সচেষ্ট উন্নয়ন অভিযাত্রা। ভিশন-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে অভূতপূর্ব উন্নয়ন কার্যক্রম হয়েছে বাংলাদেশে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও ১০টি অর্থনৈতিক মেগা প্রকল্প উন্নয়নের গতিধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দুই মেয়াদে একটানা ৮ বছরে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের কারণে অর্থনীতির প্রায় সকল সূচকে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

১২ জানুয়ারি ২০১৪ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেন শেখ হাসিনা –বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যথোপযুক্ত নীতি ও সিদ্ধান্তের কারণে দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭.১১ শতাংশ এবং বর্তমান অর্থবছরে তা ৭.৫০ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের অব্যাহত উন্নয়নের ফলে মাথাপিছু আয় বেড়ে বর্তমানে ১৪৬৬ মার্কিন ডলার, রিজার্ভ প্রায় ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং রেমিট্যান্স ১৫.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকিং খাতে মোট আমানতের পরিমাণ ২০১৬ সাল শেষে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা। দারিদ্র্যের হার কমে ২২.৪ শতাংশে, চরম দারিদ্র্যের হার ১২.১ শতাংশে নেমে এসেছে এবং বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন জিডিপি'র ভিত্তিতে বিশ্বে ৪৪তম এবং ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে ৩২তম। অর্থনৈতিক সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের ১টি বাংলাদেশ এবং গ্যালাপের জরিপ অনুযায়ী অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। প্রাইজ ওয়াটার হাউজ কুপার্স-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২৯তম এবং ২০৫০ সালে ২৩তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হবে। 'এক নজরে বাংলাদেশ' শীর্ষক বর্তমান বাংলাদেশের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো। [বক্স-০১]

ভিশন- ২০২১ ও রূপকল্প- ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার কার্যক্রম জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের সম্পৃক্তকরণের জন্য 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' হিসেবে ১০টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে [বক্স-২]। একটি বাড়ি একটি খামার, কমিউনিটি ক্লিনিক, আশ্রয়ণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ– এ ১০টি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হয়েছে।

চলমান উন্নয়নকে আরো বেগবান করতে অবকাঠামোগত বিশেষ কিছু প্রকল্পকে 'fast track' [বক্স-৩] হিসেবে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে ও মানসম্মতভাবে প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণে এই অবকাঠামোসমূহ বিশেষ অবদান রাখবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals: MDGs) অর্জনে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ২০১৫ সালে সম্মিলিতভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে সকলের জন্য 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' (Sustainable Development Goals: SDGs) [বক্স-৪] ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন ভাবনা বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রগামী। এসডিজি দলিল (Agenda 2030) হলো মানব উন্নয়নের দিগ্‌দর্শন, যার ভিত্তি Five Ps (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership)। সতেরোটি অভীষ্ট (Goals) এবং এর অন্তর্গত ১৬৯টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার (targets) মূল উদ্দেশ্য হলো সকলের অংশগ্রহণে জনগণের জন্য বাসযোগ্য, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়, যেখানে সকলের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বিষয়গুলোতে প্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে এবং বৈশ্বিক উন্নয়নের আশীর্বাদ থেকে কাউকে বাইরে রাখা হবে না। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবে রূপ দিতে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে এসজিডি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক ম্যাপিং ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং অগ্রাধিকার পরিকল্পনা (action plan) তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

বিগত ৮ বছরে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জনে সাফল্যের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেছে [বক্স-৫] । যা দেশের জন্য গৌরবের এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের অনন্য স্বীকৃতি। সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টেও ধরে রাখতে সরকার সচেষ্ট।

সরকারের একটানা ৮ বছরে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিগত ৮ বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পূণর্গঠন করেছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে রেলপথ বিভাগকে পৃথক করে রেলপথ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পুনর্গঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও

যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, খাদ্য বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগকে পুনর্গঠন করে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় পুনর্গঠন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়'কে একীভূত করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-নামে পুনর্গঠন করা হয়েছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সড়ক বিভাগের নাম পরিবর্তন করে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ করা হয়। ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ করা হয়। এছাড়া প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ড একীভূতকরণ করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগ বিভক্ত করে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ গঠনসহ ৯টি উপজেলা, ৫টি সিটি কর্পোরেশন, ৯টি পৌরসভা এবং ১৮টি থানা স্থাপন করা হয়।

● রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/ সংস্থাসমূহে অভিন্ন ফরম্যাটে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন নিশ্চিত করা হয়।

● সরকারের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের যোগাযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়।

● ন্যাশনাল ই- সার্ভিস সিস্টেম-এর আওতায় ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে অনলাইনে নাগরিক আবেদন, দাপ্তরিক আবেদন, নকল প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণসহ এ সংক্রান্ত সেবাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

● প্রায় ২৫ হাজার সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইটের সমন্বয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম জাতীয় তথ্য বাতায়ন (Portal) নির্মিত হয়েছে, যা ২০১৫ সালে WSIS (The World Summit on the Information Society) পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

● সারাদেশে ইউনিয়ন, পৌরসভা ও বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড পর্যায়ে ৫২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়।

● সরকারি সকল সেবা এক ঠিকানায় পাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ৪০০টি সেবা নিয়ে সেবাকুঞ্জ (services.portal.gov.bd) এবং ১৪০০-র বেশি সরকারি ফরম নিয়ে ফর্মস পোর্টাল (forms.gov.bd) চালু করা হয়।

● ২৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বাস্তবায়নাধীন ১৪২টি কর্মসূচির কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য National Social Security Strategy of Bangladesh-2015 মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। এটি বাস্তবায়নের জন্য 'Social Security Policy Support (SSPS) Programme' শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা হয়।

● সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন উদ্যোগসমূহে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১ হাজার ইনোভেশনটিম গঠন করা হয়। এ সকলটিমে ৫০০০-এর বেশি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ৪১২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাইলট করা হয়। পাইলট ভিত্তিতে ৪৩টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ চূড়ান্ত করা হয়।

● প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত এটুআই এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক-এ চালু করা হয়েছে Public Service Innovation Bangladesh। এটি সরকারি কর্মকর্তাদের মুক্ত আলোচনার প্লাটফর্ম। এখানে স্থানীয় সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি অতি দ্রুত তা নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

● রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং চিহ্নিত সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এলক্ষ্যে সরকারি দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে 'National Integrity Strategy Support Project' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

● পারফরম্যান্স ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করেছেন। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বছরওয়ারি অর্জন পরিমাপের জন্য এগুলোকে APA-এর আওতায় নিয়ে এসে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

● জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্যকরণ ও সেবা কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে Grievance & Redress System (GRS) চালু করা হয়েছে এবং সকল দপ্তরে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে গণশুনানির ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরনের সুবিধার্থে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়। অভিযোগ গ্রহণ

একনজরে বাংলাদেশ

সরকারি নাম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ভৌগোলিক অবস্থান
দক্ষিণ এশিয়া। ২০°৩৪´ – ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১´ – ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
সীমানা
উত্তরে ভারত (আসাম ও মেঘালয়), পশ্চিমে ভারত (পশ্চিমবঙ্গ), পূর্বে ভারত (ত্রিপুরা, মিজোরাম ও আসাম) এবং মিয়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর
আয়তন
১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (৫৫,৯৭৭ বর্গমাইল)
জলবায়ু
ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু। শুষ্ক ও মৃদু শীত এবং উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্ম
রাজধানী
ঢাকা (জনসংখ্যা ১ কোটির অধিক)
প্রশাসনিক ইউনিট
বিভাগ ৮টি, জেলা ৬৪টি, উপজেলা ৪৯১টি
মুদ্রা
টাকা / ১ মার্কিন ডলার = ৭৮.৭২ টাকা
জনসংখ্যা
প্রায় ১৬ কোটি
জীবন প্রত্যাশা (প্রত্যাশিত গড় আয়ু)
৭১ বছর
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১.৩৭% (২০১৫)
সাক্ষরতার হার
৭১%
ধর্ম
মুসলিম (৮৯.৫%), হিন্দু (৯.৬%), বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য (০.৯%)
মাথাপিছু আয়
১৪৬৬ মার্কিন ডলার
মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা
১৫,৩৫১ মেগাওয়াট (২০১৬)
মোট জিডিপি
২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার
৭.১১% (২০১৬)
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৬)
বৈদেশিক বিনিয়োগ
২.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৬)
বৈদেশিক বাণিজ্য
রপ্তানি– ৩৪.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৫-২০১৬), আমদানি– ৪২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৫-২০১৬)
প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য
তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য, ওষুধ, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, সিরামিক, রাসায়নিক দ্রব্য
মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (ধান, গম ও ভুট্টা)
৪ কোটি মেট্রিক টন (২০১৫-২০১৬)
মৎস্য উৎপাদন
৩৮.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন (২০১৫-২০১৬), বিশ্বে ৪র্থ
প্রধান শিল্প
তৈরি পোশাক, পাট, সুতা ও টেক্সটাইল, কাগজ, সিমেন্ট, সার, চিনি, চামড়া, পাদুকা, সিরামিক, ফার্মাসিউটিক্যালস, তেল শোধনাগার, স্টিল, জাহাজ নির্মাণ, ইলেকট্রনিক্স ও হালকা যন্ত্রাংশ
প্রধান খনিজ সম্পদ
প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চিনামাটি, কাঁচবালি, কঠিন শিলা
সমুদ্রবন্দর
চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট
দৈনিক সংবাদপত্র
২৫টি প্রথম সারির দৈনিকসহ মোট ১১২৬ টি
বেতার
সরকারি–১২টি স্টেশন, বেসরকারি–২২টি এফ এম ব্যান্ড চ্যানেল, কমিউনিটি রেডিও স্টেশন–১৭টি
টিভি
সরকারি ৩টি এবং বেসরকারি ২৬টি চ্যানেল
ডিজিটাল সেন্টার-৫২৭৫টি

বক্স-১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ এপ্রিল ২০১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং নেত্রকোনা ও পটুয়াখালী জেলা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের সাথে কথা বলেন– পিআইডি

ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সম্পৃক্ত করে সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসনের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

● তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণ এবং তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তথ্য অধিকার বিষয়ক একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ কার্যকর রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সংবলিত 'Connecting Citizens- RTI Implementation Plan' প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

● মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত Steering Committee on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগে 'সিআরভিএস সচিবালয়' স্থাপন করা হয়।

● বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকালে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর), ভারত প্রজাতন্ত্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীসহ বিভিন্ন দেশের বরেণ্য ১৬ জন সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' এবং ৩৪৯ জন সম্মানিত ব্যক্তি ও ১১টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

● বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে অবদানের জন্য সৌদি আরবের প্রিন্স আল ওয়ালিদ বিন তালাল বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদকে 'বাংলাদেশ মৈত্রী পদক' প্রদান করা হয়।

● খাদ্যদ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন এবং বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানি/সাধারণ পশুর হাট স্থাপন, সুনির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করা; দেশের সকল মহাসড়কে অবৈধ, ফিটনেসবিহীন মোটরযান, লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

দক্ষ, সেবামুখী, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গড়ে তুলে সরকারের সকল এজেন্ডা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সরকারি দপ্তরে উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল নিয়োগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি প্রদান, রাজস্ব খাতে পদ সৃজন, পদ স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ, উদ্বৃত্ত জনবল আত্তীকরণ এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন পদে মান উন্নীতকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে।

● জনপ্রশাসনে সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে 'সরকারি কর্মচারী আইন-২০১৫' অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'জনপ্রশাসন পদক' প্রবর্তন এবং 'জনপ্রশাসন পদক' নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। প্রথমবারের মতো ১১ জন কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচিকে জনপ্রশাসন পদক ২০১৫ প্রদান করা হয়। জেলা পর্যায়ে ১৫জন কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জয়পুরহাট ও চট্টগ্রাম কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-২ কে জনপ্রশাসন পদকে ভূষিত করা হয়। প্রতিবছর ২৩ জুন 'আন্তর্জাতিক জনসেবা দিবস' উদ্যাপন করা হয়।

● ২৮তম থেকে ৩৪তম পর্যন্ত বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ১৯,৮৮০ জন নবীন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ২,১৫৬ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৬তম ও ৩৭তম পর্যন্ত বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে যথাক্রমে ২,১৮০টি ও ১,১৮২টি শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম চলছে।

● জনপ্রশাসনে পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বিয়াম ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেড থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০০৩ অনুয়ায়ী সামগ্রিক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের বছরে ৬০ঘণ্টা প্রশিক্ষণের জন্য 'প্রশিক্ষণ মডিউল' প্রস্তুত করা হয় এবং 'জেলা মানবসম্পদ উন্নয়ন কমিটি' গঠন করা হয়।

● জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, জেলা পরিষদের সচিব, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে ভারতের মুসৌরীতে National Centre for Good Governance(NCGG)-এ আয়োজিত 'Mid-Career Training Programme in Field Administration for Civil Servants of Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

● সরকারি কাজে শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রশাসনিক পরিভাষা ২০১৫, পদবির পরিভাষা ২০১৬ এবং শূন্য পদের তথ্য সংবলিত Statistics of Civil Officers and Staff-2015 প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৭৮টি আইন/বিধি/নীতিমালা বাংলায় প্রমিতীকরণ করা হয়।

● ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমের আওতায় ২৮টি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য ও চাকরি বিবরণী সংবলিত PMIS ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৪১,০৪৯ জন কর্মকর্তার নিবন্ধন

সম্পন্ন হয় এবং ৪০,৪৭৭ জনকে নতুন পরিচিতি নম্বর প্রদান করা হয়। এছাড়া National e-learning System-এর আওতায় ই-ফাইলিং চালু করা হয়। এছাড়া e-learning portal কার্যক্রমের আওতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় ই-মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সচিবালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি অটোমেশন করা হয়।

• গণকর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে রাজধানীর ফুলবাড়িয়ায় সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২.০৩ একর জমির ওপর ৪৪.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়।

• ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে চাকরিরত অবস্থায় মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারকে প্রদেয় আর্থিক অনুদান ৮ লক্ষ টাকায়, দাফন-কাফনের জন্য প্রদেয় অনুদান ৩০ হাজার টাকায় এবং গুরুতর আহত কর্মচারীর অক্ষমতাজনিত প্রদেয় অনুদান ৪ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়।

• নন-ক্যাডার কর্মকর্তা/কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা ২০১১, বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৪, সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৪, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরকারি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৪, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সহ বিভিন্ন আইন/ বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

• তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ৬ ধারা অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যাবলি, প্রতিবছর সম্পাদিত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জনগণকে জানানোর জন্য নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়।

• মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিড- ডে মিল চালুর বিষয়ে মাঠ প্রশাসনে তদারকি অব্যাহত রয়েছে।

• সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে ৫৯ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীদের বয়স ৬০ বছর করা হয়। প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারণ করে ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে ১ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ
লক্ষ্য ২০২১: ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ

একটি বাড়ি একটি খামার শেখ হাসিনার উপহার একটি বাড়ি একটি খামার বদলাবে দিন তোমার আমার	• পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন দক্ষতা ও আয়বর্ধক কর্মসূচি • প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে গ্রাম সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি, গৃহকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২৭ লক্ষ ৩৪ হাজার খামার তৈরি
কমিউনিটি ক্লিনিক শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ	• গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছাতে ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে ক্লিনিক স্থাপন • ১৩১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের অবহেলিত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ বিশেষত মা ও শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
আশ্রয়ণ আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার	• ছিন্নমূল, গৃহহীন মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ার অনন্য প্রকল্প • গৃহহীন ও দরিদ্র উপজাতিদের জন্য ঘর নির্মাণ, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান • যার জমি আছে ঘর নেই তার নিজ জমিতে গৃহনির্মাণ কার্যক্রম • আশ্রয়ণ-২ (২০১০-২০১৭) প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৪,২১৫টি পরিবারকে গৃহ প্রদান
ডিজিটাল বাংলাদেশ শেখ হাসিনার উপহার ডিজিটাল সরকার	• রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের সরকারি প্রচেষ্টা • ৫২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন • ৫৮টি মন্ত্রণালয়, ২২৭টি অধিদপ্তর, ৬৪টি জেলা ও ৪৮৭টি উপজেলার ১৮১৩০টি সরকারি দপ্তরকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন • ২৫ হাজার ওয়েবসাইট সংবলিত জাতীয় তথ্য বাতায়ন
শিক্ষা সহায়তা শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ	• বিনামূল্যে বই বিতরণ, বৃত্তি-উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি • স্কুলগামী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, শ্রেণিকক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান
নারীর ক্ষমতায়ন শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি নারী জাগরণে অগ্রগতি	• সরকারের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ • জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জয়িতা ফাউন্ডেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা • ১২ হাজার ৯৫৬টি পল্লি মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুর যত্নসহ যাবতীয় বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ	• মাথাপিছু বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ, সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণ • বিদ্যুৎ উৎপাদনে যৌথ উদ্যোগ, বেসরকারি বিনিয়োগ ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ • শিল্প ও কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ উন্নয়নের সুফল হিসেবে গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুতায়ন
সামাজিক নিরাপত্তা শেখ হাসিনার বারতা গড়ো সামাজিক নিরাপত্তা	• অবহেলিত, অক্ষম জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র এলাকার যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম গ্রহণ • অসচ্ছল, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের মাসিক ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান • হিজড়া, দলিত ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি • ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
পরিবেশ সুরক্ষা শেখ হাসিনার নির্দেশ জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ	• জলবায়ু সহিষ্ণু ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ • নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে এ পর্যন্ত ৩,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান এবং ৪২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন
বিনিয়োগ বিকাশ শেখ হাসিনার নির্দেশ বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশ	• বিনিয়োগবান্ধব এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ • ২০২১ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বক্স-২

২৩ জুলাই ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জনপ্রশাসন পদক-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

● প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক গাড়ি সেবার পরিবর্তে গাড়ি ক্রয়ের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত অগ্রিম এবং গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ৪৫ হাজার টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে মোট ১২৩ জন কর্মকর্তাকে এ সুবিধা দেওয়া হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়

যথোপযুক্ত রাজস্ব নীতি ও সহায়ক মুদ্রানীতির প্রভাবে দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রয়েছে। অর্থনীতির প্রায় সকল সূচকে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ধারাবাহিক ৮ বছরের মেয়াদে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.২ শতাংশ হারে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.১১ শতাংশ হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ এবং ২০২০ সালের মধ্যে ৮ শতাংশে প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৪.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

● দারিদ্র্যের হার ২০০৫-০৬ সালে ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমে ২২.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। অতি দরিদ্র্যের হার ২০০৫-০৬ সালের ২৪.২৩ শতাংশ থেকে ১২.১ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রতিবছর ২% হারে দারিদ্র্যের হার হ্রাস করে ২০২১ সালে ১৫% এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৭%-এ নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ১২ মাসের গড় ভিত্তিতে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ২০০৮-০৯ সালের ডাবল ডিজিট থেকে বর্তমানে ৫.৫৮ শতাংশে নেমে এসেছে। মুদ্রাস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রা ও ঋণ জোগানের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দেশের মুদ্রানীতি পরিচালিত করা হচ্ছে।

● পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কররাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ১৭.৯ শতাংশ হয়েছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ২১.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। রাজস্ব আয়, বাজেটের আকার ও উন্নয়ন কার্যক্রম বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটের আকার ৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকা। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করা হয়েছে।

● বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ৪ গুণেরও বেশি। বর্তমান রিজার্ভ ৩২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। বাণিজ্য ভারসাম্যসহ সেবা এবং প্রাথমিক আয়-খাতের ঘাটতি হ্রাস পাওয়ায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসেবে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৩.৭ বিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক বিনিয়োগ ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে লেনদেনে সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত হয় ৫০ বিলিয়ন ডলার। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এছাড়া মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারও স্থিতিশীল রয়েছে।

● বৈদেশিক বিনিয়োগ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪৫.৬ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২২৩ কোটি মার্কিন ডলার হয়েছে। ২০০৯ পরবর্তী বছরগুলোতে Foreign Direct Investment (FDI) উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭০.৫ কোটি ডলারের বৈদেশিক সহায়তা চুক্তি হয়েছে এবং ৩৫.৪ কোটি ডলার ছাড় হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩৯.৮ কোটি ডলারের বৈদেশিক সহায়তা চুক্তি হয়েছে। বিনিয়োগ সুবিধা বাড়াতে সারাদেশে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। এতে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানসহ বছরে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যে ৭৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এবং ২০টির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতায় সমুদ্র বিজয়ের পর ব্লু-ইকোনমির অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

● মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদের ৮২% অর্থনৈতিক সম্পদ বিভাগ আদায় করছে। পরোক্ষ করের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে বর্তমান সরকার প্রত্যক্ষ করের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ফলে আয়কর দাতার সংখ্যা ও আয়করের পরিমাণ বাড়ছে। ২০১৬ সাল শেষে ই-টিআইএনধারীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ ২৯ হাজার অতিক্রম করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে ১,৫৫,৫২৯.৭২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে, যার মধ্যে ৫৩,২৪৪.৬৭ কোটি টাকা আয়কর। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২,০৩,১৫২ কোটি টাকা। আয়কর ব্যবস্থাকে অটোমেটেড করার পাশাপাশি ৩০ নভেম্বরকে কর দিবস ঘোষণা করা হয়। সারাদেশে আয়কর মেলা আয়োজনের সাথে সাথে সর্বোচ্চ করদাতাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

● সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ এবং ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।

● প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার

বেতনভাতা ও অবসরকালীন সুবিধাদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে ২০০৯ এবং ২০১৫ সালে মোট দুটি জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করে।

• ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন আইনি সংস্কার, অটোমেশন, জনবল নিয়োগ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম প্রসারের মাধ্যমে এই খাতের গভীরতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে ব্যাংকিং খাতে ঋণ প্রদানের সুদের হার হ্রাস পাচ্ছে। আর্থিক খাতে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়।

• অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, সেতু, সড়ক ও রেলপথসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করে। জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি' গঠন করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে Real Time Data সংগ্রহের লক্ষ্যে এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (AIMS) তৈরি ও চালু করা হয়েছে।

• ২০০৬-০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)-র আকার ৪৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯১ শতাংশের বেশি। ADP অর্থায়নে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল মোট ADP আকারের ৪২.১১ শতাংশ, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪.১৬ শতাংশে।

• ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA)-এর ইপিজেডসমূহে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৪৬২টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ৪,৬২,৯১৩ জন নাগরিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে, যার ৬৪ শতাংশ নারী। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহে ৪০৪.৩৬ মিলিয়ন ডলার এবং বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে ১৪০.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেপজার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ৬.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এবং এ অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে ২৩৭৩.২৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে।

• দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনসহ রূপকল্প-২০২১ পূরণকল্পে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Investment Development Authority) গঠন করা হয়েছে এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের 'One-stop Service'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিনিয়োগ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১ নভেম্বর ২০১৬ আয়কর মেলা-২০১৬ এর উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন – পিআইডি

• গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি এনজিওসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অধীনে নিবন্ধিত বৈদেশিক অনুদানে পরিচালিত এনজিও'র সংখ্যা ২৯৮২টি; তন্মধ্যে ২৯২টি বিদেশি এবং ২৬৯০টি দেশি এনজিও। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯৮৬টি প্রকল্পের বিপরীতে এনজিওসমূহ ৪৯৩২.৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদান পেয়েছে।

• মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৫-১৭ প্রণয়ন করা হয়। ৭ আগস্ট ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) এর ১৯তম বার্ষিক সভায় মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে 'কমপ্লায়েন্ট কান্ট্রি' হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়, যা এক্ষেত্রে এশীয় অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী দেশের স্বীকৃতি।

• সরকারের অব্যাহত আর্থিক সংস্কারের ফলে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৫% মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে রূপান্তরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সরকার দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্যদূরীকরণকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮২ শতাংশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৮৭.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' প্রণয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

• প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১৬-২০ মেয়াদে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে।

• উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ অতিক্রম করে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে 'বাংলাদেশ জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র' প্রণয়ন করা হয়।

• সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে দ্বিতীয়বারের মতো SAARC Development Goals: Bangladesh Country Report 2013 প্রণয়ন করা হয়।

• প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বেটিকে থাকার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিকে 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি'তে উন্নীত করা হয়েছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাদারি মনোভাব ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৪.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিসিএস ইকোনমিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

• পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আইনগত কাঠামো লাভ করে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপের বিভিন্ন তথ্য 'Webenabled GIS based inforamtion system'-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম, মৌজা, পাড়া, মহল্লার নাম বাংলা ও ইংরেজিতে সুনির্দিষ্ট করে আইনগত মর্যাদা প্রদান ও জিও কোড প্রদানের জন্য 'Strengthening Go Coding System' কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ এপ্রিল ২০১৬ এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) সভায় সভাপতিত্ব করেন – পিআইডি

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা, ভেজাল প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে পণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

• সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে 'প্রতিযোগিতা কমিশন আইন ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। সার্বিক রপ্তানি কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের সুবিধার্থে কাঁচামাল আমদানি সহজতর করতে আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রপ্তানি নীতি ২০১৫-১৮ প্রণয়ন করা হয়।

• চা আইন ২০১৬, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০১৬, এমএলএম কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩, এমএলএম কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৪, চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন ২০১৫, প্রতিযোগিতা আইন ২০১২, FTA Policy Guideline 2010, জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা ২০১৩, সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

• তৈরি পোশাক শিল্পে অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২৫ জুলাই ২০১৩ সরকার, মালিক ও শ্রমিক সমন্বয়ে 'National Tripartite Plan of Action on Fine Safety and Structural Integrity in Ready-Made Garment Sector in Bangladesh (NTAP)' গৃহীত হয়। তৈরি পোশাক খাতে ৪০ লক্ষ নারী শ্রমিকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট ফান্ড বরাদ্দ করেছে। উক্ত ফান্ড ব্যাংকে রেখে তার মুনাফা দ্বারা ২০১০ সাল থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। চীনের সহায়তায় মুন্সিগঞ্জ জেলায় ৫৩০.৭৮ একর জমির ওপর ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে অত্যাধুনিক গার্মেন্ট শিল্প পার্ক নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছে।

• বর্তমানে ১৯৬টি দেশে ৭২৯টি পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ১৫,৫৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৩৪.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক খাত থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৮.০৯ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। প্রচলিত ও নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রভেদে সরকার ২%-৫% নগদ সহায়তা দিচ্ছে। বর্তমানে ট্রেড GDP তে অনুপাত ৪৫%, গত ৮ বছর যাবৎ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১৩.৬%। ২০১৫-১৬ সালে আমদানি ব্যয় ছিল ৪২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনের জন্য আমদানি নীতির সাথে শিল্পনীতির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। ১৭০টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে ৭২.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।

• রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করতে নিয়মিতভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সিআইপি সনদ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সিআইপি ১৬ জন, তারমধ্যে বিগত ৮ বছরে ১১ জন ব্যবসায়ীকে সিআইপি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

• বাংলাদেশ WTO তে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (LDC)-এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশের নেতৃত্বে এখন ১১টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে সেবা খাতে প্রেফারেনশিয়াল সুবিধা দিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

• ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে।

• ৬ জুন ২০১৫ বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি (নবায়ন) স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সম্পাদিত বর্ডার হাট সংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ৪টি বর্ডার হাট চালু হয়। আরো ২টি হাট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

• দেশে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি সক্ষমতা তৈরি ও মান বৃদ্ধির জন্য পূর্বাচলে ২০ একর জমিতে একটি স্থায়ী রপ্তানি/বাণিজ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ৭৯৬.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ-চীন এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণের জন্য চীনের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

• যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের দপ্তরের (RJSC) প্রধান প্রধান কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৭ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করেন – পিআইডি

• টিসিবি'র অনুমোদিত মূলধন ১,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। সারাদেশেটিসিবি'র ডিলারের সংখ্যা ২,৯৫৮ জনে উন্নীত করা হয়েছে। গুদামের মোট ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০৮০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণসহ জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

গ্রহণ করেছে। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্কিংয়ের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে সামিল করা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০ উদ্যোগের এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

• গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) বিধিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১ জুলাই ২০০৯ 'তথ্য কমিশন' গঠন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য সকল জেলা ও ৯০টি উপজেলায় অবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়। ২৩,৯৮০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ওয়েবসাইট ভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। ইতোমধ্যে ২২,২৭৩ জন কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী ও এনজিও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন করা হচ্ছে।

• গণমাধ্যমকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করতে এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০১০', বেসরকারি মালিকানায় 'এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান নিয়মাবলি ২০১২ (সংশোধিত), যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা ২০১২ (সংশোধিত), বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা ২০০৮-এর সংশোধন ২০১০ (বিজ্ঞাপনের হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০% বৃদ্ধি করা হয়) সহ বেশ কয়েকটি নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন করা হয়।

• উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অনুদান ৩৫ লক্ষ টাকা থেকে ৬০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' ঘোষণা করা হয় এবং ৩ এপ্রিলকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' ঘোষণা করা হয়। বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণে সহযোগিতার জন্য প্রি-ফিল্ম মঞ্জুরি নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত ৪৯টি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ থেকে প্রতি অর্থবছরে ২টি করে শিশুতোষ (১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও ১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য) চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। সরকারি অনুদানে বিদ্যমান প্রেক্ষাগৃহসমূহ ডিজিটালাইজ করা এবং বেসরকারি মালিকানাধীন প্রেক্ষাগৃহসমূহের উন্নয়ন, প্রেক্ষাগৃহে ডিজিটাল প্রদর্শন ও সাউন্ড সিস্টেম চালুর জন্য সরকারি অনুদান নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। চলচ্চিত্র সংসদ/

Fast Track প্রকল্পসমূহ

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প

সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৮,৭৯৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ : ২০০৯-২০১৮

অগ্রগতি : জাজিরা প্রান্তে এ্যাপ্রোচ রোড ৮৪%, মাওয়া প্রান্তে এ্যাপ্রোচ রোড ১০০%, ০৩টি সার্ভিস এরিয়া ১০০%, মূল সেতু ৩৩%, নদী শাসন ২৮%; প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩৮%

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র : বাংলাদেশের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১,১৮,০০০ কোটি টাকা (বাংলাদেশ ২৩,০০০ কোটি, রাশিয়া ৯৫,০০০ কোটি)।

বিদ্যুৎ উৎপাদন টার্গেট : ২,৪০০ মেগাওয়াট; মেয়াদ ২০১৩-২০২৪

অগ্রগতি: ১ম পর্যায়ের কাজ ৯৩.৮২% সম্পন্ন হয়েছে, ২য় পর্যায়ের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে

মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট (রামপাল) ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ উৎপাদন টার্গেট: ১,৩২০ মেগাওয়াট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫,৯১৮ কোটি টাকা

মেয়াদ: ২০০৯-২০২০ এ পর্যন্ত ব্যয় : ২৭৬.৬৫ কোটি টাকা

অগ্রগতি : ২০১৯ সালে উৎপাদনে আসবে

মাতারবাড়ি কোল পাওয়ার প্রজেক্ট : জাপান সরকারের অর্থায়নে

উৎপাদন ক্ষমতা : প্রথম পর্যায়ে ১২০০ মেগাওয়াট; মেয়াদ: ২০১৪ থেকে ২০২৪

অগ্রগতি : প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে, ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে

ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রোরেল) প্রকল্প : প্রথম মেট্রোরেল

মোট দৈর্ঘ্য: ২০ কিলোমিটার (উত্তরা থেকে রোকেয়া সরণি হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত)

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১,৯৮৫ কোটি টাকা (জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে)

মেয়াদ: জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২৪;

অগ্রগতি : প্রাথমিক প্রস্তুতির পর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে; উত্তরা থেকে আগারগাঁও ২০১৯ সালে চালু হবে।

এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প : ভাসমান টার্মিনাল

অর্থায়ন: পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ; অগ্রগতি: ১৮.০৭.১৬ তারিখে Terminal Use Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে; কাতার থেকে এলএনজি আমদানি করা হবে

সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর : পুনঃসম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়াধীন

পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর : রামনাবাদ চ্যানেলের মুখে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নির্মাণাধীন সমুদ্রবন্দর

কার্যক্রম : বন্দরের সাথে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রিফাইনারি, এলএনজি টার্মিনাল, রেলওয়ে, সড়ক, বিমানবন্দর ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে; অন্যগুলোর প্রস্তুতি চলছে। ১৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এই বন্দরে পণ্য খালাস প্রথম চালু হয়েছে। ২০২৩ সালে পূর্ণাঙ্গ বন্দর চালুর লক্ষ্যে কাজ চলছে।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প : চীন সরকারের অর্থায়নে জিটুজি পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন

বিবরণ: ঢাকা-মাওয়া-যশোর ১৭২ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন; প্রকল্পের মেয়াদ: ২০১৬-২০২১

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪,৯৮৮ কোটি টাকা; অগ্রগতি : জমি অধিগ্রহণ চলমান; মাওয়া থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ২০১৮ সালে চালু হবে।

দোহাজারী-রামু-মিয়ানমার, ঘুনধুম রেললাইন : এডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন হবে

মোট দৈর্ঘ্য : ১২৯ কিলোমিটার (ডুয়েলগেজ লাইন); প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮,০৩৪ কোটি টাকা

মেয়াদ: জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০২২; কার্যক্রম : পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।

বক্স-৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ আগস্ট ২০১৫ সার্কিট হাউজ রোডে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে তথ্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মোনাজাত করেন। এ সময় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

ক্লাব নিবন্ধন ও পরিচালনার জন্য The Film clubs (Registration and Regulation) Act 1980 রহিত করে 'চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন ২০১১' প্রণয়ন করা হয়।

● সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা ২০১২-এর আওতায় ৮১৯ জন সাংবাদিক/সাংবাদিক পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪ এবং সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন এবং এর আওতায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। ট্রাস্ট তহবিলে ৫ কোটি টাকার সিড মানি, ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার অনুদান এবং ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (PIB) এ অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো ১৯৬ জন দুস্থ, অসচ্ছল, দুর্ঘটনায় আহত ও মৃত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের মাঝে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

● বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে কার্যক্রম শুরু করেছে। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ইনস্টিটিউটে প্রথম 'চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা)' কোর্স উদ্‌বোধন করেন। এই কোর্সসহ টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ (ডিপ্লোমা) কোর্সের সমাবর্তন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ইনস্টিটিউটের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

● বিগত ৮ বছরে বেসরকারিখাতে ৪৫টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল, ২৪টি এফ.এম. বেতার কেন্দ্র ও ৩২টি কমিউনিটির রেডিও'র লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২২টি এফ.এম বেতার কেন্দ্র ও ২৭টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৩২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫ জানুয়ারি ২০১১ সালে 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' নামে একটি পৃথক চ্যানেল চালু করা হয়। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৬ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবাদপত্র বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ১,৭৬৪টি নতুন পত্রিকার নামের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। সারাদেশে ১১২৬টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এবং তথ্য অধিদফতরে অনলাইন গণমাধ্যমের নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ বেতারের প্রতিদিন সম্প্রচার সময় ২৪০ ঘণ্টা থেকে ৩৮৫ ঘণ্টায় উন্নীত করা হয়েছে।

● তথ্য মন্ত্রণালয় বিগত ৮ বছরে ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে চলমান প্রকল্প ১১টি, আরো ২২টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেটে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিটিভির টেরিস্টরিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন, বিটিভির সেন্ট্রাল সিস্টেম অটোমেশন, বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রচার কার্যক্রম সম্প্রসারণ (দ্বিতীয় পর্যায়) এবং প্রতিটি জেলার তথ্য অফিসসমূহের আধুনিকীকরণসহ জেলা তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ অন্যতম।

● ১১২.৮০ লক্ষ টাকায় EMTAP কর্মসূচির আওতার তথ্য অধিদপ্তরে 'Strengthening Development Communication between Government and Stakeholders' শীর্ষক প্রকল্প, ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতারের ধামরাইয়স্থ পুরাতন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের বিকল্প হিসেবে একই শক্তিসম্পন্ন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন, ২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (প্রথম পর্যায়), ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিটিভি সদর দপ্তর ভবন এবং ৫৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত), ৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনসহ চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়াও ৯.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে 'পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়); এবং ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে পিআইবিতে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

● এটুআই-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)- এ 'মিডিয়া ক্যাম্পেইন ফর আউটকাম অব এটুআই প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

● ৮৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগারগাঁওয়ে ' বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' ভবন নির্মাণ, ৮৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ কমপ্লেক্সকে আগারগাঁও, ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ, আধুনিকীকরণ, ৭৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ ২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন এবং ৯৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা (সংশোধিত) ব্যয়ে 'তথ্য ভবন' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। একই ছাদের নিচে গণযোগাযোগ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের গণযোগাযোগ কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে 'তথ্য ভবন' নির্মাণ করা হচ্ছে। ১২আগস্ট ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

● চলচ্চিত্র তৈরির সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র

উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সজ্জিত করার কাজ চলছে। ১৯.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে কবিরপুরে 'বঙ্গবন্ধু ফিল্মসিটি' স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে এবং ৫৮.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বিএফডিসি আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ' কাজ সমাপ্তির পথে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ সেন্সর করার জন্য বিদ্যমান সেন্সর নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের কাজ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সর্বমোট ৬৭২টি চলচ্চিত্রকে সেন্সর সনদপত্র প্রদান করেছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা মূল্যমানের আজীবন সম্মাননা এবং পোশাক ও সাজসজ্জা নামক দুটি নতুন ক্যাটাগরি প্রবর্তন করা হয়। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকের ক্ষেত্রে সম্মানী ১০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০ হাজার টাকা এবং শিল্পী ও কলাকুশলীদের ক্ষেত্রে সম্মানী ৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০০৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৮৫টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

● জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কমপ্লেক্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল (সংশোধন) আইন ২০১৬-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

● প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগের ব্রান্ডিং বিষয়ে জনগণকে অবহিতকরণের জন্য আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী তৈরি, প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে।

● সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গিবাদ বিরোধী জনমত গঠনের লক্ষ্যে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সাতটি বিভাগে সুধী সমাবেশ ও সভা অনুষ্ঠানসহ জেলা তথ্য অফিসমূহের উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুজব ও আতঙ্ক ছড়ানোর বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও তথ্য অধিদফতর প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'বাড়িভাড়া প্রদানে সতর্কতা' ও 'সন্তানের গতিবিধির ওপর মায়ের নজর রাখা' শিরোনামে ২টিটিভিসি বিভিন্নটিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেনোম বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালে তোষা পাটের জিন নকশা আবিষ্কৃত হয়। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটের জেনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন।

● দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বিজেএমসি'র ৫টি জুট মিল এবং বিটিএমসি'র ২টি টেক্সটাইল মিল চালু করা হয়েছে। এর ফলে ১৭,৮৬৩ জন শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থানসহ প্রায় ৬১ হাজার জনবলের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। বিজেএমসি'র মিলগুলোর উৎপাদিত পাটজাত পণ্যের ৮২ শতাংশ ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়। বিজেএমসি'র মিলের অব্যবহৃত জায়গায় বেসরকারি উদ্যোগে ছোটো ছোটো পাট-সংশ্লিষ্ট শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

● পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩-এর আওতায় ৬টি পণ্যে পাটের মোড়ক বাধ্যতামূলক করার ফলে পাটের ব্যাগের চাহিদা ১০ কোটি থেকে বেড়ে ৭০ কোটি ব্যাগে উন্নীত হয়েছে। ২০১৭ সালে আরো ১০টি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৬ সালে পাটকে 'কৃষিজাত পণ্য' এবং ৬ মার্চকে 'জাতীয় পাট দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। সোনালি আঁশ পাটের ব্যবহার ও বাণিজ্য বাড়াতে পাট আইন ২০১৬ ও পাটনীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

● বাংলাদেশের বৃহত্তম কুটিরশিল্প হচ্ছে তাঁতশিল্প এ শিল্পে ১৫ লক্ষের অধিক মানুষ নিয়োজিত আছে। তাঁতশিল্পে বছরে ৬৮.৭০ মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়, যা দেশের ৪০ শতাংশ চাহিদাপূরণ করে। তাঁতিদের চলতি মূলধন চাহিদা মেটানোর জন্য ৫০ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল চলমান আছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের ৪৮৪টি সমিতির ২৭২৭ জনকে তুত চাষের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ঢাকার বাহিরে মাদারীপুরের শিবচর ও শরিয়তপুরের জাজিরায় ১২০ একর জমিতে 'তাঁতপল্লি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

● বহুমুখী পাট পণ্য হিসেবে পাট থেকে Viscose উৎপাদনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের জুট জিও টেক্সটাইল উৎপাদন করে গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, নদীর পাড় সংরক্ষণ, পাহাড় ধ্বস রোধসহ ১০টি ক্ষেত্রে জুট জিও টেক্সটাইল ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

● ৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

● বাংলাদেশে বর্তমানে শিল্প শ্রমিকের ৫০% পাট ও বস্ত্র খাতে নিয়োজিত আছে। পাট ও বস্ত্র খাত মিলে বর্তমানে রপ্তানি থেকে অর্জিত আয়ের ৮৭% অবদান রয়েছে। রাষ্ট্রীয় পাটকলগুলোতে BMRE করার জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান CTEXIC-এর সাথে BJMC-এর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

● প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বেসরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত বিজেএমসি'র ৩৫টি এবং বিটিএমসি'র ৩৪টি মিল সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ সফল বাস্তবায়ন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সম্মাননা প্রদান – পিআইডি

● বেসরকারি খাতের প্রায় ৯০৪০টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বার্ষিক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২% অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি খাতে সার, সেচ ইত্যাদিতে সরকারি ভরতুকি এবং কৃষি গবেষণায় সরকারের সময়োচিত সহায়তা খাদ্যশস্য উৎপাদনে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে চাল উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বনির্ভর। চাল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় অবস্থান বাংলাদেশের। সরকারি সহায়তায় সোনালি আঁশ পাটের ঐতিহ্য ফেরানো হয়। বিগত ৮ বছরে মোট দানাদার খাদ্যশস্য

উৎপাদন হয় ২৯২৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি– বোরো ৫৩%, আমন ৩৭%, আউশ ৬% এবং গম ৪%।

• উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে উৎপাদনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে কৃষি খাতে ৮ বছরে মোট ভরতুকির পরিমাণ ৫৭,৪৩৪.৫৪ কোটি টাকা। এছাড়া ৩৯১.০৩ কোটি টাকার কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা এবং কৃষক পরিবারকে ২ কোটি ৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৭৭টি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্গাচাষিদের জন্য কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্পসুদে বিনা জামানতে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার কার্যক্রম চালু করে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ৮ বছরে প্রায় ৪০ হাজার ৩০০ কোটি টাকার কৃষি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে অবদান রাখায় ২০ মে ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার কার্যালয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্মাননা সনদ প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক Ronnie Coffman। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

• ফসল চাষ ও কর্তনে শ্রমিকের স্বল্পতা মিটানো ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতিতে ৩০ শতাংশ ভরতুকি প্রদান করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলের জেলাসমূহে কৃষিযন্ত্র সরবরাহের জন্য ১০.৬০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

• সার নীতিমালার আওতায় প্রতি ইউনিয়নে একজন করে সার ডিলার এবং নয়জন করে খুচরা সার বিক্রেতা নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। সারের ক্রয়মূল্য চার দফা কমানোর ফলে সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নন-ইউরিয়া সার আমদানি করে বিএডিসি ডিলারদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে সারের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। সার বিতরণ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়। সার গুদামের ধারণক্ষমতা ৯৮ হাজার মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

• খরা, বন্যা, লবণাক্ততা সহনশীলসহ রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের ২৩০টি জাত অবমুক্ত করা হয়। পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন এবং পাটের সাতটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইক্ষু ও সুগারবিটের উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্পমেয়াদের উন্নত জাত প্রবর্তন করা হয়েছে।

• কৃষকদের জৈবসার ও প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমছে এবং নিরাপদ ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলিত পুষ্টি গবেষণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পতিত জমি চাষের আওতায় আনার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ই-কৃষি বা ডিজিটাল কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রবর্তন করা হয়। বীজ ও সেচ সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা হয়। সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাবার ড্যাম, ক্রমড্যাম নির্মাণ, খাল ও পুকুর খনন, পুনঃখননসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

• ৭ জানুয়ারি ২০১৬ কৃষি খাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২৮ জন ব্যক্তি ও ৪টি সংস্থাকে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০' প্রদান করা হয়।

• কৃষকগণ ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক যে-কোনো সমস্যায় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষ (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম) চাহিদা পূরণে সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। দেশে মোট কৃষিজ জিডিপি'র ৩৮.০২ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত থেকে আসে।

• ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ছিল ২৭.০১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৫-১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয় এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৯৪.৬৬% মেটানো সম্ভব হচ্ছে। মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৪র্থ। দেশের পুকুর-দিঘিতে হেক্টর প্রতি বার্ষিক মাছ উৎপাদন ৪.৩৩ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোক মৎস্য খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত, এর মধ্যে ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার নারী। এর ফলে প্রায় ৪১ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ৭২৮টি মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। দেশে মোট উৎপাদিত মাছের ১০ শতাংশের অধিক আসে শুধু ইলিশ থেকে। মাংস উৎপাদন ২০০৮-০৯ এর ১০.৮৪ লক্ষ মে. টন থেকে বেড়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ৫১.৫২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৪৪.৫% মেটানো সম্ভব হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চামড়া ব্যতীত প্রাণিজ কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,৪০৪.২২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। দেশে দুধের উৎপাদন ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ২২.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ৭২.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, যার

একনজরে বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান

মোট পরিবার	:	২,৮৬,৯৫,৭৬৩ টি
মোট কৃষি পরিবার	:	১,৫১,৮৩,১৮৩ টি
মোট আবাদযোগ্য জমি	:	৮৫,৬০,৯৬৪.৭৫ হেক্টর
মোট সেচকৃত জমি	:	৭৪,০৬,৮২২.৮৭ হেক্টর
আবাদযোগ্য পতিত	:	২,১০,০২৭.৯২ হেক্টর
ফসলের নিবিড়তা	:	১৯২%
এক ফসলি জমি	:	২৩,৫৪,৮২১.৭৪ হেক্টর
দুই ফসলি জমি	:	৩৮,৪৭,২৭৪.৪৯ হেক্টর
তিন ফসলি জমি	:	১৭,১৫,৪৩০.৩৮ হেক্টর
নিট ফসলি জমি	:	৭৯,৩০,০৭১.৬৩ হেক্টর
মোট ফসলি জমি	:	১,৫২,৪৫,৮৪১.৯৩ হেক্টর
জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান	:	১৪.৭৫%
মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন	:	চাল-৩৪৭.১০১ লক্ষ মেট্রিক টন গম-১৩.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা-২৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন

উৎস: এআইএস-২০১৭, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ-২ শাখা (ডিসেম্বর/২০১৬)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ জুলাই জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন – পিআইডি

মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৯৯.৫৩% মেটানো যাবে। ডিম উৎপাদন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১৯১.২৪ কোটি, যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭২.১৮% মেটানো সম্ভব হচ্ছে।

• দি প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে ৫টি এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং ইলিশের ভরা প্রজনন মৌসুমের কাল সংশোধন করে ২২ দিন করা হয়েছে। একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্পের অনুসৃত মডেলের অনুরূপ সঞ্চয়ের বিপরীতে সরকারি অনুদানভিত্তিক ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

• জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে এবং ৪৪০টি উপজেলায় ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে। ১৬টি জেলার ২৮টি উপজেলার ৪৮৭ জন নিহত জেলে পরিবারের মধ্যে সর্বমোট ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

• গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। কক্সবাজারে সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সি অ্যাকুরিয়াম তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মিঠাপানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

• ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি ঘের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। স্বাদুপানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পে ৯টি নতুন গলদা হ্যাচারি নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

• স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ EU FVO Audit Mission-এর সুপারিশে মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে আরোপিত শতকরা ২০ ভাগ বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার শর্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি আয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৩২৪৩.৪১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ তে ৪৬৬০.৬০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিশ্বে কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর নাজিরহাট থেকে ব্রিজ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত ৪০ কি.মি. অংশকে ২০১০ সালে মৎস্য অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। ২০১১-১৬ মেয়াদে হালদা নদী থেকে মোট ৩,১৫৯ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধমানের রেণু সংগ্রহ করা হয়।

• ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলসীমায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে মালয়েশিয়া থেকে ক্রয়কৃত গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' ১৯ নভেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্‌বোধন করেন। বাংলাদেশ Blue Growth Economy নামক সমুদ্র অর্থনীতিতে Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)-এর সদস্য হওয়ার জন্য Co-operating Non-Contracting Party-এর মর্যাদা লাভ করেছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য Long Liner ফিশিং ট্রলার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৩৩টি বাণিজ্যিক ট্রলারে স্যাটেলাইট বয়া সংযোজন করে চট্টগ্রামের সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের বেইজ স্টেশন থেকে ট্রলারের গতিবিধি মনিটরিং করা হচ্ছে।

• দেশের জনগোষ্ঠীর ২০% সরাসরি এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। ৬৬.৭৪ লক্ষ দুস্থ কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। খামারি ও কৃষকগণকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি লালনপালনের প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১২৪টি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কৃষক/খামারিগণকে হাঁস-মুরগি, গবাদিপশুর যে-কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য বিনামূল্যে ১৬৩৫৮ নম্বর থেকে পরামর্শ সেবা দেওয়া হচ্ছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য সার্বক্ষণিক ১০ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিক পরিমাণ আগাম মজুত সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০০৮ সালে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা ছিল ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বিগত ৮ বছরে নির্মিত নতুন খাদ্য গুদাম মোট ১৪৪টি

৩ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশ সচিবালয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পদক্ষেপ হিসেবে পুষ্টিহীনতার হার অর্ধেকে কমিয়ে আনার স্বীকৃতিস্বরূপ FAO প্রদত্ত বিশেষ সম্মাননা পদক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন খাদ্যমন্ত্রী মো. কামরুল ইসলাম– পিআইডি

এবং বর্তমানে সরকারি গুদামের ধারণক্ষমতা ২০.৪০ লক্ষ মে. টন। এ ধারণক্ষমতা ২০৩০ সালে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ খাতে গত ৮ বছরে বোরো ও আমন মৌসুমে (ধানের আনুপাতিক পরিমাণসহ) সর্বমোট ৮৮ লক্ষ (প্রায়) মেট্রিক টন চাল এবং ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৭৫ মেট্রিক টন গম সংগৃহীত হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৬.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ২৩ টাকা কেজি দরে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়।

• চাল উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করায় ২০১২ সালের পর বিদেশ থেকে আর কোনো চাল সরকারিভাবে আমদানি করা হয়নি। ২০১৪ সালে প্রথমবার সরকার শ্রীলঙ্কায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করেছে। এছাড়া, ২০১৫ সালে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের পর বন্ধুপ্রতীম দেশ হিসেবে নেপালকে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল সরবরাহ করা হয়েছে।

• কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (BCIP) ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১৪.১৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশের কাছ থেকে ৮.৮৪ বিলিয়ন ডলার সহায়তা পাওয়া গেছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর অধীনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে এবং নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং FAO কর্তৃক বাস্তবায়িত জাতীয় খাদ্যনীতি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (NFPCSP) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্স-এর যৌথ গবেষণার মাধ্যমে ফুড কম্পোজিশন টেবিল প্রকাশ করা হয়েছে। 'ফুড কম্পোজিশন টেবিল' সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ফুড কম্পোজিশন টেবিল ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

• ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে কার্ডের মাধ্যমে ১০ টাকা কেজিতে চাল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারীতে উদ্‌বোধন করা এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর সেপ্টেম্বর–নভেম্বর এবং মার্চ–এপ্রিল ৫ মাসে প্রতি কার্ডধারী মাসিক ৩০ কেজি চাল ক্রয় করতে পারবেন।

• স্বল্পমূল্যে খোলাবাজারে ওএমএস খাতে বিক্রিত চাল ও গমের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫০২ মেট্রিক টন ও ১০ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৫৪ মেট্রিক টন। মোট ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য খোলাবাজারে বিক্রি করা হয়। এর মধ্যে আটা বিতরণ কার্যক্রম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ২০১০ সালে সরকার প্রথমবারের মতো দেশে সুলভমূল্য কার্ডের প্রচলন করে কার্ডধারী প্রায় ৭৭ লক্ষ পরিবারের মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের কর্মসূচি চালু করেছে। চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারী, গ্রাম পুলিশবাহিনীর (চৌকিদার) সদস্যগণের মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৫৮টি পরিবারের নিকট স্বল্পমূল্যে বিক্রিত চাল ও গমের পরিমাণ ৬৫ হাজার ৫৫০ মে. টন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন বিধানকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/ প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।

• বর্তমান সরকার সবার জন্য শিক্ষা অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন সরকারিকরণের আওতায়। বিদ্যালয়ে ভর্তির নিট হার ৯৯ শতাংশ। বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমেছে। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাসহ রয়েছে ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা।

• মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০১৫ সালে হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯,৭২৬টি, শিক্ষকের সংখ্যা ২,৪৩,১১৭ জন, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৭,৪৩,০৭২ জন, ভর্তির হার ৭২.৭৮(%)। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০১৫ সালে হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে কলেজের সংখ্যা ৪,১১৩টি, শিক্ষকের সংখ্যা ১,১১,৬১২ জন, শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৬,৭৮,৮৬৯ জন, শিক্ষা সম্পন্নের হার ৭৭.৩০(%)। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১১৬টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৯০টিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫টি থেকে ১২৯টিতে দাঁড়িয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ গণভবনে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা – পিআইডি

• জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৫ সালে সকল প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে 'শিক্ষা আইন' প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ সহ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

• ২০১০ থেকে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের সর্বমোট প্রায় ১৮৯ কোটি ২৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৩৫ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩৬ কোটি ২১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৪৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। বিনামূল্যে বই বিতরণের এমন নজির বিশ্বের আর কোথাও নেই।

• ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১ম শ্রেণি থেকে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১১৮ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১০০০ কোটি টাকা সিড মানি প্রদান করেছে। শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষে আর্থিক সহায়তা নীতিমালা ২০১৫ এবং দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এককালীন অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসরণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা, শিশুর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

• সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SESDP)- এর মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির ওপর ৪,৫৩,৮৬৩ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সারাদেশে 'আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৩,৩৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। ৩১,১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

• www.nctb.gov.bd ওয়েবসাইটে মাধ্যমিক স্তরের ৬২টি বাংলা ভার্সন ও ৫০টি ইংরেজি ভার্সন, প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি বাংলা ভার্সন ও ২৩টি ইংরেজি ভার্সন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩১টি পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ১৮৯টি পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ওয়েবসাইট www.ebook.gov.bd তৈরি করা হয়েছে।

• মোট ৯২১টি বেসরকারি স্কুল, ১৬৩টি বেসরকারি কলেজ এবং ৩০৩টি মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। বেসরকারি স্কুলের ৬৬,৩৮৭ জন, বেসরকারি কলেজের ১৪,৪০৭ জন এবং বেসরকারি মাদ্রাসার ৩২,১৯৭ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)

সর্বত্র সকল ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ

ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন

সকল বয়সের মানুষের জন্য সুস্থ জীবনমান এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা এবং সকলের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ

জেন্ডার সমতা অর্জন, কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন

সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সহজলভ্য করা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তি নিশ্চিতকরণ

স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বিকাশে সহায়তা এবং সকলের জন্য সম্মানজনক কর্ম নিশ্চিতকরণ

দীর্ঘস্থায়ী ও সদা কার্যকর অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রসার এবং উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা উৎসাহিতকরণ

অন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাসকরণ

নগর ও মানব বসতিসমূহ অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, সহনশীল এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্তকরণ

টেকসই উৎপাদন ও ভোগ-বণ্টন পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ

জলবায়ু বিপন্নতা এবং প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সাগর-মহাসাগর ও সমুদ্র সম্পদের সংরক্ষণ এবং সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

ভূপৃষ্ঠে প্রতিবেশের সুরক্ষা, ক্ষয় পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বনাঞ্চল ও অরণ্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ মোকবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভূমিক্ষয় রোধ ও জীববৈচিত্র্য বিনাশের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রসার, ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সকলের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন

টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ এবং এ উদ্দেশ্যে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদারকরণ

বক্স-৪

• দেশের ৩১৫টি উপজেলায় কোনো সরকারি স্কুল ছিল না। ইতোমধ্যে ১১৩টি উচ্চ বিদ্যালয় সরকারিকরণের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। আরো ২০২টি বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হবে। পরবর্তীতে ৩৮৯ উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়। ১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

• ২০০৯-১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং বেসরকারি খাতে ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ২টি নতুন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাস করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংখ্যা ৯৬টি এবং চার বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪ বিভাগে আরো ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হবে। যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেসব জেলায় ১টি করে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

• ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় মোট ৪টি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় সদরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। আরো ৪টি মহিলা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিটিউট স্থাপন করা হবে। ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি মহিলা পলিটেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হবে।

• কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এস্টাবলিশমেন্ট অব অটিস্টিক একাডেমি শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকায় একটি অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

• ৫৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ভাষা জাদুঘর, আর্কাইভ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণ কাজ চলছে।

• শিক্ষার্থীদের বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ প্রদান করে এবং ঢাকা মহানগরীতে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় কোটা সংরক্ষণের নীতিমালা জারি করে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সরকার সফল হয়েছে।

• স্বাধীনতার পর ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়। ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয়করণের ঘোষণার পর এ পর্যন্ত ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৭৬ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে।

• প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকল্পে মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ৯৭.৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুদের ঝরেপড়ার হার ২০০৯ সালে ৪৫.১% ছিল, বর্তমানে তা ২০.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৭১%-এ উন্নীত হয়েছে। ডিসেম্বর

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বই বিতরণ উৎসব ২০১৭'-এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

২০১৫ শেষে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্তটিকে থাকার হার ৮১.৩ শতাংশে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার ৭৯.৬ শতাংশে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পাসের হার ৯৮.৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

• প্রতিবছরের প্রথম দিনে ২ কোটিরও অধিক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহ করা হয়েছে। উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রতি মাসে সর্বোচ্চ প্রায় ৭৮ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পরিবারের ৩.৯০ লক্ষ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগসহ ভাতা পাচ্ছে এবং ৩৩ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চশক্তি ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে।

• বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপন/পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১১২৩টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় পিটিআই নির্মাণ করা হয়েছে। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৫,৪৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট মডেম ও সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে।

• প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অংশগ্রহণে ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবছর বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ২০১০ সাল থেকে বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট স্কুল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত আয়োজিত হচ্ছে।

• প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সুবিধার্থে ক্রমান্বয়ে সকল বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। অটিস্টিক, মূক ও বধির শিশুদের সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

• প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ২০১০ সাল থেকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে। দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করে পরিপত্র জারি করা হয়।

• উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ২০১০ সালের ১৯৪ থেকে কমে বর্তমানে ১৭০-এ নেমে এসেছে, নবজাতক শিশুমৃত্যু প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৯ জনে হ্রাস পেয়েছে। ৫ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৬৫ থেকে কমে ৩৬-এ নেমে এসেছে। দেশে বর্তমানে জন্মহার ১.৮৮%, মৃত্যুহার ০.৫১%, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। গড় আয়ু –পুরুষ ৬৯.১ বছর, মহিলা ৭১.৬ বছর এবং সার্বিক গড় আয়ু প্রায় ৭১ বছর (৭০.৯ বছর)। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারকারী হার ৬২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং মোট প্রজনন হার ২.৩ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

• স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মা ও শিশু মৃত্যু হ্রাসে যুগান্তকারী অর্জনের জন্য ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য সম্মানসূচক 'সাউথ সাউথ পুরস্কার' অর্জন করেন।

• মোট ১৩,১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে বর্তমানে ৩০ প্রকার ঔষধ এবং ২ প্রকার পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিবছর ২৬ এপ্রিলকে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে ট্যাবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

• ২০০৯ সালে সরকারি মেডিকেল ছিল ১৪টি, বর্তমানে তা ৩৬টিতে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বর্তমানে ৬৯টি এবং মোট ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ২৮টি। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮ হাজার বাড়ানো হয়েছে। ২০ শয্যাবিশিষ্ট ৬টি ট্রমা সেন্টার চালু করা হয়েছে।

• জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকাসহ দেশের ১১টি মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতালে করোনারি কেয়ার ইউনিট (CCU) চালু/সম্প্রসারণে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের ১২টি মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) চালু/সম্প্রসারণে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

• 'শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট' ঢাকা নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ৫০০ বেডের এই হাসপাতালটি বেড সংখ্যক বিবেচনায় বিশ্বের বৃহত্তম বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল।

• জনগণের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে ৯টি বিসিএসের মাধ্যমে ১০,৪০৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিগত ৮ বছরে ১২ হাজার ৭২৮ জন সহকারী সার্জন এবং ১১৮ জন সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ১৩ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রায় সাড়ে ১২ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৯৪৭৮টি সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে নবনিয়োগসহ পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধে ৩৮টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে।

• সম্প্রসারিতটিকাদান কর্মসূচি (EPI) তে শিশুদের জীবন রক্ষার্থে প্রচলিত ৭টিটিকার অতিরিক্ত আরো ৩টিটিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিও নির্মূল সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান করে। মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার প্রতিরোধে সাফল্যের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সনদ পায় বাংলাদেশ।

• ৬৪টি জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৬৯টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু হয়েছে।

• ই-হেলথ কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রীকে ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক পুরস্কার প্রদান করে।

• জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ এবং ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। ৬৪ জেলায় পুষ্টিবিদের পদ সৃজন করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

• বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসহ বিশ্বের ১৭০টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে।

• ১১৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করায় সারাদেশে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৯৬টি। ২০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ৪২৭৭.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বরিশাল, সিলেট ও জামালপুর জেলায় ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস নির্মাণ করা হয়েছে।

• প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের নেতৃত্বে অটিজম সংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ ২২টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য সেক্টরে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি ২০১৫ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশে ১১টি পাবলিক মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন – পিআইডি

• দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫০টি রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা' কর্মসূচি নামে নতুন প্রকল্পের কাজ ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ১ লক্ষ পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সব দরিদ্র পরিবারের মধ্যে এই কার্ড বিতরণ করা হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

• ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' প্রণয়ন করা হয়েছে, যার আওতায় সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সংযোজন হয়েছে। এর মধ্যে অত্যাধুনিক ৪৪টি MBT 2000 ট্যাঙ্ক, ১৮টি Multiple Launch Rocket System, ১৮টি সেলফ প্রপেল্ড (এসপি) কামান, ৫টি ওয়েপন লোকেটিং রাডার ও ৬টি ব্যাটারি Short Range Air Defence মিসাইল সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। জালালাবাদ সেনানিবাসে সদর দপ্তর ১৭ পদাতিক ডিভিশন, সদর দপ্তর ৩৬০ পদাতিক ব্রিগেড এবং ঢাকা সেনানিবাসে সদর দপ্তর ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে।

• মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর শহিদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে স্বাধীনতা পদক ২০১২ (মরণোত্তর) এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে স্বাধীনতা পদক ২০১৬ এ ভূষিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বিভিন্ন ধরনের ১৪টি যুদ্ধজাহাজ এবং ৪টি আকাশযান সংযোজন করার ফলে সমুদ্র সীমানা অধিকতর সুরক্ষিত এবং নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। নৌবাহিনী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩টি নতুন ঘাঁটি/সংস্থা কমিশনিং করা হয়েছে।

• বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ৩টি L-410 Transport বিমান, ৯টি K-8W Jet Transfer বিমান, ১৬টি অত্যাধুনিক Yak-130 Combat জেট ট্রেইনার বিমান, ৫টি MI-171SH হেলিকপ্টার, ২টি Agusta AW139 Maritime Search and Rescue হেলিকপ্টারসহ বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র সংযোজন করার ফলে বাংলাদেশের আকাশসীমার নিরাপত্তা সুসংহত হয়েছে। উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে এবং একে পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটিতে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধবিমান, যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেশি-বিদেশি প্রযুক্তির সহায়তায় বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

• জাতিসংঘ মিশন কার্যক্রমে বাংলাদেশ Troops Contributing দেশ হিসেবে ১ম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বের ৪০টি দেশের ৫৪টি মিশনে বিভিন্ন শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ১,২৮,৫৪৫ জন সেনা সদস্য এবং ৪,৩৪১ জন নৌ সদস্য অংশগ্রহণ করেছে। সাইপ্রাসে ফোর্স কমান্ডারসহ কয়েকটি মিশনে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কাজ করছে।

• বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬০৮৯জন সদস্য বিশ্বের ১০টি দেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া নৌবাহিনীর ২টি নৌ-যুদ্ধজাহাজ, ১৪টি হাইস্পিড বোটসহ ৪৭৯জন জনবল এবং বিমানবাহিনীর ৭৫১ সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন রয়েছে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে স্মরণীয় রাখতে সিয়েরালিওন বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মিরপুর ডিওএইচএস-এ পিলখানায় শহিদ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তাদের পরিবারবর্গকে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে।

• মিরপুর সেনানিবাসে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST)-এর অবকাঠামো নির্মাণ, ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ এবং মিরপুর সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের জন্য 'বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' নির্মাণ করা হয়েছে।

• ৩৭১ জন জনবল নিয়ে এডহক ভিত্তিতে নতুন আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। দুইটি DAUPHIN AS365 N3+ হেলিকপ্টার সংযোজন করার ফলে আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের অপারেশনাল এবং বিবিধ মিশন সম্পাদনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

• সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সহায়তায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক (বালুখালী-ঘুনধুম), জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪ লেন মহাসড়ক, পদ্মা সেতু এলাকা নদীশাসন এবং হাতিরঝিল প্রকল্পসহ বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং আরো প্রকল্প চলমান আছে। ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২১১৫টি ব্যারাক নির্মাণ করে ১২,৪৭০ জনকে পুনর্বাসনে সহায়তা করেছে এবং ৭৬৩টি ব্যারাক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের উপকূলীয় জনপদে আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য ১০৮৪টি ব্যারাক নির্মাণে সহায়তা করেছে।

• মেরিটাইম বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

• বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARSO)-এর গ্রাউন্ড স্টেশনসমূহকে আপগ্রেড করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ নভেম্বর ২০১৬ সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন – পিআইডি

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীনে ৭টি কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষি, পানি, মৎস্য ও বন সম্পদের ওপর এর প্রভাব সংক্রান্ত সেক্টরাল স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। ১ জুন ২০১৬ ন্যাশনাল স্পেশাল ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর বাংলাদেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকার দামালকোটে স্থাপিত ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টারের উদ্‌বোধন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০১১ সালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা গ্রহণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী। এছাড়া ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন। ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৩৪৯ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ-এর কাছ থেকে ৭ জুন ২০১৫ দরবার হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর পক্ষে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' গ্রহণ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

● বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা মাসিক ৩০০ টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে ১০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪২ হাজার থেকে ২ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাভোগী সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার জন্য স্বল্পমূল্যে রেশন প্রথা চালু করা হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মাসিক ভাতার পরিমাণ– বীরশ্রেষ্ঠ ৩০ হাজার টাকা, বীর উত্তম ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রম ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতীক ১৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের মাসিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়ছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটে, সরকারি পরিবহণে (ট্রেন, বাস ও স্টিমার) সর্বোচ্চ শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' নির্মাণ ও ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। মেহেরপুরের মুজিবনগরে 'মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্থাপন কেন্দ্র' স্থাপনসহ দেশের ৩৫টি জেলায় ৬৫টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ১০টি জেলার ১৩টি স্থানে সম্মুখ যুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে সমর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৬৪ জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৫টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৭০টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

● ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুরের গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ৩৫৯১টি স্মারক সংগ্রহ আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

● ২৭ জানুয়ারি ২০১০ তারিখ থেকে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) যাত্রা শুরু হয়েছে। এ কাউন্সিলের সুপারিশে ১৪৬ জন নারী মুক্তিযোদ্ধার (বীরাঙ্গনা) নাম গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ গেরিলাবাহিনীর ২৩৬৭ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর গ্রহণের সময়সীমা ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্ধারিত ৩০ শতাংশ কোটায় মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। এ কোটায় শূন্য পদ পূরণের জন্য ৩২তম বিশেষ বিসিএস-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ৪১.৬৫ কোটি টাকার তহবিল গঠনপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে স্নাতক/সম্মান শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবছর ৫২৮ জনকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে ও মেডিকেল/ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রছাত্রীদের ৭২ জনকে মাসিক ১৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে দুইটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার কাজে গতিশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ১৭ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৪৭ জন বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি অধস্তন আদালতে ৫৮৭ জন সহকারী জজ নিয়োগ করা হয়েছে।

● ৬৪ জেলায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৪২টি জেলায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৩টি জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিচারকার্য মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ভোলা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কক্সবাজার এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সর্বমোট ১৫টি চৌকি আদালত স্থাপন করা হয়েছে।

● অসচ্ছল নাগরিককে আইনি সেবা প্রদানের জন্য বর্তমান সরকার ৬৪টি জেলায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ব্যতীত কর্মচারীর ১৯২টি পদ সৃজন করে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে লিগ্যাল এইড বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। নম্বরগুলো হলো : ০১৭৬১-২২২২২২, ০১৭৬১-২২২২২৩, ০১৭৬১-২২২২২৪। এছাড়া ১৬৪৩০ নম্বরে ডায়াল করলে লিগ্যাল এইড বিষয়ক পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে।

২৮ এপ্রিল ২০১৬ প্রধানমন্ত্রী এ হেল্পলাইন উদ্‌বোধন করেন। এ পর্যন্ত ২৫৮০ জন হেল্পলাইনের সহায়তা নিয়েছেন।

• হিন্দু ধর্মালম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় ৬৫২ জন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ প্রদান করা হয়।

• মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা ২০০৯ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৯৭৬ জন মুসলিম বিবাহ রেজিস্টার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

• আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৪টি মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ২৮টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ২৯ জনের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৫টি মামলার রায়ে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

২০১১ সালে ১৯৭২-এ প্রণীত মূল সংবিধানের চেতনা পুনরুদ্ধার এবং গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে সামরিক ফরমান ও অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদসমূহ পুনঃপ্রণয়নের অভিপ্রায়ে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন প্রণয়ন করা হয়। সংবিধানের বিদ্যমান ৯৬ অনুচ্ছেদের কতিপয় দফার পরিবর্তে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের দফা (২), (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারককে সংসদের মাধ্যমে অপসারণের বিধান পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন ২০১৪ পাস করা হয়েছে।

• ২৫ মার্চ ২০১০ তারিখে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আন্তর্জাতিক আইনের অধীন সংঘটিত মানবতা বিরোধী বিভিন্ন অপরাধ যেমন–গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধের বিচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার পথ সুগম করা হয়। পরবর্তীতে ২২মার্চ ২০১২ তারিখে আরো ১টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।

• জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিতকল্পে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়নপূর্বক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এ কমিশনকে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

• ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অভ্যন্তরে মাতৃভাষার উন্নয়ন সংরক্ষণ এবং বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• ২০০৯-২০১৬ সময়কালে ৩৬৯টি আইন, ৩৫টি অধ্যাদেশ, ১০৯৩টি চুক্তি এবং ২৯৪২টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন (Statutory Instruments) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন, বিধিমালা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• ২০০১ সালে প্রণীত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'খ' তফসিল বাতিল এবং উক্ত তফসিলভুক্ত সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয় ।

• লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আইসিটি সেল দ্বারা প্রচলিত আইনের হালনাগাদ অবস্থা নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

• বিচার প্রশাসন ডিজিটাইজেশন ও আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম চলছে।

• আইন কমিশন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা জঙ্গি দমন সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের শ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিন্যস্ত করে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামক দুটি পৃথক বিভাগে পুনর্বিন্যাস করা হয়। ২০১৪-এ আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়। সারাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করতে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি ইউনিট জঙ্গি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ রাজারবাগ পুলিশ লাইনস-এ 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭' অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও একাত্তরের বীর শহিদদের স্মরণে নির্মিত 'রাজারবাগ-৭১' নামক ভাস্কর্য উদ্‌বোধন করেন – পিআইডি

• সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে র‍্যাবে 'সাইবার ক্রাইম অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন সেল' গঠন করা হয়েছে। র‍্যাবের একটি অত্যাধুনিক ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। র‍্যাব ফোর্সেস দেশের ৬৮টি কারাগারের কয়েদিদের ডাটাবেজ তৈরি করছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে র‍্যাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাৎক্ষণিক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের তথ্য পেতে 'রিপোর্ট টু র‍্যাব' অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার সংশোধন) আইন ২০১৪-এর মেয়াদ ৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের বিধিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১২ জন আসামির মধ্যে ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত অন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্স কাজ করে যাচ্ছে।

• আগারগাঁও-এ বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস এবং ৬৪টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ মেশিন রিডেবল

পাসপোর্ট (MRP) প্রদান করা হয়েছে। ১৫টি দেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট উইং খোলা হয়েছে।

• ৩১ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ৭টি ফর্মড পুলিশ ইউনিটে ১১৪৩ জন পুলিশ সদস্য কর্মরত আছে। এরমধ্যে ৩টি মিশনে ৩ ইউনিটে ১৬৪ জন নারী সদস্য কর্মরত আছে। এ পর্যন্ত ২১টি মিশনে ১৬৮০১ জন পুলিশ সদস্য কাজ করেছে, এর মধ্যে ৯৪৬ জন নারী পুলিশ সদস্য রয়েছে। ২০১০ সালে হাইতিতে সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ নারী পুলিশ ইউনিট প্রেরণ করা হয়।

• পুলিশবাহিনীতে মোট ১০টি নতুন ইউনিট সৃজন করা হয়েছে। তার মধ্যে– শিল্প পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, PBI, Tourist Police, Special Security & Protection Battalion অন্যতম। পুলিশের পরিদর্শক পদকে ১ম শ্রেণি এবং উপপরিদর্শক পদকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। পুলিশবাহিনীতে ৫০ হাজার পদ সৃজনের অংশ হিসেবে ৪১,২৩৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং প্রায় ৩৩ হাজার জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নাজিমউদ্দিন রোড থেকে কেরানীগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছে। ১০ এপ্রিল ২০১৬ কেরানীগঞ্জে নতুন কারাগার উদ্‌বোধন করা হয়েছে। গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার, সুনামগঞ্জসহ ১৩টি জেলা কারাগার নির্মাণ, চট্টগ্রাম জেলা কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে হাই সিকিউরিটি কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জনবল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ১৮৯টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৯টিতে উন্নীত হয়েছে।

• বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা ২০০৯-এর মাধ্যমে বিজিবিকে পুনর্গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে ৪টি আঞ্চলিক সদর দপ্তর, ৪টি নতুন সেক্টর, ৪টি আঞ্চলিক ইন্টেলিজেন্ট ব্যুরো ও ১৫টি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজন করে বিজিবিকে একটি যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়েছে। সীমান্ত হত্যার সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা, চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক পাচার ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কাজ করে যাচ্ছে। নতুন ৩৬টি বিওপি সৃজনের মাধ্যমে ৫৩৯ কি.মি. অরক্ষিত সীমান্তের ২৪৪ কি.মি. নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। বিজিবিতে এয়ার উইং ও ডগ স্কোয়াড গঠনের কার্যক্রম চলছে। ২০১৬ সালে ৯৭ জন নারী সৈনিক নিয়োগের মাধ্যমে বিজিবিতে নারী নিয়োগ শুরু হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বিজিবির সদর দপ্তর পিলখানায় 'সীমান্ত ব্যাংকের' উদ্‌বোধন করা হয়।

• আনসারবাহিনী ও ব্যাটালিয়ন আনসারকে পৃথক আইনের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবাহিনী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রায় ৭৫ হাজার আনসার সদস্যকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

• কোস্টগার্ডকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক জাহাজ সিজিএস সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সিজিএস তাজউদ্দীন কমিশন করা হয়েছে।

• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২৫টি অফিসকে পুনর্গঠন করে ৬৪ জেলায় অফিস স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শক পদকে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। ২৪,৯৯৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

• জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার নামে স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করা হয়।

• বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের পর বিলুপ্ত ১১১টি ছিটমহলের ৩৭,৫৩৫ জন অধিবাসীকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' এবং 'সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র'–জাতির পিতার এই নির্দেশনার আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক অবদানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি প্রতিশ্রুতিশীল ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

• ১৪ মার্চ ২০১২ International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS) মিয়ানমারের সাথে এবং ৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে হেগ-এর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সালিশি ট্রাইবুনাল বাংলাদেশ-ভারত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ৪নং সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ আয়োজিত MDG's to SDG's-a way forward শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন – পিআইডি

সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় ঘোষণা করে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান অঞ্চলে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত হয় এবং মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সুদীর্ঘ ৪০ বছরের বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসান ঘটে।

• ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য জাতিসংঘের Agenda for Sustainable Development প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী ফরেন পলিসি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ চিন্তাবিদদের একজন হিসেবে ঘোষণা করে।

• বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তিন বছর মেয়াদে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে সিপিএ-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পর প্রথমবারের মতো এ সংগঠনের চেয়ারপার্সন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের একজন প্রার্থীর নির্বাচন জাতির জন্য একটি বিরল অর্জন। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং স্বাক্ষর করেন।

• মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সম্পর্কে নতুন গতি আনা, নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা রেখেছে। কাতার, ওমান, বাহরাইনে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। জর্ডান, লেবানন ও ইরাকে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ হয়েছে।

• বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে আশ্বস্ত করে যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি পুনর্বহাল, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিদ্যমান জিএসপি সুবিধা বহাল রাখতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করেছে।

• আঞ্চলিক পর্যায়ে কানেক্টিভিটি সম্পর্কিত নানাবিধ উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত হয়েছে। ২০১৪ সালে ঢাকায় বিমসটেক-এর স্থায়ী সচিবালয় স্থাপিত হয়েছে।

• মানব পাচারের শিকার বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্রুততম সময়ে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ কূটনৈতিক কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন দেশের জলসীমায় উদ্ধারকৃত ২৫৫০ জনসহ লিবিয়া, থাইল্যান্ড ও ইয়েমেন থেকে প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

• আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনসহ বহির্বিশ্বে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বার্থ-সুরক্ষা, উন্নত কনস্যুলার সেবা প্রদান এবং জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে কাজের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশিকে বিভিন্ন ধরনের কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবাসীদের অনুকূলে প্রায় ২৪ লক্ষ এমআরপি ইস্যু করা হয়েছে। জন্মনিবন্ধন প্রকল্পের সহায়তায় দূতাবাসসমূহ প্রায় ১৭ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশিকে জন্মনিবন্ধন সনদ প্রদান করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি এবং পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মেয়াদে ১৭টি নতুন মিশন চালু হয়েছে।

• জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে অটিজম সংক্রান্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশের একটি রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিরলস প্রচেষ্টা বিশ্বসমাজে প্রশংসিত হয়েছে।

• ২০১১ সালে বাংলাদেশ সফরকালে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ, সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, উন্নয়নে উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রগামী ভূমিকার জন্য বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি 'মডেল দেশ' হিসেবে উল্লেখ করেন।

• বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল Motor Vehicle Agreement, 2016, ১১ আগস্ট ২০১৫ কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চুক্তি, ২৫ জানুয়ারি ১৬ বাংলাদেশ–বাহরাইন দ্বৈত কর ও বিনিয়োগ চুক্তি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ–কাতার মানি অর্ডার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

• সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করে আসছে। এ কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

• মহাসড়কে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাগণ নিয়মিত সড়ক ও মহাসড়ক মনিটরিং করেন। বাংলাদেশের মোট মহাসড়ক ২১,৩০২ কি.মি.। জিডিপিতে বর্তমানে স্থলপথ পরিবহণ উপখাতের অবদান ৭.২১% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫৫%।

• যাত্রাবাড়ি–কাঁচপুর পর্যন্ত দেশের প্রথম ৮ লেনের মহাসড়ক চালু হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকা-সিলেট ও চন্দ্রা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। ১৪ কি.মি. দীর্ঘ ভৈরব-মেন্দিপুর মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয়পার্শ্বে পৃথক লেন রেখে ১,০১৩ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ৮ বছরে ৩৬৯ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩২৮ কি.মি. মহাসড়কে ধীরগতির যানের জন্য পৃথক লেন রাখা হয়েছে।

• ঢাকা মহানগরীর সাথে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের যাতায়াত সহজীকরণে বুড়িগঙ্গা নদীর উপর শহিদ বুদ্ধিজীবী সেতু এবং শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর সুলতানা কামাল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ২য় কাঁচপুর, ২য়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ জুলাই ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চার লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম ও জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের উদ্‌বোধন করেন – পিআইডি

মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হবে।

• দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ সহজ করতে কীর্তনখোলা নদীর ওপর শহিদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (দপদপিয়া) সেতু, আন্ধারমানিক নদীর ওপর শহিদ শেখ কামাল, সোনাতলা নদীর ওপর শহিদ শেখ জামাল ও খাপড়াভাঙ্গা নদীর ওপর শহিদ শেখ রাসেল সেতু করা হয়েছে। সারাদেশে ৪৮টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

• টঙ্গী–কালিগঞ্জ–ঘোড়াশাল–পাঁচদোনা মহাসড়কে শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ উড়াল সেতু, যাত্রাবাড়ি–গুলিস্তান মেয়র হানিফ উড়াল সেতু, কুড়িল বিশ্বরোড বহুমুখী উড়াল সেতু, বনানী রেল ক্রসিং-এ রেলওয়ে ওভারপাস এবং মিরপুর বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার এবং ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কে মাওনা ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

• দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার আওতায় ৫৩ কি.মি. দীর্ঘ পঞ্চগড়–তেঁতুলিয়া–বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক এবং ২৬ কি.মি. দীর্ঘ বোদা–দবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

• মোটরযানের যাবতীয় কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায় কার্যক্রম ২০১০ সালে শুরু হয়। মোটরযানে রোট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট বা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) প্রবর্তন করা হয়েছে। ভুয়া নাম্বার প্লেট ব্যবহার প্রতিরোধ, গাড়ি চুরি প্রতিরোধ এবং অপরাধে জড়িত গাড়ি শণাক্তকরণ সহজতর হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ আরএফআইডি ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

• বিআরটিসি'র বাস বহরে বর্তমানে ১,০৬৬টি বাস ও ১৩৮টি ট্রাক রয়েছে। বিআরটিসি'র জন্য আরো ৬০১টি বাস ও ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। মতিঝিল–আবদুল্লাহপুর রুটে সিটি বাসে Smart PASS ফেয়ার কার্ড চালু করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় বিআরটিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে।

• ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা রুটে বাস সার্ভিস চালুর মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যাতায়াত সুলভ ও সহজ করা হয়েছে

• ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে উত্তরা-গুলিস্তান ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 অর্থাৎ দেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। Revised Strategic Transport plan-এর আওতায় এয়ারপোর্ট-কুড়িল-রামপুরা-কমলাপুর ২৬.৬০ কি.মি. MRT Line-1, হেমায়েতপুর-গাবতলী-কচুক্ষেত-গুলশান-ভাটারা ২০.৮০ কি.মি. দীর্ঘ MRT Line-5-এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

• গাজীপুর থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত নির্মিত হচ্ছে Bus Rapid Transit (BRT)। ২৫টি স্টেশন বিশিষ্ট ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT রুটে প্রতি ঘণ্টায় উভয়দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহণ করা যাবে। ঢাকা মহানগরের পাশে জেলাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ২৬ জুন ২০১৬ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ও মেট্রো রেল নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন করা হয়।

সেতু বিভাগ

• সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগের মূল কাজ হলো ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, রেলওয়ে, লিংক রোড, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

• প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এদেশের সর্ববৃহৎ সড়ক অবকাঠামো পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৮ শতাংশ সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং ২০১৮ সাল নাগাদ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ২২ মিটার প্রশস্ত দ্বিতল সেতুটিতে যানবাহন ও ট্রেন চলাচলের মধ্যদিয়ে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের সাথে যুক্ত হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিবছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে তা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সফররত গণচীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ১৪ অক্টোবর ২০১৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চীনের সহায়তায় গৃহীত কর্ণফুলি টানেলসহ বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্‌বোধনী ফলক উন্মোচন করেন – পিআইডি

• ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত ৮৯৪০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ প্রায় ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

• প্রায় ৮৪৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের জন্য জি-টু-জি ভিত্তিতে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশনস কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লি.-এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৪ অক্টোবর ২০১৬ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও চীনের রাষ্ট্রপতি উক্ত টানেলের নির্মাণ কাজ উদ্‌বোধন করেন। ২০২০ সালে কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে টানেলের পূর্ব প্রান্তে প্রস্তাবিত ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং কর্ণফুলী নদীর অপর পাশে শহর সম্প্রসারণসহ কক্সবাজারের সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে।

• হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া

হয়ে চন্দ্রা পর্যন্ত ১০,২০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে জি-টু-জি ভিত্তিতে চীনা প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (CMA)-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।

• ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর ওপর, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর এবং বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর ওপর ৩টি সেতু নির্মাণেও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

• ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে পাতালরেল বা সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ৪টি রুট প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে অ্যালাইমেন্ট চূড়ান্ত করে ডিজাইন লে-আউট সম্পন্ন করার পর বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

• যমুনা নদীর তলদেশে বহুমুখী টানেল নির্মাণসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পে জাপান সরকারের ঋণ সহায়তার বিষয়ে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয়।

• দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যাতায়াত ব্যবস্থাসহ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে ৬.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ২য় পদ্মা সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

• ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে সেতু বিভাগের আওতাধীন সেতুসমূহে অটোমেটিক ভেহিক্যাল ক্লাসিফিকেশন পদ্ধতি এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ১১টি সেতু ও ৩টি মহাসড়কে ডিজিটাল পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের রেলপথকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রেলপথ বিভাগকে ৪ ডিসেম্বর ২০১১-এ একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। বিগত ৮ বছরে ২৩৪.৮৭ কি.মি. নতুন রেলপথ নির্মাণ করায় বর্তমানে মোট রেলপথ ৪,২০৭ কি.মি.। এ সময়ে ১৭৯টি সেতু, ৬৭টি নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ এবং ২৪৮.৫০ কি.মি. রেলপথ ডুয়েলগেজে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া ১,০৬৩.৪৩ কি.মি. রেলপথ, ৫৯৭টি সেতু, ১৬০টি স্টেশন ভবন, ২৮৮টি যাত্রীবাহী কোচ এবং ২৭৭টি ওয়াগন পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৬৮টি স্টেশনের সিগনালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুন ২০১৬ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে নতুন আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস' উদ্‌বোধনের পর তাপানুকূল কোচ পরিদর্শন করেন – পিআইডি

• বিগত ৮ বছরে বিভিন্ন রুটে ১০৬টি নতুন ট্রেন চালু এবং ৩০টি ট্রেনের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২৫ জুন ২০১৬ কমলাপুর রেল স্টেশনে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে বিরতিহীন 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস' ট্রেনের উদ্‌বোধন করা হয়। রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদি একটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মাস্টার প্ল্যান ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২,৩৩,৯৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

• কক্সবাজার-মিয়ানমার সীমান্ত পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে কক্সবাজার হয়ে ঘুনধুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ১২৯ কি.মি. সিঙ্গেল লাইন ট্র্যাক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০.৮৩ কিলোমিটার এবং রামু থেকে মিয়ানমারের কাছে ঘুনধুম পর্যন্ত ২৮.৭৫২ কিলোমিটার সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ করা হবে। ইলেকট্রিক ট্রেন ও পাতাল রেল চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে।

• ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৬,৮৩৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ৮৬,৪৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। ইতোমধ্যে ঢাকা–চট্টগ্রাম রুটে লাকসাম-চিনকি-আস্তানা ও টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তর করা হয়েছে। অ্যাপ্রোচসহ ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের কাজ, ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের লাকসাম-আখাউড়া সেকশন ডাবল ট্র্যাকে উন্নীত করার কাজ এবং কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া (১৩২ কি.মি.), ঈশ্বরদী-পাবনা-ঢালারচর (৭৮.৮০ কি.মি.) এবং খুলনা-মংলা (৬৪.৭৫ কি.মি.) নতুন রেললাইন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। পদ্মা সেতুতে রেললাইন সংযোগ করে পায়রা বন্দরের সঙ্গে রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যমুনা নদীর ওপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ১টি রেল সেতু নির্মাণ এবং খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল ট্র্যাকে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

• চীন থেকে ২০ সেট ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট বা ডেমু ট্রেন সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন রুটে চালু করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ও ভারত থেকে ক্রয়কৃত ১৭০টি ব্রডগেজ ও ১০০টি মিটারগেজসহ মোট ২৭০টি নতুন কোচ এর মধ্যে ২১০টি কোচ রেলবহরে যোগ হয়েছে। এছাড়া ৪৬টি লোকোমোটিভ, ২৪৬টি ট্যাংক ওয়াগন ও ২৭০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে। আরো ১০০টি লোকোমোটিভ ও ৭০০ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে।

• ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমেটিকেট প্রাপ্তি এবং মোবাইল ফোনের এসএমএস-এর মাধ্যমে ট্রেনের অবস্থানগত তথ্যাদি জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

• ঢাকা বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনসহ বিভিন্ন যাত্রীবাহী আন্তঃনগর ট্রেনে ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

নদীমাতৃক বাংলাদেশে রয়েছে বিশাল নৌপথ নেটওয়ার্ক। দেশের ৩৩ শতাংশ মালামাল এবং ২৫ শতাংশ যাত্রী নৌপথে পরিবহণ করা হয়। প্রায় ১১,৪৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩টি নৌ-রুটে মোট ৩২ কোটি ৭৬ লক্ষ ঘনমিটার ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিগত ৮ বছরে ১,১০০ কি.মি. নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন করা হয়েছে।

• ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকালে ৬ জুন ২০১৫

বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যমান নৌ-প্রটোকল ৩১ মার্চ ২০২০ সাল পর্যন্ত বর্ধিতকরণ এবং নৌ-প্রটোকল রুটে Passengers service Movement-এর ওপর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় । বিগত ১৬ জুন ২০১৬ আশুগঞ্জ নদীবন্দর দিয়ে ভারতের আগরতলার নিয়মিত পণ্য পরিবহণের Transshipment কার্যক্রম উদ্‌বোধন করা হয় এবং বরগুনা ও যশোরের নওয়াপাড়া নদীবন্দরের উন্নয়ন এবং কাঁচপুর ও টঙ্গীতে ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ আগস্ট ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের বহিঃনোঙ্গর থেকে পণ্য খালাসের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন – পিআইডি

● সরকার নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যাত্রী পরিবহণের জন্য ৪৫টি নৌযান চালু করেছে। ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ ও ৪টি সি-ট্রাক জাতীয় নৌপরিবহণে যুক্ত হয়েছে। নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি করতে ১৪টি ড্রেজার কেনা হয়েছে, আরো ১৭টি ড্রেজার ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ১৭টি ফেরি নির্মাণ এবং স্টিমার সার্ভিসে ২টি বৃহৎ জাহাজ যুক্ত করা হয়েছে। ঢাকা-বরিশাল-খুলনা ও চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল রুটে পরিচালনার জন্য আরো ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি কে-টাইপ ফেরি ও ২টি মিনি ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ৪টি কন্টেইনারবাহী জাহাজ নির্মাণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২৫০ মে. টন উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

● ৪টি অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা ও বরিশাল নদীবন্দরকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। কাঁচপুর, সন্দ্বীপ ও কুমিল্লায় নৌযানের ল্যান্ডিং সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মংলা-ঘসিয়াখালি নৌপথ খনন করা হয়েছে।

● ঢাকার চারদিকে নদীতীরের ভূমি দখলমুক্ত রাখতে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষা নদীর তীরে ব্যাংক প্রটেকশনসহ ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ৫০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ হবে।

● চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে দেশের ৯২ শতাংশ পণ্য এবং ৯৮ শতাংশ কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ১৩৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে CTMS (Computerized Container Terminal Management System) এবং VTMIS (Vessel Traffic Management Information System) প্রবর্তন করা হয়েছে।

● বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার ধারণক্ষমতা ৩৬,৩৫৭ TEU's-এ উন্নীত হয়েছে। নিউমুরিং টার্মিনালের ৪টি জেটিতে কন্টেইনার ওঠানো-নামানোর কাজ শুরু হয়েছে। বন্দরকে আরো যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্ণফুলী কন্টেইনার টার্মিনাল, লালদিয়ায় মাল্টিপারপাস টার্মিনাল এবং পতেঙ্গায় বে-টার্মিনাল নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এ টার্মিনালসমূহ চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরে একসঙ্গে ৫০টি জাহাজ ভিড়তে পারবে।

● প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম থেকে নৌপথে ঢাকায় কন্টেইনার আনা নেওয়ার জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার পানগাঁও-এ বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে বার্ষিক ১ লক্ষ ১৬ হাজারটিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হলে সেটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হার হিসেবে বিবেচিত হবে।

● সরকারের কার্যকর নীতি গ্রহণের ফলে মংলা বন্দর ক্রমান্বয়ে লাভজনক হয়ে উঠেছে। এ বন্দরের মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ৬২ বছর পর মংলা বন্দরের জন্য ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।

● পশুর নদীর নাব্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ শুরু হয়েছে। বন্দরের জন্য পাইলট বোট, টাগ বোট এবং মালামাল হ্যান্ডলিং এর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।

● পটুয়াখালীর রামনাবাদে পায়রা সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হয়েছে। পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ১১২৮ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রকল্প চলমান রয়েছে। ১৩ আগস্ট ২০১৬ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের বহিঃনোঙ্গর থেকে পণ্য খালাসের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

● বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন পাঁচটি জাহাজের বহর নিয়ে আন্তর্জাতিক নৌ বাণিজ্যে নিয়োজিত থেকে সরকারের খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সরকার আরো ছয়টি জাহাজ এবং দুটি মাদার ট্যাংকার সংযুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে।

● স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০০১-এর অধীনে বর্তমান সরকারের সময়ে ৮টি নতুন স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা এবং ৯টি অচল বন্দর সচল করা হয়েছে। বর্তমানে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কার্যকরী স্থলবন্দরের সংখ্যা ২২টি।

● সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিক প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ৪২ বছর পর শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে সেখানে বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতীয় মেরিটাইম ইনস্টিটিউট থেকে বিগত ৮ বছরে প্রি-সি কোর্সে ১,১৫৫ জন ও পোস্ট-সি কোর্সে ১১,৭৯৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাদারীপুরে এর একটি শাখা চালু করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও পাবনায় ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

● নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল, শিল্পকারখানা দ্বারা সৃষ্ট নদী দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহণে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাতৃক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

● বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাবান্ধায় ইমিগ্রেশন চালু হয়।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ব পর্যটন বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমেই সুসংহত হচ্ছে। পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালকে পর্যটন বর্ষ বা Visit Bangladesh Year-2016 ঘোষণা করা হয়েছে এবং জাতীয় পর্যটন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।

● পর্যটন খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ তুলে ধরতে 'Explorer of Tourism Bangladesh Parjatan Corporation' শীর্ষক ভিডিও চিত্র, 'হৃদয়ে রংধনু' শীর্ষক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর দেশের ৭টি বিভাগের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানের উপর সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করছে।

● বিদেশি পর্যটকদের জন্য টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নে প্রায় ১২০০ একর জায়গার উপর Exclusive Tourist Zone (ETZ) গড়ে তোলার কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অবকাঠামো সৃজনকল্পে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

● ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্টিগ্রেশন অব অটোমেশন সিস্টেম অব বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে পর্যটক আগমন ১০ লক্ষে উন্নীত করা এবং এ সেক্টরে ৩ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২টি স্থানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার স্থান চিহ্নিত করে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ জুলাই ২০১৫ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন – পিআইডি

● বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বর্তমানে ১৮টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে যাতায়াত করছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ আরো কমপক্ষে ৭টি গন্তব্যে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান ১০টি নতুন উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তির আওতায় ২০১১ ও ২০১৪ সালে ৪টি নতুন প্রজন্মের ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ২টি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ সংগ্রহপূর্বক বহর আধুনিকায়নের মাধ্যমে নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। ২০১৮ সালের মধ্যে আরো ৪টি উড়োজাহাজ সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে।

● হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি ও রপ্তানি কার্গো এলাকায় ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্গো গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কার্গো হ্যান্ডলিং সেমি-অটোমেশন করা হয়েছে। ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে সকল বিমানবন্দরে Wi-Fi কানেকশনের সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে।

● পদ্মা সেতুর অপরপ্রান্তে মাদারীপুরে ১৩৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরে সুপরিসর বিমান উড্ডয়ন-অবতরণের লক্ষ্যে ১১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রানওয়ে ৯,০০০ ফুটে সম্প্রসারণ ও রানওয়ে লাইটিং ব্যবস্থার উন্নয়নের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মংলা সমুদ্রবন্দরের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং মংলা ইপিজেড ও মংলা ইকোনমিক জোন ইত্যাদির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫৪৪.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ বিভাগ

● 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' ব্রান্ডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গ্যাসের স্বল্পতার কারণে নজর দেওয়া হচ্ছে কয়লা নির্ভর পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ প্রকল্পের দিকে। সৌরশক্তি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। শুরু হয়েছে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ।

● বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ১৩.১০ শতাংশে নেমে এসেছে। সেচ সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৬২ লক্ষ হয়েছে। ৯৮ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

● পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান ২০১০ অনুযায়ী, ২০২১ সালে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াট, ২০৪১ সালে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। প্রায় ১০ হাজার কি.মি. সার্কিট সঞ্চালন লাইন এবং প্রায় দেড় লক্ষ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

● নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ৮০টি। কয়েকটি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ১৩ আগস্ট ২০১৬ দেশের ৬টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

● বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৩ লক্ষ ৮১ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৭ কিলোওয়াট ঘণ্টা। মোট বিদ্যুৎ গ্রাহক ২ কোটি ৩৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে।

● নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদীর স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে শনাক্ত করা হয়েছে। ২০২০ সাল এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে মোট উৎপাদনের ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় গ্রিডের জন্য ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে।

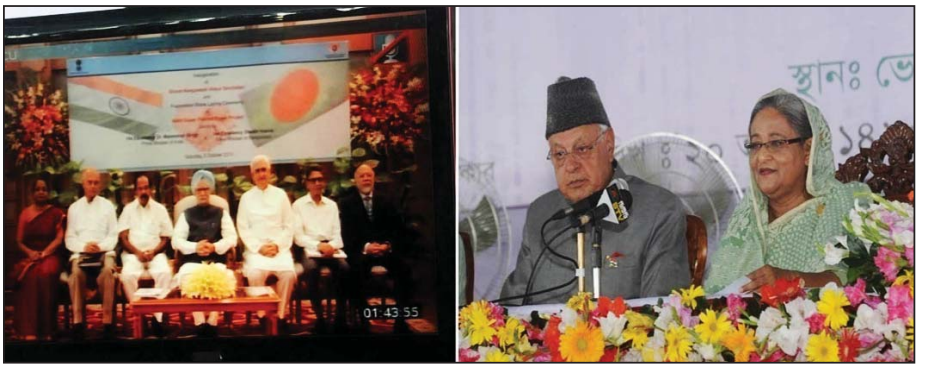

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ অক্টোবর ২০১৩ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র উদবোধন করেন এবং বাগেরহাটের রামপালে মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন – পিআইডি

• নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের উন্নয়নে 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' এবং বিদ্যুৎ খাতের গবেষণার জন্য 'বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এবং প্রত্যন্ত চরাঞ্চলসহ সারাদেশে ৪৫ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম বসানো হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের কর হ্রাস করা হয়েছে এবং সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি বিল্ডিং কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

• বিদ্যুৎ খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতার সূচনা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত, ভুটান, নেপাল ও মিয়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভারত থেকে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে এবং আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে বাগেরহাটের রামপালে মৈত্রী সুপার, থার্মাল প্রজেক্টসহ ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে পরিবেশ সুরক্ষায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। চীন-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে পায়রা বন্দরে ১৩২০ মেগাওয়াট এবং জাপানের সহযোগিতায় মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

• প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একক কৃতিত্বে সমুদ্র বিজয় জ্বালানি খাতে অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। অগভীর ও গভীর সমুদ্রে ২৬টি ব্লক নির্ধারণ করা হয়েছে। অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-১১ তে দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

• গ্যাস আইন ২০১০, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২, গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র ২৬টি, উৎপাদনে আছে ২০টি। দৈনিক গ্যাস উৎপাদন জানুয়ারি ২০০৯-এ ছিল ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, বর্তমানে তা ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুট। ২০০৯ থেকে ২০১৬ সময়ে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ এই তিনটি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক ৫৩টি অনুসন্ধান কূপ, ৩৫টি উত্তোলন কূপ এবং ২০টি ওয়ার্কওভার কূপ খনন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া আইওসি খনন করবে আরো ১১টি কূপ। গ্যাসের উপজাত হিসেবে যে পরিমাণ কনডেনসেট উৎপাদন হয় তা থেকে উৎপন্ন পেট্রোল দেশের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

• সমুদ্রে আরো ১টি ব্লকের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম এবং ৩টি ব্লকের EOI আহ্বানের প্রস্তুতি চলছে।

• দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা মেটানোর জন্য দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ ক্ষমতাসম্পন্ন মহেশখালিতে ১টি Floating Storage Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপনের জন্য Excelerate Energy Limited Partnership, USA এর সাথে Terminal Use Agreement, Implementation Agreement অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৮ সালের প্রথম কোয়ার্টারে LNG আমদানি সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া পায়রা বন্দরে LNG টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। কাতার সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত MOU-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাতারের Ras Gas Co. Ltd-এর সাথে পেট্রোবাংলার LNG ক্রয় প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে।

• দেশে আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে সম্ভাব্য মজুদকৃত কয়লার পরিমাণ ৩.৫৬৫ বিলিয়ন মেট্রিক টন যা প্রায় ৪০টিসিএফ গ্যাসের সমতুল্য। এ কয়লার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১১০০ মেট্রিক টন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়াসহ কয়লা ক্ষেত্রসমূহে সম্ভাব্যতা যাচাই ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ চলমান রয়েছে। উপরন্তু, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন থেকে গ্রানাইট উত্তোলন বৃদ্ধি হয়েছে। কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ৫৫.১২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। গ্রানাইট উত্তোলন ২৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। নওগাঁর বদলগাছি উপজেলার তাজপুরে চুনাপাথরের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সরকার জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে সনদ (CEDAW), বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করণে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (CRC) সহ সকল আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এজন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্তকরণকে শক্তিশালী অনুঘটক ও বহুমাত্রিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। একই সঙ্গে শিশু সুরক্ষাকল্পে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

• নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন অতুলনীয়। চলতি বছর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে নারী-পুরুষ সমতায় দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ। কর্মক্ষেত্রে নারী জনশক্তির অংশগ্রহণ হার ৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সর্ববৃহৎ শিল্প খাত তৈরি পোশাকে কর্মরত শ্রমগোষ্ঠীর ৯৩ শতাংশই নারী। সরকারের শীর্ষ পর্যায়, প্রজাতন্ত্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সরকারের সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রাষ্ট্রদূত এমনকি পুলিশবাহিনী এবং সেনা-নৌ-বিমানবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদেও দায়িত্ব পালন করছেন দেশের লক্ষ লক্ষ নারী।

• নারীর ক্ষমতায়নে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন। এই সম্মাননা অর্জনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবারো জাতিসংঘ উইমেন কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃতি লাভ করেন।

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নিউইয়র্কে UN-Women এবং Global Partnership Forum প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Planet 50-50 Champion'-এর স্বীকৃতি দেয় এবং 'Agent of Change Award' প্রদান করে – পিআইডি

• পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ (খসড়া), ডিএনএ আইন ২০১৪, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নকল্পে কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০১৫, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬ মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে এবং পথশিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা ২০১৬ অনুমোদিত হয়েছে।

• দেশে ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ১৫০০ জন কর্মজীবী নারীর আবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মজীবী মায়েদের সন্তানের জন্য বিভাগীয় ও জেলা শহরে ৭৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীদের জন্য আশুলিয়া ও সাভারে ১৬ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে 'তথ্য : আপা' কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে।

• প্রতি অর্থবছরে সাড়ে সাত লক্ষ জন হিসেবে ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় ৩০ লক্ষ সুবিধাভোগী মহিলাকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে এই সংখ্যা ১০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির আওতায় প্রতিজন গর্ভবতী মাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ২৪ মাসব্যাপী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

• 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ ' শীর্ষক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূলের সফল নারী তথা 'জয়িতা'-দের অনুপ্রাণিত করা হয়। ৫টি ক্যাটাগরিতে ডিসেম্বর ২০১০ থেকে নারীর সাফল্যভিত্তিক 'জয়িতা' পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত 'জয়িতা' বিপণন কেন্দ্রটিকে একটি স্বতন্ত্র ফাউন্ডেশনের রূপ দেওয়া হয়েছে।

• নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে। ডিএনএ আইন ২০১৪ অনুযায়ী ডিএনএ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

• নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯২১ নম্বরে ১৯ জুন ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের সুরক্ষার লক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টা শিশু সহায়তা টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮, ২৭ অক্টোবর ২০১৬ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৭৪,৪৭৩ জন নির্যাতিত শিশুকে ১৩টি বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

• শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে ২৫ প্রকারের ৩,৫০,৫০০টি বই প্রকাশিত হয়েছে। দুস্থ ও অসহায় শিশুদের জন্য সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অনুন্নত এলাকায় ১০ হাজার Early learning সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ১২ লক্ষ শিশুকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। পথশিশুদের সংখ্যা নিরূপণ জরিপ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব কল্যাণ তহবিল আইন ২০১৬-এর আওতায় ১৫ কোটি টাকার সিড মানি দ্বারা যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।

• জাতীয় যুবনীতিতে ১৮-৩৫ বছর বয়সি জনগোষ্ঠীকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী দেশে যুব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ জন, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই বিপুল যুব শক্তির মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবক/ যুব নারীদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের ১টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ২০টি জেলায় দরিদ্রতম ৪৮টি উপজেলার ১,১২,৬৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১,১০,৩৫১ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ৭ নভেম্বর ২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের ৬৪ উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে।

• যুবদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ কক্সবাজারে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও ক্রিকেট কমপ্লেক্স-এর উদ্‌বোধন করেন – পিআইডি

পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ২৩৬টি উপজেলার ৬,২২,৮২১ জনকে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৭%। যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ১০টি থানায় ১৮,৮৬,২৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৪%। ঋণ বিতরণের টাকার পরিমাণ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৫০ হাজার টাকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

● বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম জহুর আহম্মেদ স্টেডিয়ামসহ বেশ কয়েকটি স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। কক্সবাজারে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও ক্রিকেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভাগীয় ও জেলা স্টেডিয়ামগুলোতে সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক স্টেডিয়ামে উন্নীত করা হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ৪৯টি ক্রীড়া ফেডারেশন/সংস্থার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট খেলার জন্য প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

● আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ল্ডটি-টুয়েন্টি ২০১৪ ও এশিয়া কাপ ক্রিকেট ২০১৪-এর সফল আয়োজন করে বাংলাদেশ। আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১৫-এ বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

● বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস অর্জন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। জাতীয় নারী ক্রিকেট দলটি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১৮-এ অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

● বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং বিকেএসপিতে নতুন করে টেবিল টেনিস, তায়কোয়ানডো, কারাতে ও ভলিবল– এই ৫টি গেমের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।

● বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করলেও ফুটবল ফিরে পায় তার হারানো দিন। সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

● ১১তম এসএ গেমস-এর ২৩টি ডিসিপ্লিনের ১৫৮টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা ১৮টি স্বর্ণ, ২৪টি রৌপ্য ও ৫৫টি ব্রোঞ্জ পদকসহ মোট ৯৭টি পদক লাভ করে।

● হকি, শ্যুটিং, হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল, তায়কোয়ানডো, আরচ্যারি, জিমন্যাস্টিক্স ও বিচ ফুটবলসহ বিভিন্ন ইভেন্টে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

● প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় নির্মাণ হয় উডেন ফ্লোর জিমনেসিয়াম, বক্সিং স্টেডিয়াম, হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম, কাবাডি স্টেডিয়াম ও গুলশান শ্যুটিং কমপ্লেক্স।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকার বিগত ৮ বছরে দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অসহায় শিশু, প্রতিবন্ধী, কিশোর-কিশোরী, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গসহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সমন্বয় ও গতিশীল করার জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধীনে ২৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে ১৪২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ৮ বছরে এ খাতে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ১৬৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। হিজড়া, বেদে, দলিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল ভাতাভোগীর ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ চলছে। মোট ৫১ লক্ষ উপকারভোগীর মধ্যে ইতোমধ্যে ২৫ লক্ষ ডাটা এন্টির কাজ শেষ হয়েছে।

● বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ জনে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিধবা ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ ১২ হাজার জনে এবং ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

● প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে Disability Information System সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এতে দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত ১৫.০৯ লক্ষ প্রতিবন্ধীর তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে বেড়ে ৪ লক্ষে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিভোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। ৪ স্তরে উপবৃত্তির হার : প্রাথমিক স্তর-৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তর-৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৬০০ টাকা ও উচ্চতর স্তর-১০০০ টাকা। এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১২ হাজার ২০৪ জন।

● প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অটিজম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবার জন্য দেশব্যাপী মোবাইল থেরাপি ভ্যান উদ্‌বোধন করেন – পিআইডি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবায় ২০টি ভ্রাম্যমাণ থেরাপি ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে। অটিজমে আক্রান্তদের Early Detection, Assessment, Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। সুদক্ষ ও মাল্টি ডিসিপ্লিনারিটিমের সমন্বয়ে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ৪০৭৭ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

● সকল ভাতা কার্যক্রমের 'কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা' যুগোপযোগী করা হয়েছে। ভাতা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন করতে এবং ভাতা উত্তোলন সহজ করতে ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা প্রদানের কার্যক্রম টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলায় পাইলটিং করা হচ্ছে।

● বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যে পাইলট হিসেবে

ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জে 'বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মাঝে জনপ্রতি মাসিক ৬০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়।

• ক্যানসার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আলোকে প্রায় ১৩ কোটি টাকার মাধ্যমে ২ হাজার ৫৫৩ জন দরিদ্র রোগীকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৯ হাজার ৯০৭ জন। পল্লি সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমের আওতায় ১,২৬,১৯৬টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ৩০৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে। পল্লি মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ১২,৯৫৬টি কেন্দ্রের ৬৭,৮৯৬টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ২০ কোটি ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে।

• ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১, শিশু আইন ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• ২০টি নির্বাচিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক' কমিটি গঠন করা হয়েছে। শেখ রাসেল ট্রেনিং অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টার ফর দি চিলড্রেন অ্যাট রিস্ক-এর মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাসের জন্য (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আরো বেশি সময়) ৫৭৪১ জন শিশুকে দিবাকালীন/রাত্রিকালীন/সার্বক্ষণিক আশ্রয়ণ সেবা প্রদান করা হয়।

• আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং গৃহায়ণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ২ লক্ষ ৮০ হাজার পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে।

• হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৩ জন দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

• ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করাসহ মোট ৫টি সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ১১টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৮টি পৌরসভা, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ এবং ৪৫৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে।

• স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মোট ১৬৮টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১,১৯৬ কোটি টাকা। প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ৪০,৭৪৫ কি.মি. সড়ক, ২,৩২,৭৪৫ মিটার ব্রিজ, ১,৬৮০টি গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার, ৫৫১টি সাইক্লোন শেল্টার, ১,২৩৩টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ৬৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া নগর অবকাঠামো উন্নয়ন হার অনুযায়ী ৩,৩৫৩ কি.মি. সড়ক/ফুটপাত, ৫,১৫৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ১,৭৬১ কি.মি. ড্রেন, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এবং খিলগাঁও ফ্লাইওভারে লুপ নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নের হার অনুযায়ী ১৫টি রাবার ড্যাম ও ৪৪৫টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ, ১৬৬১ কি.মি. খাল খনন/পুনঃখনন এবং ৩১৯ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। তদুপরি ৬৫,৪৯৭ কি. মি. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১,০৯,৬০১ মি. ব্রিজ/কালভার্ট মেরামত সম্পন্ন হয়েছে।

• বর্তমানে দেশে মোট পানি পরীক্ষাগারের সংখ্যা ১৩টি। পানি সরবরাহ কভারেজ গ্রামাঞ্চলে ৮৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯০ শতাংশ। গ্রামীণ স্যানিটেশন কভারেজ সাধারণ ৯৮% এবং উন্নত ৬২%। ২০০৯-১৫ পর্যন্ত ২,১৪,১৫০টি পানির উৎস, ৭৮টি পানি শোধনাগার এবং স্বল্পমূল্যের ৫,৮২,২১,৭০০টি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

• ঢাকা ওয়াসা দৈনিক ২২৫ কোটি লিটার চাহিদার বিপরীতে ২৪২ কোটি লিটার পানি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে ৭০২টি গভীর নলকূপ দ্বারা মোট চাহিদার ৭৮ শতাংশ পানি ভূ-গর্ভ থেকে উত্তোলন করে। ২০১৯ সালের মধ্যে চাহিদার ৭৮ শতাংশ পানি ভূ-উপরিস্থ উৎস হতে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এজন্য শোধন করে মেঘনা ও পদ্মা নদীর পানি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরে, কর্ণফুলীর নদীর পানি চট্টগ্রাম মহানগরে, মধুমতি নদীর পানি খুলনা মহানগরে এবং পদ্মা নদীর পানি রাজশাহী মহানগরে সরবরাহ করা হবে।

• ১ নভেম্বর ২০১০ সকল ইউনিয়ন পরিষদে ১টি করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়। প্রতিটি ইউডিসিতে ২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা হিসেবে প্রায় ১৮ হাজার উদ্যোক্তার কর্মসংস্থান হয়েছে। এ সকল ইউডিসি থেকে ৭০ ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৩ কোটি সেবা প্রদান করে উদ্যোক্তাগণ প্রতি মাসে প্রায় ৬ কোটি টাকা আয় করছেন।

• দেশে ১০০% অনলাইনে জন্মনিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্ট প্রাপ্তি, বিবাহ নিবন্ধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, নথি রেজিস্ট্রেশন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি ও ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

• ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রাম আদালত (সংশোধিত) আইন ২০১৩ জারি করা হয়েছে। গ্রাম পুলিশবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ অক্টোবর ২০১৫ হোটেল সোনারগাঁওয়ে ঢাকা ওয়াসা পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের নকশা প্রত্যক্ষ করেন – পিআইডি

ইউনিয়ন পরিষদসমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭৭৯টি ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

• ২৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকায় ২১,৭৩৭টি মসজিদ এবং ৭০ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকায় ৫,৪৬৪টি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

• জেলা পরিষদসমূহকে 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। ৬৮টি পৌরসভার পৌরভবন এবং ৮টি পৌরসভার অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। পৌরসভাসমূহে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ১৫০টি রোড রোলার, ১৯৪টি গার্বেজ ট্রাক, ৯টি হাইড্রোলিক বিম লিফটার, ৭টি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এবং মশক নিধনের জন্য ২৮৬টি ফগার মেশিন বিতরণ করা হয়।

• মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৩ অক্টোবর ২০১৬ জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ আইন অনুমোদন লাভ করে। এর ভিত্তিতে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬, ৬১টি জেলায় জেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে।

• ১০ আগস্ট ২০১৬ গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় বিশেষ রিকশা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সেবা চালু করা হয়।

পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

• দারিদ্র্য বিমোচনকে টার্গেট করে ২০১১ সালে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ১৫ ও ৭ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি।

• পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ৪৯২১.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোর আওতায় দেশের প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ উপকারভোগী উপকৃত হচ্ছেন।

• দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লি উন্নয়নের অংশ হিসেবে 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প', 'চরজীবিকায়ন কর্মসূচি-২', 'সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি', 'পল্লি জনপদ' (উন্নত আবাসন) সৃজন, 'ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট (ইইপি)'সহ বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

• বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর আওতায় ১,৫৭,৬০৫টি সমিতি, ৪৮,১৪,৩৭৩ জন উপকারভোগী সদস্য, ৯০.৩০ কোটি টাকার শেয়ার এবং ৪৩৪.৭৭ কোটি টাকা সঞ্চয় পুঁজি গঠন করেছে। এসব সদস্যের মধ্যে ১৩,৪৩৯.৯৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার ৯৭ শতাংশ।

• বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭৮,৯৫৬টি। এ সকল সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,০১,০৫,৯৫৬ জন মোট কার্যকর মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১৩,৫৫৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৯,৮৫০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। সরকার সারাদেশে ২৪০টি সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠা করেছে।

• আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

• প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষত কৃষিজ উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

• ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় ৪৫০৩টি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে ১টি করে ৪০,৩১৬টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার পরিবারের ১ কোটি ২২ লক্ষ উপকারভোগী সুবিধা পাচ্ছে। সমিতির সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ৯৩৯.৫৩ কোটি টাকা জমার বিপরীতে প্রকল্প থেকে প্রদত্ত ৮১৪.৩১ কোটি টাকা উৎসাহ বোনাস এবং ১০২১.৪৬ কোটি টাকা আবর্তক তহবিল মিলিয়ে সমিতির তহবিল দাঁড়িয়েছে ৩১৩৮ কোটি টাকা। এই সমিতিসমূহের মধ্যে ২৭,৩৪,০৪৫টি ক্ষুদ্র খামার গড়ে উঠেছে, যেখানে মোট বিনিয়োগ ৩,৫৪২ কোটি টাকা। এই প্রকল্পকে স্থায়ী কাঠামো প্রদানের জন্য 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' গঠন করে ইতোমধ্যে ১০০টি শাখা চালু করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জুন ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ১০০ শাখার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মোনাজাত করেন– পিআইডি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিগত ৮ বছরে দেশ-বিদেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩, শ্রম আইন ২০১৬ এবং সংশোধিত শ্রম আইনের আলোকে বাংলাদেশ শ্রম বিধামালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধি ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করা হয়েছে। শ্রম আইন অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টর বিশেষ করে গার্মেন্ট শিল্প সেক্টরের জন্য কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণার্থে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানি মূল্যের শতকরা ০.০৩ ভাগ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি জমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ মে ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

• জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণার্থে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে।

• শিশুশ্রম মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। শিশু শ্রম নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে একটি চাইল্ড লেবার ইউনিট খোলা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত সর্বমোট ৯০ হাজার শিশুকে প্রত্যাহার করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৫ হাজার শ্রমজীবী শিশুর পিতা-মাতাকে ৩.৫৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

• বেসরকারি সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন বাড়িয়ে ৫ হাজার ৩০০ টাকা করা হয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ, বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক প্রণোদনা থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। গার্মেন্ট সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ২টি ডরমিটরি নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য পিপিপি-এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গিতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও কমার্শিয়াল সেন্টার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

• চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহারে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডক শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড বিলুপ্ত করে প্রতি কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান করা হয়েছে।

• মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সকল শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার শ্রমঘন এলাকার সংসদ সদস্যদের সভাপতিত্বে ৯টি আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

• অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত শ্রমিক, মালিক ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

• ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির আওতায় একটি Publicly Accessible Database-এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ৩,৭৪৩টি রপ্তানিমুখী গার্মেন্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

• প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মমুখী শ্রমশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল' (NSDC) গঠন করা হয়েছে।

• উত্তরবঙ্গের রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী-এ ৫টি জেলার ১০,৮০০ জন দরিদ্র নারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গার্মেন্ট সেক্টরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক ৩২৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় ঢাকা, ঈশ্বরদী ও কর্ণফুলী ইপিজেডে ডরমেটরি কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রেখে নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি করতে এ মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৬২টি দেশে ১,০৪,৫৬,৪১৮ জন পুরুষ ও নারী কাজ করছেন।

• বিগত ৮ বছরে ৩৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শত ৫৮ জনের বেশি কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে এবং রেমিটেন্স এসেছে ৯২.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬ সালে রেকর্ড ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৩১ জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯ শত ৯৩ জন নারী কর্মী বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে।

• বর্তমান অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৬ সালে প্রণীত বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা যুগোপযোগী করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, নার্স, গৃহ কর্ম সংশ্লিষ্ট পেশাসহ ৪৩টি পেশায় ৫১টি দেশে নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

• সৌদি আরবের সাথে গৃহকর্মী প্রেরণের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়ার সাথে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের বিষয়ে জিটুজি প্লাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফলে মালয়েশিয়া যেতে মাথাপিছু বর্তমানে মাত্র ৩২,৫০০ টাকা ব্যয় হয়। আগামী ৩ বছরে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ১৫ লাখ কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠাতে দেশটির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

• জেলা স্থানীয় প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগে বিদেশ গমনেচ্ছু নারী গৃহকর্মীদেরকে মাঠ পর্যায় থেকে নির্বাচিত করে সরকারি

খরচে ৩০ দিনব্যাপী হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

• বিদেশে শ্রম বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১০১টি পদ সংবলিত ১২টি নতুন শ্রম উইং সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে শ্রম উইংয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮টি। বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

• বাংলাদেশ সরকার ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে ২০০৮ সালে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩,৯৫৯ জন কর্মী দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন করেছেন।

• সরকার ২০১০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। ২০১৬ পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে দেশের ৬৪ জেলার ২০ হাজার ১শ ৮২ জন বিদেশগামী কর্মীকে প্রায় ১৮৫.৬১ কোটি টাকা 'অভিবাসন ঋণ' প্রদান করা হয়েছে এবং বিদেশ ফেরত ১৫২ জন কর্মীকে প্রায় ২.৫৬ কোটি টাকা 'পুনর্বাসন ঋণ' প্রদান করা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সৌদি আরবের রিয়াদে সৌদি শ্রমমন্ত্রী Dr Mufarrej bin Saad Al-Haqbani-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন – পিআইডি

• 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড' প্রবাসী কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ নিয়মিত বকেয়া/ বীমা/ সেবা বেনিফিট ইত্যাদি হিসেবে প্রায় ৪৪১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বিতরণ করেছে। ৩২৯২ জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে ৫ কোটি ৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৭শ টাকা শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্পায়ন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলেছে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• মেধাসম্পদের সুরক্ষায় ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন) ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা ২০১৫ জারি হয়েছে।

• দেশে ইউরিয়া সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকল্পে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল সার কারখানায় ১ মার্চ ২০১৬ থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে।

• হাজারীবাগের ট্যানারি কারখানা সাভারে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ২০০ একর জায়গায় পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলে ১৫৫টি প্রতিষ্ঠানকে প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু ট্যানারি সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে, অন্যান্য ট্যানারি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে কারখানা স্থাপনে ১০,৫৪১ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬২৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিসিকের ৭৪টি শিল্পনগরীতে ৪৪১৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৯৪৬টি রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট রয়েছে। ওষুধ তৈরির কাঁচামাল দেশে উৎপাদনের সুবিধার্থে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ২০০ একর জমির উপর 'ওষুধ শিল্প পার্ক' স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এই শিল্প পার্কে ৩৩টি ক্যাটাগরির ৪২টি শিল্প প্লট তৈরি করে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। বিসিকের তত্ত্বাবধানে ভোজ্য লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণের ফলে আয়োডিনের অভাবজনিত গলগণ্ড রোগ ১.৬০%-এ নেমে এসেছে।

• প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর কারখানায় জাপানের মিতসুবিসি মোটর করপোরেশনের সহযোগিতায় উন্নতমানের পাজেরো স্পোর্টস জিপ (সি আর ৪৫) এর সাকসেসর মডেল পাজেরো স্পোর্টস QX Jeep সংযোজনপূর্বক শীঘ্রই বাজারজাত করা হবে। ভারতের মাহেন্দ্র কোম্পানির Scorpio S10 মডেলের SUV Jeep ও ডাবল কেবিন পিক-আপ এবং চীনের গুয়াংডং ফোর্ডে অটোমোবাইলস্ লিমিটেডের Landfort মডেলের SUV Jeep ও লায়ন এফ-২২ ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করা হচ্ছে।

• সীতাকুণ্ড উপজেলার ৭টি মৌজা নিয়ে শিপ ব্রেকিং ও শিপ রিসাইক্লিং জোন ঘোষণা করা হয়েছে। নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত ভাবে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। নির্মাণাধীন পায়রা বন্দরের সন্নিকটে ড্রাইডক পদ্ধতিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য ১০০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

• বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI)-এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে Accreditation অর্জন করেছে। BSTI-এর Managment System, Certification কার্যক্রমটি Noraeigian Accreditation Authority থেকে Accreditation অর্জন করেছে। সিলেট ও বরিশালে বিএসটিআই-এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার, রংপুর ও ময়মনসিংহে অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। বিএসটিআই-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়েছে। এতে করে মৌসুমি ফলমূলে ফরমালিন ও কার্বাইডের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার কমে এসেছে।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

• নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর, নতুন উদ্ভাবিত Industrial Design নিবন্ধন, ট্রেডমার্কস নিবন্ধন, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন সহজতর করার জন্য World Intellectual Property Organization (WIPO)-এর সহায়তায় IPAS Software স্থাপন করা হয়েছে। শীঘ্রই DPDT-র সকল কার্যক্রম অটোমেশনের প্রক্রিয়া চলছে।

• বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ২০১৪ সালে Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)-এর পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন করেছে।

• শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর 'রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদানের লক্ষ্যে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলি ২০১৩' জারি করা হয়। ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো ৬টি ক্যাটাগরিতে ৩ জন করে ১৮ জন শ্রেষ্ঠ শিল্প উদ্যোক্তা/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৪ প্রদান করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে একটি MOU ও একটি Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' ও 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড' গঠন করা হয়।

• রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ২০ বিজ্ঞানীকে বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং ২০ জন ছাত্রকে Nuclear Engineering বিষয়ে রাশিয়ায় পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

• বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের জন্য বিগত ৮ বছরে মোট ১৩টি আইন, ৩টি প্রবিধানমালা, ১টি নীতিমালা ও ১টি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

• বর্তমান সরকারের আমলে গত ৮বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপ খাতে ৭৭৪৮ জন ফেলো/ গবেষককে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ১,৫৯৯টি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়। MS, PhD, Post-Doctoral গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়। এ পর্যন্ত দেশে ২২ জন এবং বিদেশে ২২১ জন গবেষককে এ ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

• বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ স্বল্পমূল্যের আর্সেনিক টেস্টিং কিট ও ফরমালিন টেস্টিং কিট উদ্ভাবন, সেচ কাজের জন্য ডুয়েল-ফুয়েল (সিএনজি/ ডিজেল) ইঞ্জিন মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে পদক্ষেপ গ্রহণ, বায়োগ্যাস ফাইবার-গ্লাস বায়োগ্যাস ডাইজেস্টার উদ্ভাবন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য সোলার গ্রিড হাইব্রিডাইজেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

• খনিজ দ্রব্যের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে জয়পুরহাটে ইনস্টিটিউট অব মাইনিং মিনারোলজি ও মেটালার্জি (IMMM) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

• খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্প, BCSIR-এর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্রের অ্যানালাইটিক্যাল ও মাইক্রোবিয়াল ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ, ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভিস প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

• BANSDOC-এ বিদ্যমান সার্ভিসসমূহের পাশাপাশি ই-লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ১০টি ডাটা বেইজের মাধ্যমে গবেষণাধর্মী তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩.১৪ কোটি মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ইন্টারনেট গ্রাহক প্রায় ৬.৬৮ কোটি। বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি ৮৪.৮১ শতাংশে এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৪১.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মোবাইল ফোনের কল চার্জ প্রতি মিনিট ৮৩ পয়সায় নেমে এসেছে। সকল বিভাগীয় শহরে, জেলা শহর ও গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় থ্রিজি নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৩,১০,৯৩,০০০ জন থ্রিজি গ্রাহক রয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ৩০৭.২৮ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

• ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ মহান বিজয় দিবসে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে ফ্রান্সের Thales Alenia Space-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

• দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য SEA-ME-WE-5-এর আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামে বাংলাদেশ যোগদান করেছে এবং পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় 'ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন' স্থাপন করা হয়েছে।

• টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে থ্রিজি লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং সকলেই 3G সেবা প্রদান করছে। ৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে International Terrestrial Cable (ITC) লাইসেন্স

ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমের উপস্থিতিতে ১১ নভেম্বর ২০১৫ হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং ফ্রান্সের মহাকাশ সংস্থা থ্যালেস এলেনিয়ার মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম' ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – পিআইডি

প্রদান করা হয়েছে।

● ২০১০ সালে দি পোস্ট অফিস অ্যাক্ট ১৮৯৮ সংশোধন করে কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসার লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করে কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্স দেওয়ার বিধান করা হয়। এর আওতায় এ পর্যন্ত ৬০টি আন্তর্জাতিক, ২৯টি অভ্যন্তরীণ এবং অনবোর্ড ২৯টি অপারেটরসহ মোট ১৪৭টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

● তিন পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। টেলিটক SMS-এর মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষার আবেদন জমা, ফি গ্রহণ, প্রবেশ পত্র, আসন বিন্যাস ও ফলাফল জানানো এবং PEC, JSC, SSC ও HSC পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, SMS ভোটিং, SMS -এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনা ও সেবা প্রদান করে আসছে।

● সারাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে যাচাইপূর্বক SIM/RIM রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। অবৈধ ভিওআইপি রোধকল্পে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। অবৈধ কাজে ব্যবহৃত SIM শনাক্ত ও বন্ধ করা হয়েছে।

● ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোর জন্য BSNL থেকে ১০ Gbps ব্যান্ডউইথ ভারত লিজ নিয়েছে। ২৩ মার্চ ২০১৬ দুদেশের প্রধানমন্ত্রীগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই IP TRANSIT সংযোগের উদ্‌বোধন করেন।

● সমগ্র দেশে ২৭৫০টি বিভিন্ন শ্রেণির ডাকঘরে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। ৮,৬০০টি পোস্টাল ই-সেন্টার চালু করা হয়েছে এবং ১৩৭৪টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড নামে নতুন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

● টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) দোয়েল ব্রান্ডের ল্যাপটপ উৎপাদন ও বাজারজাত করে। টেশিস এ পর্যন্ত ১১টি মডেলের ৫৮,৬৭২টি ল্যাপটপ বিক্রি করেছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতে দেশে ল্যাপটপ উৎপাদন শুরু হয়েছে।

● টেলিযোগাযোগ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সরকারকে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্জিত পুরস্কারসমূহ

পরিবেশ উন্নয়ন ও বিশ্বশান্তি স্থাপন, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা এবং তাঁর কর্মীদলের অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি এবং তাঁর সামাজিক নিরাপত্তামূলক নীতিসমূহ (Social Inclusion Policies) বহুবিধ পুরস্কার অর্জন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

● নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউএন উইমেন থেকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' স্বীকৃতি, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

● গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম থেকে নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

● পলিসি লিডারশিপ শ্রেণিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

● তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সাফল্যের জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) থেকে 'আইসিটি ইন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' ২০১৫।

● ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড।

● নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসের জন্য উইমেন ইন পার্লামেন্ট গ্লোবাল ফোরাম অ্যাওয়ার্ড, ২১ মার্চ ২০১৫।

● দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা সম্পর্কিত 'ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড', ২০১৪।

● পরিবেশগত দিক থেকে দেশের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে নারী শিক্ষার উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক 'ট্রি অব পিস' পুরস্কার, সেপ্টেম্বর ২০১৪।

● শিশুমৃত্যু হার হ্রাসসহ স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের স্বীকৃতিস্বরূপ সাউথ-সাউথ পুরস্কার, ২০১৩।

● যুক্তরাজ্যের গ্লোবাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড, ২০১১।

● ই-হেলথ কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড', ২০১১

● বাংলাদেশ আইসিটি সেক্টরের উন্নয়নে অবদানের জন্য এসোসিও (এশিয়ান ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন) আইটি পুরস্কার, ২০১০।

● এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০।

● ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, ২০০৯।

বক্স-৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সরকারের ৮ বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই) কাজ করছে। এটুআই-এর আওতায় ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ডিজিটাল কনটেন্ট, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন, ডিজিটাল ফাইনেনশিয়াল ইনক্লুশন, আইডিয়া ব্যাংক সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, মুক্তপাঠ, সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ, ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা ও বিগডাটা, সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন প্রভৃতি যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত ই-সেবা কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং জনগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছে।

● সারাদেশে ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার ৫২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮৬০০ ই-পোস্ট অফিসে তৃণমূল জনগণ ২০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা পাচ্ছে। ২৫০০০ ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু করা হয়েছে, যা ITU কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রধানমন্ত্রীটিবাংলা ডোমেইন উদ্‌বোধন করেন। সম্পত্তি বণ্টনের হিসাব সহজতর করতে উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর চালু করা হয়েছে। সকল সরকারি অফিসে ই-ফাইলিং সিস্টেম কার্যকরের মাধ্যমে কাগজবিহীন ডিজিটাল দাপ্তরিক সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২ মার্চ ২০১৬ সিলেটের ২০টি আদালতে বিচারকদের হাতে লেখা স্বাক্ষর গ্রহণের পদ্ধতি বদলে ডিজিটাল এভিডেন্স রেকর্ডিং-এর উদ্‌বোধন করা হয়।

● বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পিপিপি'র ভিত্তিতে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় 'বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি' স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'-এ ১২টি এবং ঢাকার কারওয়ান বাজারে জনতা টাওয়ারে 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'-এ ১৪টি সহ মোট ২৬টি বেসরকারি কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিলেট জেলায় 'সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি'র কাজ শুরু হয়েছে।

● সারাদেশে নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' নামে ২১০০টি কম্পিউটার ল্যাব এবং জেলা পর্যায়ে ৬৫টি ভাষা

প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে মাল্টিমিডিয়া ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ICT ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

• সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি ২০১৪, তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন ২০১৪, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৬-এর খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। ১৭ জুলাই ২০১৬ দেশে প্রযুক্তি বাণিজ্য উদ্যোক্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ বিল ২০১৬' পাস করে জাতীয় সংসদ।

• দেশব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) ৬টি বিভাগীয় সদরে ৬টি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ২২৭টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ৪৮৭টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ১৮,১৩০টি সরকারি অফিসের মধ্যে কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

• বাংলা ভাষায় এবং বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক ৬০০ মোবাইল অ্যাপস তৈরি করার লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সার টু এন্ট্রিপ্রেনিউর কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে ১৩ হাজার তরুণ-তরুণীকে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং, কর্পোরেট কালচারসহ বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার নারীকে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ ৭টি ডিজিটাল ট্রেনিং বাসের মাধ্যমে ৩ বছরে দেশের ১ লক্ষ ৬৬ হাজার মহিলাকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ অক্টোবর ২০১৩ বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার (এম এ মান্নান ফ্লাইওভার) উদবোধন করেন – পিআইডি

• গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেলিমেডিসিন চিকিৎসা সেবা চালু করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ১০ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এ সেবা চালু করা হয়।

• প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) উদ্‌বোধন করা হয়।

• তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জনশক্তির অবিরাম চেষ্টায় নিম্ন আয় থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছানোর বিরল সম্মান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্জন করেছেন 'আইটিইউ টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার'।

• আইসিটি খাতের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ 'The World Organization of Governance and Competitiveness', 'Plan Trifinio', 'Global Fashion for Development', 'School of Business of University of New Haven, Connecticut', থেকে 'ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফর আইসিটি' পেলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

রাজউকের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর, উত্তরা তৃতীয় পর্ব এবং ঝিলমিল প্রকল্পে বরাদ্দ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে।

• স্বল্প ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য উত্তরা তৃতীয় পর্বের ১৮ নম্বর সেক্টরে অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২১০.৯৩ একর জমিতে এ, বি, সি তিনটি ব্লকে ১৫ হাজার ৩৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৭৫০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণ সংক্রান্ত ৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকার বেইলি রোডে মন্ত্রিবর্গের জন্য ৫,৯৭৬ বর্গফুট আয়তনের ১০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের জন্য ২০তলা ভবনে ৩,৫০০ বর্গফুটের ৭৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। ইস্কাটনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও গ্রেড-১ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য ৩,৪৫০ বর্গফুটের ১১৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গুলশান, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর ও চট্টগ্রামে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৯৭৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ৮০টি ডরমেটরি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ৪৭৬০টি ফ্ল্যাট এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শেরেবাংলা নগরে ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে।

• হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮.৮ কিলোমিটার সার্ভিস সড়ক, ৮ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে, ৯.৮০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে, ৪৭৭.২৫ মিটার দীর্ঘ ৪টি ব্রিজ, ৪০০ মিটার দীর্ঘ ৪টি ওভারপাস, ১০.৪০ কিলোমিটার মেইন ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন ও ৭.৭০ কিলোমিটার লোকাল ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

• ঢাকা শহরের পূর্ব-পশ্চিম সড়ক নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজয় সরণি থেকে পূর্বদিকে তেজগাঁও শিল্প এলাকা পর্যন্ত ৪৭১.৫৫ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস ও ৪৪৬ মিটার সড়কসহ ফুটপাত ও ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে ১.৩৭ কিলোমিটার ও কদমতলী জংশনে ১.১৪৩ কিলোমিটার ফ্লাইওভার এবং দেওয়ানহাট জংশনে ৫৬০ মিটার ওভারপাস, ১৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিংরোড ও ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ লুপ রোড, মুরাদপুর ২ নম্বর গেইট ও জিইসি জংশনে ৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। কুড়িল-পূর্বাচল ১৩ কি.মি. লিংকরোড নির্মাণ করে এর উভয় পাশে কুড়িল থেকে বালু নদী পর্যন্ত ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনসহ ঢাকা মহানগরীর Water body এবং Land ratio ঠিক রেখে পানি সংরক্ষণ ও গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

• ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) রিভিউ করে ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড যুগোপযোগীকরণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

• পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পসমূহ পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

• ভূমিকম্পজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে জাইকার সহায়তায় Capacity Development on National Disaster Resilience Techniques Construction & Retrofiting for Public Buildings শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শেষ হয়েছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানে আর্টিকেল ১৮(ক) সংযোজন হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রেটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান ২০০৯' শিরোনামে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এরই স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ 'The Global Green Award 2014' অর্জন করেছে।

• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের নেওয়া উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

• বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর ২১তম সম্মেলনে ১৯৫টি দেশ ঐকমত্যে পৌঁছে, যা প্যারিস চুক্তি নামে পরিচিত। ২২ এপ্রিল ২০১৬ বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

• বৃক্ষরোপণে গুরুত্ব দিয়ে ১৪.৪২ কোটি বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২০০৮ সালের ৯.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লক্ষ হেক্টর। তন্মধ্যে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপকূলীয় ৭০০০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

• গাজীপুরে প্রায় ৩২৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শেখ রাসেল এভিয়ারি' এবং কক্সবাজারে ডুলাহাজরায় 'বঙ্গবন্ধু ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া ১৭টি জাতীয় উদ্যান ও ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রাখার উদ্দেশ্যে 'সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়েছে। সুন্দরবনে বাঘ শুমারি সম্পন্ন করা হয়েছে।

• উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সমন্বয়ে Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত তহবিলে ১৮৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা পাওয়া গেছে।

• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় National Adaptation Programme of Action (NAPA) প্রণয়ন করা হয়েছে। ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সিএফসি-সিটিসি এবং এমসিএফ এর ব্যবহার বন্ধে সরকার ১০০ শতাংশ ফেইজ আউট নিশ্চিত করেছে। ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধের জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

• ঢাকার চারপাশের নদীসমূহ দূষণ থেকে রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, বালু ও তুরাগ নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বর্ণিত নদীসমূহের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

• বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 3R (Reduce, Reuse & Recycle) স্ট্র্যাটেজি এবং কঠিন আবর্জনা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। Ecologycally Critical Areas (ECA) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৪১৪টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ETP স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। কার্বন নিঃসরণ কমাতে প্রত্যন্ত এলাকায় ৯.৭৩ লক্ষ উন্নত চুলা বিতরণ, ১২,৮১৩টি বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং ১৭,১৪৫টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

• ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ কার্যকর হয়েছে। এর ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৩% ইটভাটা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। পরিবেশ উন্নয়নে ২০০৯ সাল থেকে 'জাতীয় পরিবেশ পদক' প্রবর্তন করা হয়। এছাড়া প্রতি বছর বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা এবং জাতীয় পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন' পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ)-এর নির্বাহী পরিচালক Achim Steiner-এর কাছ থেকে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন– পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উত্তোরণের লক্ষ্যে সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী করতে ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করেছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) হালনাগাদ করা হয়েছে। বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে জাতীয় দুর্যোগের সিডিউলভুক্ত করা হয়। বজ্রপাতে প্রাণহানি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দেশব্যাপী ১০ লক্ষ তালের বীজ/চারা রোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচিকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোতে আনয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন কার্যাবলি) বিধিমালা ২০১৫, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।

• বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মডেল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অনুসরণ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অসামান্য সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেডক্রিসেন্ট (বিএফআরসি) বিশেষ সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' প্রদান করে।

• গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় সাধারণ ও বিশেষ খাতে প্রায় সাড়ে ১৭ লক্ষ মে. টন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় সাধারণ ও বিশেষ খাতে প্রায় ২০ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে নিহত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণে মোট ৪৬৯৫.৪২ লক্ষ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরির সহায়তা বাবদ ১৫,০৯২.১৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মোট ৪৮,০৯,২৫৮ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ২০,৯০,১০,০৯৮টি কম্বল বিতরণ করেছে। বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় ৩২২৯.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ২২০টি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগকালীন আগাম সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ ৩৫টি উপজেলায় পোল ফিটেড মেগাফোন সাইরেন স্থাপন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা এবং অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা হোসেন ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ ঢাকায় 'প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন – পিআইডি

• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ২৮টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ২৪টি প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কারিকুলামে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের ৪৩টি পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

• আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও আগাম সতর্ক বার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR system) চালু করা হয়েছে। কমিউনিটি রেডিও সেন্টারের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ে সতর্ক বার্তা প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের শ্রোতা বৃদ্ধির জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে রেডিও বার্তা প্রদান করা হচ্ছে।

• ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনা করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ ৮টি শহরের জন্য জিওমরফলজিক্যাল ও জিওলজিক্যাল ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। জিওফিজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। অ্যাকটিভ ফল্ট শনাক্তকরণ, সিসমিক ও রেজিস্ট্রিভিটি জরিপ, অ্যাকটিভ ফল্ট ট্রেঞ্চিং বিষয়ে পেশাজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ই-লাইব্রেরিতে ৩২৫টি প্রকাশনা আপলোট করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ই-লাইব্রেরির সাইটের ওয়েব অ্যাড্রেস : www.dmic.org.bd/e-library।

• বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলার জন্য দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যার স্থানভিত্তিক গভীরতার তথ্যনির্ভর Inundation Map/ Risk Map for Storm Surge তৈরি করা হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

• বাংলা ১৪১৭ সাল থেকে পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। ৩০ নভেম্বর ২০১৬ জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায় বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা।

• নওগাঁর পতিসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি জাদুঘরে রূপান্তরের কাজ, খুলনার দক্ষিণডিহিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি এবং সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে কাছারিবাড়ি সংস্কারের এবং কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কুঠিবাড়ি সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

• ১১০.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাউথ এশিয়ান ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার এলাকা, বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকা, দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির এবং বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও তদসংলগ্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

• ৩৩.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ১৯টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সুষম করার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৯৩.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভাগীয় ও জেলায় শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে। ১২২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৩৯টি জেলার জেলা গণগ্রন্থাগার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অপ্রচলিত মূল্যবান নথিসমূহের সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ কাজ শেষ করা হয়েছে।

• 'বাংলাপিডিয়া' নামক ন্যাশনাল

এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে ঢাকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার ৯০বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শুদ্ধ সুর ও বাণীতে নজরুল সংগীতের ১১টি সিডি প্রকাশ করা হয়েছে।

● বর্তমানে দেশে সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা ৪৫৩টিতে উন্নীত হয়েছে। মানিকগঞ্জের বালিয়াটি প্রাসাদ জাদুঘরে রূপান্তর করে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

● ৭টি জেলায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাতৃভাষা ও বর্ণলিপি সংরক্ষণ, পুস্তক প্রকাশনা, অ্যালবাম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে। ৪৮৩টি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে 'একুশে পদক-২০১৬' প্রদান করেন – পিআইডি

উপজেলা থেকে শিশু নাটকের দল নির্বাচন করে ৬৪টি জেলায় নাটক উৎসব হয়েছে।

● ১৩.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে লালবাগ কেল্লার সংস্কার ও লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'র মাধ্যমে লালবাগ কেল্লার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

● প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০১৬ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্‌বোধনের মধ্যদিয়ে বাংলা একাডেমির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'হীরক জয়ন্তী' উৎসব শুরু হয়। এ বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৭-১৯ নভেম্বর ২০১৬ আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব 'ঢাকা লিট ফেস্ট ২০১৬'।

● জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গত বছরে ১১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়। ২০১০ সালে একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৪০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয় এবং ২০১৬ সালে অর্থের পরিমাণ ২ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়।

● বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ৪০টি দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দল রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, জার্মানি, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং ভারত, চীন, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান ও রাশিয়ার সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশ সফর করেছে।

● ৪৫৬৫টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিভিন্ন হারে প্রায় ১৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ১১৪৭৬ জন সংস্কৃতিসেবীর অনুকূলে বিভিন্ন হারে ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৩৯১৩টি বেসরকারি পাঠাগারের অনুকূলে বিভিন্ন হারে ১১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জনগণের নৈতিক মান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

● পবিত্র গ্রন্থ আল কোরানের ডিজিটাল ভার্সনসহ এর ওয়েবসাইট : www.quran.gov.bd প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় হজনীতি প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৬ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জেদ্দা হজ উইংকে বাংলাদেশ হজ মিশনে রূপান্তরিত করা হয়। www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০১৬ সাল থেকে ই-হজ ম্যানেজমেন্টের আওতায় অনলাইনে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

● ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৬০,৬৪৫ সংখ্যক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, দুস্থ ব্যক্তির মাঝে মোট ৯১,৭৫,১৪,৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৮ হাজার ৭০০ জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসহ আর্থসামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

● মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ২৬ হাজার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৬ লক্ষ ৮০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা, ১৭ হাজার ৪০০টি কোরান শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩১ লক্ষ ২৯ হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থীকে পবিত্র কোরান শিক্ষা এবং ৭৬৮টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

● ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে ২২,৬৪৭ জন ইমামকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ১০,৭৫৮ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামকে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ এবং ১,১১১ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩২.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ হাজার নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং ২ হাজার ৫০০ মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে।

● ওয়াকফ অধ্যাদেশ সংশোধন আইন ২০১৩-এর ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে তালিকাভুক্ত ২১,৪৭৩টি ওয়াকফ এস্টেট রয়েছে। ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৮৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫৩টি পুস্তকের ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৫০কপি মুদ্রণ করা হয়েছে।

● মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ১১৭.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার ৫০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৮ লক্ষ ৪ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা এবং ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় ১০ হাজার প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৮০০০ পূজা মণ্ডপে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

● বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য ৩.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথমবারের মতো পাইলট ভিত্তিতে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারে প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ১০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

• বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক পালি-বাংলা অভিধান (১ম-২য় খণ্ড)-এর প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.brwt.gov.bd) চালু করা হয়েছে।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৪৭ কি.মি. নদী ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৫১ কি.মি. ড্রেজিং চলমান রয়েছে।

• জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১১৪০.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩৬টি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে। এর লক্ষ্যে ২৭২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৫ বছর মেয়াদি খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

• হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়েছে।

• বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ পানি নীতিমালা ২০১৬ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

• সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর ডেভেলমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-১ এর আওতায় ১৭,৯৬৫ ভূমিহীন পরিবারকে ২৩,৯০৩.৪০ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

• ৪৫.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি অ্যাণ্ড ডিটেইল ডিজাইন অব গাঙ্গেজ ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে ৫২ কি.মি. ভার্টিতে প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজটি বাস্তবায়িত হলে ২,৯০০ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি ধারণযোগ্য একটি বিশাল প্রাকৃতিক জলাধার সৃষ্টি হবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ১৬৫ কি.মি. এবং এর ধারণকৃত পানি ১২৩টি আঞ্চলিক নদীতে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে গঙ্গার পানি নির্ভর ৪৬,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকার ২৮.৭৭ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি এবং ১৯ লক্ষ হেক্টর সেচযোগ্য জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে।

• দেশের প্রায় ১১৮ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ, বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য প্রায় ৬৩.৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান এবং ৮০১টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ৯৯ লক্ষ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ-ভারতের দীর্ঘ ৬৮ বছরের অমীমাংসিত স্থলসীমান্ত চুক্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ কূটনীতি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিকতার মধ্যদিয়ে বাস্তবায়ন হয়েছে। ৩১ জুলাই ২০১৫ মধ্যরাত থেকে কার্যকর এই চুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় করে। ছিটমহল হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় ভারতের ১১১টি ছিটমহলের ১৭ হাজার ১৬০ একর ভূমি বাংলাদেশের মূলখণ্ডের সাথে একীভূত করা হয়েছে এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের ৭ হাজার ১১০ একর ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় ৫৯টি, পঞ্চগড় জেলায় ৩৬টি, কুড়িগ্রাম জেলায় ১২টি এবং নীলফামারী জেলায় ৪টি ছিটমহল মূল ভূখণ্ডের সাথে একীভূত হয়েছে। এর মাধ্যমে ৩৭,৫৩৫ জনকে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব প্রদান এবং অপদখলীয় ভূমি বিনিময়সহ ৬.৫ কি.মি. অচিহ্নিত সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে।

• ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (DLMS) প্রস্তুতকরণ ও প্রবর্তন এবং এ সম্পর্কিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র (Land Information Service Centre) স্থাপন এবং ৪৫টি উপজেলার সকল খতিয়ান ও ম্যাপ স্ক্যানিং করতে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় ৭০ লক্ষ ভূমি খতিয়ান স্ক্যান এবং ১৯,৭০৬টি ম্যাপসিট স্ক্যান করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৫৫টি জেলার সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ১ কোটি ৪০ লাখ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। ৫২টি ভূমি অফিসে অনলাইন নামজারি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

• চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প ৪ (CDSP) এর আওতায় ৪০,৩৮৭ একর খাসজমি ৬,৮১২টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ১১,৫০৩টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনসহ ৮২,৫৩৫টি গৃহহীন পরিবারের গৃহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১,৯০,৫২১টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৯২,৫৭৯ একর খাসজমি বিতরণ করা হয়েছে, এছাড়া ২০,২৩৭টি ভূমিহীন পরিবারকে ১২,৮০৬.১৫ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

• গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলায় ২৫৪টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে মোট ১০,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ৭৫০ বর্গফুট আয়তনের ২৪৭টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে। ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামের পুনর্বাসিত ১০,৭০৩টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিআরডিবির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

• দেশের জরাজীর্ণ ৯৬টি উপজেলা ও ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাজধানীর ভাষানটেক পুনবার্সন প্রকল্পের সরকারি জমিতে ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের জন্য নির্মিত বহুতলবিশিষ্ট ভবনে ৫৯৬ জন বস্তিবাসীসহ ১৭৯৪টি ফ্ল্যাটে সুবিধাভোগীগণ বসবাস করছেন। রাজধানীর কাটাবন এলাকায় ছয়তলাবিশিষ্ট ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

• ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তিনটি অফিসকে ডিজিটাল করতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার ৯টি মৌজা, বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার ৫টি মৌজা এবং জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ২২টি মৌজার ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ভূমি, সেটেলমেন্ট ও সাবরেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডিজিটাল জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মৌজাসমূহের জরিপ কাজ চলমান আছে।

• ভূমির সুপরিকল্পিত ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১'-এর আওতায় কৃষি জমি রক্ষা করা এবং কোনো কৃষি জমিতে যেন অপরিকল্পিতভাবে আবাসন ও স্থাপনা নির্মিত না হয় সেজন্য ১ম পর্যায়ে দেশের ২১টি জেলায় ভূমি জোনিং-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর আওতায় ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলা থেকে স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ, ৩০১টি উপজেলার খসড়া ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন এবং ২৩৫টি উপজেলার খসড়া ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও জিআইএস বেইজড ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ মুদ্রণ কাজ চলমান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পার্বত্য জেলাসমূহের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬

প্রণয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে।

• পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯টি ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। শান্তিচুক্তি অনুযায়ী বিএডিসি, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, স্থানীয় পর্যটনসহ ১০টি বিষয়ের প্রতিষ্ঠান তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে।

• তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় ১১৭টি ইউনিয়নে ৪০০০টি পাড়াকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ১,৮৯,০১১টি পরিবারকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ১,৫২,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ১৯৩টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৮৬টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৫টি মাতৃভাষায় পাঠদান চালু করা হয়েছে।

• এ পর্যন্ত ৪,৪০০ জন পাড়াকর্মী, ১২৫ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৯,০০০ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০ যুব-মহিলাকে কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় ১৭০০টি শস্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ১৮,৫৯,৫৪০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য চাষ এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১০টি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। ২,৭৭৬ মিটার সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে।

• প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে উপজেলা এবং জেলা সদরের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে ১৫৩ কি. মি. গ্রামীণ সড়ক, ৪,৫৩৩ মিটার সেতু এবং ৯৪১ মিটার কালভার্ট নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বনায়ন, তাঁত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ, পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ১৩৩৮টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

• সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৭০০ ছাত্রছাত্রীকে বিনা খরচে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা উপকরণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। ৮ মে ২০১৬ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বেইলি রোডে অফিসার্স ক্লাবের পাশে ১.৯৪ একর জমির উপর ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের ভিত্তিফলক উন্মোচন করা হয়। যোগাযোগের সুবিধার্থে পার্বত্য তিন জেলায় টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

• আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত হিন্দুকুশ–হিমালয় অঞ্চলের আন্তঃসরকারি আঞ্চলিক সংস্থা International Centre for Integrated Mountain Development-এর ৪৭তম বোর্ড সভায় বাংলাদেশ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে।

• প্রায় ১৪১টি দেশি-বিদেশি এনজিও বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। গত ৮ বছরে এক্ষেত্রে ইউএনডিপি কর্তৃক প্রায় ১১০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন

১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের সকল নাগরিককে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত দেশে নিবন্ধিত মোট ভোটার ১০,০৩,৪০,০৪৫ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৫,০৫,৫৯,৪৭৭ জন এবং নারী ভোটার ৪,৯৭,৮০,৫৬৮ জন। ২ অক্টোবর ২০১৬ থেকে নিবন্ধিত সকল নাগরিকের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও অধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সংবলিত স্মার্ট কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে তা সারাদেশে বিতরণ কার্যক্রম চলছে।

• নির্বাচন কমিশন নাগরিকের পরিচিতি শনাক্তকরণ, প্রতারণা/জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে তথ্য যাচাই কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করেছে। এ সেবা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ১০টি সরকারি, ৬টি মোবাইল কোম্পানি, ৩৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ১৩টির অধিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্বাচন কমিশনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

• নির্বাচন কমিশনের জন্য আগারগাঁওয়ে ১১ তলা বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন ভবন এবং ১২ তলা বিশিষ্ট নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সারাদেশে সকল জেলা ও উপজেলায় সার্ভার স্টেশন স্থাপন করে কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডারের সাথে ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

• ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, ২০১৫ সালে ১ম বারের মতো ৪৭০টি উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ দেশের ৬১টি জেলা পরিষদ নির্বাচন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়।

বর্তমান রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। তেমনিভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাংলাদেশের জন্য একটি উন্নয়ন জংশন, যা প্রধানমন্ত্রী প্রদর্শিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নেও এদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে চালিত করবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এমডিজি'র অধিকাংশ লক্ষ্য পূরণে সাফল্য লাভের পর এসডিজি বাস্তবায়নকে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মানুষের সামনে এখন ৩টি স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য-২০২১ সালে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছানো, ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত দেশ অর্জন। এসব কোনো স্বপ্ন নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বপ্নজয়ী বাঙালি জাতি এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেই।

স্বপ্নযাত্রা এখানেই শেষ নয়; ২০৭১ হলো স্বাধীনতার শতবর্ষ, যখন বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে পৃথিবীর জন্য অনুকরণীয়। আরো বৃহৎ পরিসরে একবিংশ শতাব্দী শেষে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ দেশ ও সমাজ গড়ে পৃথিবীর বুকে একটি নিরাপদ বদ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে রয়েছে ডেল্টা প্লান-২১০০। এই সমস্ত রূপকল্পগুলো বাংলাদেশের স্বপ্নসোপান।

[তথ্যসূত্র : দশম জাতীয় সংসদের ২০১৭ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ, সরকারের ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ও 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' পুস্তিকা, তথ্য অধিদফতর থেকে প্রেরিত সরকারের সাফল্যভিত্তিক প্রতিবেদন এবং জানুয়ারি ২০১৭-এর উন্নয়ন মেলা ও সরকারের ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র]

নিবন্ধ

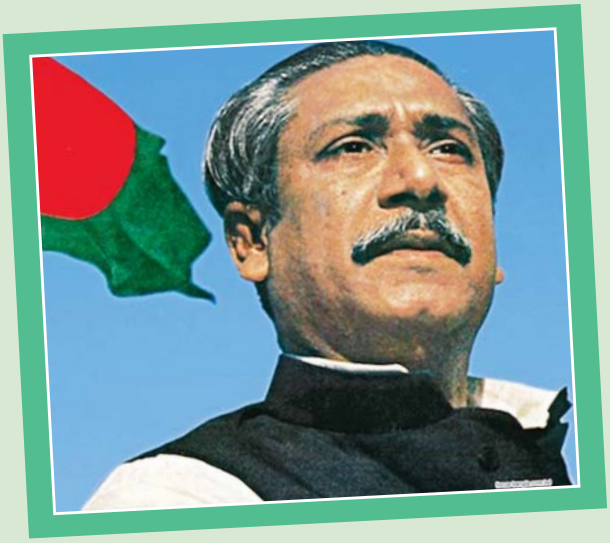

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ভাষণ

খালেক বিন জয়েনউদদীন

দশ জানুয়ারি বাঙালির ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৭২ সালের এ দিনে তিনি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন-দিল্লি হয়ে বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন। তাঁর এই প্রত্যাবর্তনে পঁচিশ দিন পূর্বে অর্জিত বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পূর্ণতা পায়। স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে সমগ্র স্বাধীনতাকামী মানুষ। স্বদেশে ফিরে স্ত্রী-সন্তানদের কাছে না গিয়ে তিনি সরাসরি চলে যান সেকালের রেসকোর্স ময়দানে এবং সেখানে তিনি ৭ মার্চের মতো বীরোচিত ভাষণ প্রদান করেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি যেন ৭ মার্চের পরিসমাপ্তি টেনে দেয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়।

আমরা প্রায় সকলেই জানি, বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণার পরই তাঁকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। নরহত্যার সেই পাশবিক কাহিনি আর এক করুণ অধ্যায়। গ্রেফতারের পর বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল সকলের কাছে অজানা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কৌশলগত কারণে একটি সংবাদ বুলেটিনে বঙ্গবন্ধু তাদের সাথে আছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন– এমন সংবাদ প্রচার করলে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ চট করে করাচিতে একটি পত্রিকায় দুই প্রহরী বেষ্টিত বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রথম ছেপে প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু তাদের হাতে বন্দি। তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন না।

মুক্তিযুদ্ধকালে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে দুনিয়া থেকে সরাবার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর সাজানো মামলার রায় প্রদান করে। রায়ে তাঁকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। রায় কার্যকর করার জন্য তাঁকে মিনওয়ালী জেলে পাঠানো হয় এবং জেল সুপারের বাসায় বন্দি রাখা হয়। ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ জুলফিকার আলী কুখ্যাত জেনারেলদের কাছ থেকে ক্ষমতা নেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শেখ মুজিবকে জেল থেকে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। সেখানে ভুট্টো তাঁর সাথে দেখা করেন।

শেখ মুজিব বললেন, জনাব ভুট্টো তাঁকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য, যাতে যতই দুর্বল হোক পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে একটা সম্পর্ক যেন বজায় থাকে। বঙ্গবন্ধু তাকে বললেন, 'আমি একটা জিনিসই আগে জানতে চাই–আমি কি মুক্ত না বন্দি?' শেখ মুজিব বললেন, 'যদি আমি মুক্ত হই, তাহলে যেতে দিন। আর যদি না হই, তাহলে কোনো কথা বলতে আমি রাজি না'। 'আপনি মুক্ত' তিনি ভুট্টোর কথা উদ্ধৃত করলেন– 'কিন্তু আমি আপনাকে যেতে দেওয়ার আগে কয়েকদিন সময় চাই।'

৭ জানুয়ারি ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে তৃতীয় আর শেষবারের মতো দেখা করতে গেলেন। বাঙালি নেতা তাকে বললেন, 'আপনি অবশ্যই আমাকে আজকে রাতে মুক্তি দেবেন। আর দেরি করার কোনো জায়গা নেই। হয় আমাকে মুক্ত করুন, নয় হত্যা করুন'।

ভুট্টো উত্তর দিয়েছেন যে, এত স্বল্প সময়ের মধ্যে মুক্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কিন্তু পরে তাঁকে লন্ডন পাঠিয়ে দিতে রাজি হলেন। শেখ মুজিব বললেন, ভুট্টো তাঁকে বিদায় জানানোর সময় বলেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করতে। ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন যান। লন্ডনে এক রাত থেকে সোজা দিল্লির পানাম বিমানবন্দরে পৌঁছেন। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অভ্যর্থনার জবাবে সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার জন্য এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশে যাবার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশে ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রা বিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী–যিনি কেবল মানুষের নয়, মানবতারও নেতা। তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে এর মাধ্যমে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন'।

এরপর স্বদেশে ফেরা। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংবাদ শুনে গোটা বাংলাদেশ আবার জেগে উঠল। ৭ মার্চের মতো ঢাকার অদূরের লোকজন ছুটে এল রেসকোর্স ময়দানে। ১০ জানুয়ারি ঢাকা জনসমুদ্রে পরিণত হলো। কখন আসবেন প্রিয় মানুষটি? অবশেষে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এলেন বঙ্গবন্ধু। বিমান থেকে নেমেই দেশের মাটি কপালে ছোঁয়ালেন। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও প্রিয় সহচর ছাত্র-নেতৃবৃন্দ। বিমানবন্দরের বাইরে হাজার হাজার মানুষ। সে এক ঐতিহাসিক ও করুণ দৃশ্য। রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষের ভালোবাসার ছায়ায় এক সময় বঙ্গবন্ধু এসে দাঁড়ালেন নৌকা-শোভিত জনতার মঞ্চে। তখনও তাঁর চোখে বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জল। চোখ মুছতে মুছতে তিনি প্রথমেই বললেন, 'আজকের এই শুভলগ্নে

আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই শহিদদের কথা স্মরণ করছি। যাঁরা গত ৯ মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২, রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণে ক্রন্দনরত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এরপর বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে ইয়াহিয়ার কারাগার এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা বলেন। বলেন, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির লড়াইয়ে জেতার কথা এবং পাকিস্তানি নরদস্যুদের জঘন্য বর্বরতার কথা। এক পর্যায়ে তিনি আরো বলেন, 'আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করেছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যাই নন, মতিলাল নেহেরুর নাতনি। তাঁর সাথে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতোমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্র-প্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।'

বঙ্গবন্ধুর ১০ জানুয়ারির সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি যারা শুনেছেন বা পড়েছেন তারা অবশ্যই লক্ষ করবেন বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করেছেন জাতিসংঘের প্রতি দুটি অনুরোধ করে। এক. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাংলাদেশে গণহত্যার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন। দুই. বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেওয়া ও বিশ্বের মুক্ত দেশ বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া। এ ভাষণটির বক্তব্যে তিনি একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, এক. আমাদের লোকদের হত্যা করতে যারা সাহায্য করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। দুই. কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশের এমন পরিবার কমই আছে, যে পরিবারের কোনো লোক মারা যায়নি।

আর এলক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু আমাদের সংবিধানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনের ধারা সংযোজন করেন এবং ঐ সময় দালাল আইনে বিচারকার্য সারাদেশে শুরু করেন, ফাঁসিও হয়। মূল হোতারা পালিয়ে যায় বিদেশে। আমাদের দুর্ভাগ্য '৭৫-এর পরে তারাই দেশ শাসনের ভাগিদার হয়। আবার সৌভাগ্যও বটে বর্তমান সরকার ১৯৭৩-এর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইনের আলোকে আদালত গঠন করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতি পালন করছেন। দেরিতে হলেও বঙ্গবন্ধুর ১০ জানুয়ারির অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ দিলেন তাঁরই কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটির প্রেক্ষিত আমাদের বিবেচনায় অবশ্যই থাকা উচিত।

বঙ্গবন্ধু ভাষণটি শেষ করার আগে এক পর্যায়ে বলেছিলেন, 'এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে'। সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধু প্রাণ দিয়ে সেকথাই প্রমাণ করেছিলেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এলেই তাঁর প্রাণ বিসর্জনের পারিবারিক চিত্রগুলো আমাদের কাঁদায়। অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর ফিরে আসার প্রথম ভাষণটি এখনো আমাদের আবেগাপ্লুত করে। তিনি ফিরে এসেছিলেন বলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ভিত শক্ত হয়েছিল এবং গোটা বিশ্বের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ সম্ভব হয়েছিল।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রযাত্রার স্বপ্নদ্রষ্টা

রোকেয়া আক্তার

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বিশ্বসভায় আজ বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় থাকত ? বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে তিনি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে কোথায় নিয়ে যেতেন তা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা গবেষণা করছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাজীবন দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি সব সময়ই চেয়েছিলেন এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ, মেহনতি মানুষ যেন সুখে থাকে। তাদের জীবন যেন হাসিখুশিতে ভরপুর থাকে। পেটে অন্ন থাকে। হাতে পয়সা থাকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়নের অগ্রভাগে থাকত। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ তার নিজস্ব অবস্থান থেকে অর্জন করত সাফল্য, যার স্বপ্ন নায়ক থাকতেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে চাইতেন বাংলাদেশ তার নিজস্ব অর্থ দিয়ে, সম্পদ দিয়ে পৃথিবীর বুকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুক। উন্নয়নের সফল অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু? কেমন করে গড়তে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ? এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টিভি ভাষণে 'কেমন বাংলাদেশ চাই' প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথা নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ব'।

বঙ্গবন্ধু তাঁরই উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপ দিতে অন্যতম মৌল উপাদান হিসেবে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি পুরো মাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন, গ্রামীণ সমাজে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রতিটি গ্রামে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে, যেখানে গরিব মানুষ যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হবেন; যেখানে সমবায়ের সংহত শক্তি গরিব মানুষকে জোতদার ধনী কৃষকের শোষণ থেকে মুক্তি দেবে; যেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা গরিবের শ্রমের ফসল আর লুট করতে পারবে না। যেখানে শোষণ ও কোটারি স্বার্থ চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

ড. আতিউর রহমান তাঁর সেই গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে বাংলার মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, বেকারত্ব দূর হবে সেই ভাবনাই ছিল প্রতিনিয়ত তাঁর মনে। এজন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি বলেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতির পিতার অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই অর্থনীতিবিদ আরো উল্লেখ করেছেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের শুরু থেকেই রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন। তিনিই প্রথম গ্রাম ও শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু গ্রামের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার রূপকল্প তৈরি করেছিলেন। তাঁরই রূপকল্প বাস্তবায়িত করছে বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা তাঁরই গড়ে তোলা দল আওয়ামী লীগ সরকার। ফলে দেশের কৃষকরা এখন অধিক ফসল উৎপন্ন করছেন। এতে তাঁরা নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছেন। সেই সঙ্গে দেশের নৈতিক উন্নয়নেও ব্যাপক অবদান রাখছেন'।

উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বঙ্গবন্ধু গড়তে চেয়েছিলেন সুস্থ-সবল, জ্ঞান-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদ বৈষম্যহীন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের উন্নত

কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে উদ্বুদ্ধকরণের ফলে গ্রামে-গঞ্জে হারভেস্টার দিয়ে ফসল কাটা শুরু হয়েছে

এক বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁরই উদ্ভাবিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়নের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে, যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী, যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত, যে বাংলাদেশে মানবমুক্তি নিশ্চিত হবে, যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে মানুষের সুযোগের সমতা, যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-শোষণমুক্ত-বৈষম্যমুক্ত-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক দেশ। বঙ্গবন্ধু নির্যাতিত-শোষিত-হতদরিদ্র-মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন, যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায়। বঙ্গবন্ধু তাঁর পুরোটা জীবন ব্যয় করে গেছেন বাঙালির উন্নয়নে। তিনি বাঙালির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির উন্নয়নের কথা ভাবতেন সব সময়। তাঁর চিন্তাভাবনায় সারাক্ষণ একটা জিনিসই কাজ করত–কীভাবে এদেশের মানুষ বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। আর সেই লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের পর সোনার বাংলা গড়তে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

দুই

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাত দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতি ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তিনি দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মৌলবাদী শক্তির বিস্তার ও তারা কীভাবে তাদের অর্থনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফুলেফেঁপে উঠেছে। মৌলবাদের অর্থনীতিতে তিনি পরিষ্কারভাবে সেসব চিত্র তুলে ধরেছেন। সম্প্রতি তিনি এক গবেষণায় বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আজ অর্থনীতিতে আধুনিক মালয়েশিয়াকেও ছাড়িয়ে যেত। তিনি তার গবেষণায় বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশের তথ্যগত বিশ্লেষণ করেছেন অর্থনৈতিক চলক ও অনুমিতির সমন্বয়ে। বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক সেই চিত্রও তুলে ধরেছেন। এই অর্থনীতিবিদ বলেছেন, আজকের বাংলাদেশের জিডিপি ৮,৮৫৫ কোটি ডলার আর মালয়েশিয়ার বর্তমান জিডিপি ১৫,৪২৬ কোটি ডলার। তাত্ত্বিক ঐ লেখ চিত্রে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ-এর জিডিপি হওয়ার কথা ছিল ৪২,১৫৮ কোটি ডলার যা মালয়েশিয়ারও বহুগুণ ওপরে অবস্থান করছে। বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে আমরা কী হারালাম, অর্থনৈতিক তথ্য প্রমাণেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত আবুল বারাকাতের গবেষণা অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বঙ্গবন্ধুহীন এই বাংলাদেশের তুলনায় আমাদের জিডিপি প্রায় ৫ গুণ বেশি হতো। মাথাপিছু আয়েও আমাদের মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করার কথা ছিল, যা হওয়ার কথা ছিল প্রায় ৬০৬১ ডলার আর মালয়েশিয়ায় বর্তমানে ৫৩৩৪ ডলার। মূল চলকসমূহের নিরিখে 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশ আজকের মালয়েশিয়াকে শুধু অতিক্রমই করত তাই-ই নয়, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের সমতাভিমুখী বৈশিষ্ট্যের কারণে তা হতো প্রগতিশীল বৈষম্য হ্রাসকারী এক অনন্য উদাহরণ।

তিন

স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর বাংলাদেশ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? উন্নয়ন আর সাফল্যে বাংলাদেশ কি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে ?

দীর্ঘ একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়ে সকল ষড়যন্ত্র ও প্রতিবন্ধকতাকে পাশ কাটিয়ে পিতার দেখানো পথে বাংলাদেশকে উন্নয়ন আর সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে থাকেন। যার অব্যাহত গতি এখনো প্রবহমান। ১৯৯৬ থেকে ২০০১, ২০০৮ থেকে ২০১৩ এবং এরপর ২০১৪ সালে তৃতীয়বারের মতো দেশ পরিচালনায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথকে অনুসরণ করে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়। বাংলাদেশ আজ শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক দুঃসহ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে নিয়ে যাচ্ছেন। সকল সেক্টরে, সকল সূচকে দেশের অগ্রগতির চাকা ছুটে চলেছে অভীষ্ট লক্ষ্যে। সেই অভীষ্ট লক্ষ্যের উৎস বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

সরকার প্রধানের কালপঞ্জি

সুলতানা বেগম

[জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬]

সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে তিনি সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে গঠনমূলক ও দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন। এ সকল ভাষণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। সরকারের ভাবমর্যাদা ও ইতিবাচক ইমেজ তৈরিতে রেখেছে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। ২০১৬ সালে সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

• প্রধানমন্ত্রী ১ জানুয়ারি ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৬'-এর উদ্‌বোধন করেন এবং পণ্য বহুমুখীকরণ, পণ্যের মনোন্নয়ন, নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি এবং সেগুলো বাজারজাত করতে নতুন নতুন বাজার খোঁজার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ জানুয়ারি ২০১৬ শেরেবাংলা নগরে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন – পিআইডি

• প্রধানমন্ত্রী ৩ জানুয়ারি ২০১৬ গণভবনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ছাত্রবৃত্তি বিতরণ করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৬ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে কৃতী শিক্ষার্থীদের 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক প্রদান' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চ শিক্ষা কমিশনে রূপান্তর করার আশ্বাস দেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৭ জানুয়ারি ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার করেন।

• প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ জানুয়ারি ২০১৬ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক অনুষ্ঠানে বিমান বহরে 'মেঘদূত' ও 'ময়ূরপঙ্ক্ষী' নামে দুটি ফ্লাইটের সংযোজন উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে গ্রহীতা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম'-এর উদ্‌বোধন করেন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ রাজধানীর একটি হোটেলে দুদিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পলিসি সামিট ২০১৬'-এর উদ্‌বোধন করেন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অংশীদার হতে বিশ্বের বড়ো বড়ো বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ বঙ্গভবনে 'ভাটিশার্দূল মোঃ আবদুল হামিদ প্রামাণ্য গ্রন্থ'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ চট্টগ্রামে দেশের প্রথম বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র উদ্‌বোধন করেন এবং সকল খাতে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে যথাসময়ে কর পরিশোধ করার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ রাজধানীর একটি হোটেলে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন' বিষয়ক দক্ষিণ এশীয় স্পিকারদের শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং স্পিকারদের 'ঢাকা ঘোষণা' গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র উদ্‌বোধন করেন এবং তৃণমূলের গণমানুষের জীবন ও সংগ্রাম দেশের কবি-লেখকদের সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি দেশের সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে মনোযোগী হওয়ার অনুরোধ জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ৪ ফেব্রুয়ারি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬'–এর উদ্‌বোধন করেন এবং শিক্ষার্থীরা যাতে জঙ্গিবাদের মতো বিভ্রান্তির পথে না যায় সেজন্য শিক্ষক-অভিভাবকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ফেলোশিপ ও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং বিজ্ঞান ও গবেষকদের মাঝে বিশেষ অবদানের চেক বিতরণ করেন এবং 'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ'কে ট্রাস্টে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।

• প্রধানমন্ত্রী ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণের মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল সংস্করণের উদ্‌বোধন করেন এবং কোমলমতি শিশুদের চাপ না দিয়ে তাদের পড়াশুনায় আগ্রহী করে তোলার পরামর্শ দেন।

• প্রধানমন্ত্রী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'একুশে পদক প্রদান' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সচেতন হওয়ার ও একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বিকৃতি রোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বেইলি রোডে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নবনির্মিত ভবন উদ্‌বোধন করেন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ১০ মার্চ ২০১৬ কক্সবাজার জেলার রামু সেনানিবাসে নবগঠিত

পদাতিক ডিভিশনের দ্বিতীয় পদাতিক ব্রিগেডসহ ৭টি ইউনিটের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্হুমকি মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১৬ মার্চ ২০১৬ খামারবাড়িস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতির ৪৩তম বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন।

• প্রধানমন্ত্রী ১৭ মার্চ ২০১৬ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিশু সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন এবং শিশুদেরকে জাতির পিতার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ জুন ২০১৬ সৌদি আরবের জেদ্দায় আল সালাম প্যালেসে সেদেশের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সউদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন – পিআইডি

• নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে কৌশলী পদচারণার স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সাময়িকী *ফরচুন*-এর করা বিশ্বের শীর্ষ ৫০ নেতার তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশম স্থানে রয়েছেন। ২৪ মার্চ ২০১৬ 'ওয়ার্ল্ড গ্রেটেস্ট লিডার' শিরোনামে এ তথ্য জানানো হয়।

• প্রধানমন্ত্রী ২৬ মার্চ ২০১৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকেট, ১০ টাকা মূল্যমানের উদ্‌বোধনী খাম এবং ৫ টাকা মূল্যমানের ডাটা কার্ড অবমুক্ত করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৩১ মার্চ ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬০তম ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং জনগণের আস্থা অর্জন করতে ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নবনিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৬ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ' শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ভবন' নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৭ এপ্রিল ২০১৬ সোনারগাঁও হোটেলে সার্ক কৃষিমন্ত্রীদের তৃতীয় সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দক্ষিণ এশিয়া গড়তে সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১০ এপ্রিল ২০১৬ কেরানিগঞ্জে নবনির্মিত 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার'–এর উদ্‌বোধন করেন এবং কারাগারকে সংশোধনাগারে পরিণত করার নির্দেশ দেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৩০ এপ্রিল গোপালগঞ্জে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর উদ্‌বোধন করেন এবং শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনসহ আরো কয়েকটি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৩ মে ২০১৬ একনেক বৈঠকে পদ্মা সেতু রেল সংযোগসহ মোট ৯টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৮ মে ২০১৬ বেইলি রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এর ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ১১ মে ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৪' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং চলচ্চিত্রকে সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে নির্মাতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১ জুন ২০১৬ হোটেল সোনারগাঁও-এ 'ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর বাংলাদেশ' শিরোনামে আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্‌বোধন করেন এবং ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধ হতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৩ জুন ২০১৬ সৌদি আরব যান এবং সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশ বৃহত্তর কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

• প্রধানমন্ত্রী ২৫ জুন ২০১৬ গণভবনে এক অনুষ্ঠানে ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ১০টি বাস হস্তান্তর করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ২৫ জুন ২০১৬ কমলাপুর রেলস্টেশনে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেন'-এর উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ২৬ জুন ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সুইচ চেপে 'মেট্রোরেল বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট' নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ১৪ জুলাই ২০১৬ দুদিনব্যাপী ১১তম এশিয়া-ইউরোপ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মঙ্গোলিয়া যান। সম্মেলনে ভাষণকালে সব দেশ ও সমাজের মাঝে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নিরাপদ যোগাযোগের ব্যবস্থাকে কৌশলগত সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

• প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৮ জুলাই ২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে শূন্য পদে প্রায় ১০ হাজার সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের কোটা শিথিলের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।

• ২২ জুলাই ২০১৬ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বেনাপোল-পেট্রাপোল সমন্বিত চেকপোস্টের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

• প্রধানমন্ত্রী ১১ আগস্ট ২০১৬ খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ওলামা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে আরো সোচ্চার হতে আলেমদের প্রতি আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১৩ আগস্ট ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমসহ ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ১৩ আগস্ট ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৬টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও ফাইল আদান-প্রদানে দেশীয় মেসেজিং অ্যাপ 'আলাপন'-এর উদবোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ চিলমারীর থানাহাট এইউ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন এবং বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৮ সেপ্টেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৬ '-এর উদ্‌বোধন করেন এবং দেশকে শতভাগ নিরক্ষরমুক্ত করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত 'ফিফথ গ্লোবাল ফান্ড (জিএফ) রিপ্লেনিসমেন্ট কনফারেন্স'–এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

করেন এবং বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক ৩টি ব্যাধি–এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে একত্রে কাজ করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং অভিবাসী ও শরণার্থীদের সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্বকে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং মানবতার স্বার্থে বিশ্ব থেকে সংঘাত দূর করে শান্তির পথে এগিয়ে যেতে এক মঞ্চে উপনীত হতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য নিউইয়র্কে ইউএন ওমেন ও গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম প্রধানমন্ত্রীকে 'প্লানেট ফিফটি-ফিফটি চ্যাম্পিয়ন'-এর স্বীকৃতি দেয় এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

• প্রধানমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত উন্নতমানের জাতীয় পরিচয়পত্র 'স্মার্ট কার্ড' বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১০ অক্টোবর ২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান যাচাইয়ে 'বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৬'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

• প্রধানমন্ত্রী ১৩ অক্টোবর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৬' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং যে–কোনো দুর্যোগ সাহসের সাথে মোকাবিলা করার আহ্বান জানান।

• চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ১৪ অক্টোবর ২০১৬ রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শি জিনপিং এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকে ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

• প্রধানমন্ত্রী ভারতের গোয়ায় ১৬ অক্টোবর ২০১৬ ব্রিকস-বিমসটেক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তিনি টেকসই উন্নয়ন, শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ব্রিকস এবং বিমসটেক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ২০ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে 'বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কমপ্লেক্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষায় '১০৯৮' হেল্পলাইন, মংলায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন শস্য ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো এবং মংলা-ঘষিয়াখালী নৌ-চ্যানেল ও এর ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ১১ আগস্ট ২০১৬ 'ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এবং আমাদের করণীয়' শীর্ষক ওলামা সম্মেলনে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী মানবকল্যাণে 'শান্তির ফতোয়া'র একটি কপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন – পিআইডি

• প্রধানমন্ত্রী ৫ নভেম্বর ২০১৬ নাজিমুদ্দিন রোডের সাবেক কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে 'বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর' এবং 'জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর' পরিদর্শন করেন।

• প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৭ নভেম্বর ২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৬', ৬৪ উপজেলায় 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের প্রস্তাব', 'পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০১৬'- এর খসড়া ও 'জাতীয় জৈব কৃষিনীতি ২০১৬'-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

• প্রধানমন্ত্রী ১২ নভেম্বর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং দেশবাসীকে উন্নয়নের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১৪ নভেম্বর ২০১৬ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মরক্কো যান। ১৫ নভেম্বর মারাকাসে জলবায়ু সম্মেলনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যুদ্ধে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১৯ নভেম্বর ২০১৬ হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে 'অ্যাসোসিয়েশন অব থোরাসিক অ্যান্ড কার্ডিওভাসকুলার সার্জনস অব এশিয়া'র ২৬তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে তিনি রোগীকে পরিবারের সদস্য মনে করতে চিকিৎসকদের প্রতি নির্দেশ দেন এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরো দুটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

• প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৪ নভেম্বর ২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স ২১ ও মেয়ের বয়স ১৮ নির্ধারণ করে 'বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৬' -এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

• প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণসহ মোট ১২ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

• প্রধানমন্ত্রী ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে 'জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৬'- এর উদ্‌বোধন করেন এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষের মাঝে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

• প্রধানমন্ত্রী ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'নবম ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন এবং অভিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'ঢাকা সামিট অন স্কিলস, এমপ্লয়াবিলিটি অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক ২০১৬'–এর উদ্‌বোধন করেন এবং সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে দেশি-বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

• প্রধানমন্ত্রী ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে আয়োজিত 'নিউ ইকোনমিক থিংকিং: বাংলাদেশ ২০৩০ অ্যান্ড বিয়ন্ড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন 'ডটবাংলা' এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৬ ঘণ্টা সম্প্রচারের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন।

• প্রধানমন্ত্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ গণভবন থেকে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

লেখক: সিনিয়র সাবএডিটর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

নিবন্ধ

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সাফল্য

আমজাদ হোসেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাশিয়া কিংবা চীন, জাপান সব পরাশক্তির কাছে এখন গুরুত্বপূর্ণ নাম বাংলাদেশ। বহির্বিশ্বে যা এক নামে পরিচিত উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে এগিয়ে চলা উন্নয়নের সেই অভিযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে ১৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশে আসেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষগুলো অনেক সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল। যে-কোনো কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগাও বাংলাদেশ, উন্নতির বাংলাদেশ'।

সন্ত্রাসবাদে জিরো টলারেন্স দেখানো বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদারে ২০১৬ সালের ৩০ আগস্ট ঢাকায় আসেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি। ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো মজবুত ভিত দিতে ১৪ অক্টোবর '১৬ আগমন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর। অবকাঠামোসহ সকল উন্নয়নে এ সময় স্বাক্ষরিত হয় ২১.৫ বিলিয়ন ডলারের ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক। চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক পায় এক নতুন উচ্চতা। জুনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফরের সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজে অ্যাবে ঘোষণা দেন ৬৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের।

পুরো বছরজুড়েই জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ২০১৬-১৮ তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের 'বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি)'র নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সকল সদস্য রাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে নির্বাচিত করে। এর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশ্বের আস্থা সুদৃঢ় হয়েছে।

জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট ইউনিয়নের' মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ফজলে করিম চৌধুরী। ১৬ জানুয়ারি জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট হাউজের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন দেশের সংসদ সদস্যের ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। তিনি ১৬৭ দেশের ৪৭ হাজার সংসদ সদস্যের আন্তর্জাতিক ফোরাম ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট ইউনিয়নের (আইপিইউ) ২ বছর মেয়াদকালে মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির সভাপতি পদের দায়িত্ব পালন করবেন, যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। ২১ সেপ্টেম্বর ডেল্টা কোয়ালিশনের সভাপতিত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করেছে নেদারল্যান্ডস। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্টারি ইউনিয়নসহ নানা ফোরামে নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশকে নির্বাচিত করেছে বিশ্ব সংস্থাগুলো।

বাংলাদেশের উদ্যোগে ফ্রেন্ডস অব মাইগ্রেশন গ্রুপের পথচলা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। ১৪ মে ২০১৬ জাতিসংঘে আয়োজিত এক সভার মাধ্যমে এর সূচনা হয়। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এই সভা আয়োজন করে। বেনিন, মেক্সিকো ও সুইডেন এ গ্রুপের অপর তিন কো-চেয়ার। বিশ্বের প্রায় সকল মহাদেশ থেকে ২২টি দেশ ইতোমধ্যে এই বন্ধু গ্রুপের সদস্য হয়েছে এবং প্রতিদিনই নতুন রাষ্ট্র এই গ্রুপে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করছে। এ গ্রুপের মূল লক্ষ্য হচ্ছে–টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে প্রদত্ত বৈশ্বিক নির্দেশনার আলোকে নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল বহির্গমন কার্যকর করার মাধ্যমে মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করা। ডিসেম্বরে সফলভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক অভিবাসী সম্মেলন।

এক সময়ের ডিজাস্টার ভিকটিম বাংলাদেশ এখন ডিজাস্টার ম্যানেজার। অক্টোবরে বাংলাদেশের উদ্যোগে নিউইয়র্কের জাতিসংঘে উদ্‌যাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। থাইল্যান্ডে মে মাসে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর জন্য ইউএন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনে গৃহীত হয়েছে বাংলাদেশ রেজুলেশন।

এক পোশাক খাত দিয়েই বিশ্ব জয় করেছে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্রান্ড। বিশ্বে পোশাক খাতে দ্বিতীয় জোগানদাতা এখন বাংলাদেশ। শ্রমিকের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ ও কর্মস্থলের পরিবেশ উন্নয়ন প্রশংসিত হয়েছে বিশ্ব মহলে। বাংলাদেশের উদীয়মান তৈরি পোশাক শিল্প অচিরেই বিশ্বের শীর্ষস্থান দখল করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থার (UNCTAD) মহাসচিব Dr. Mukhisa Kituyi। ২০ জুলাই নাইরোবির কেনিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শিল্প খাতে

২৭ মে ২০১৬ জাপানের নাগোয়ায় জি-৭ আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা – পিআইডি

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য চারটি আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বের অন্য দেশের জন্য রোল মডেল হতে পারে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো শ্রমবাজার সৌদি আরব শ্রমিক নিয়োগ বন্ধের স্থগিতাদেশ তুলে নিয়েছে আগস্টে। শ্রমবাজার প্রসারিত হয়েছে কাতার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ ইউরোপের দেশগুলোতে। ভিসা ছাড়াই ভ্রমণে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। আঞ্চলিক বাণিজ্য সহজীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে চালু হয়েছে বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল (বিবিআইএন) মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন বন্দর–কলকাতা, হলদিয়া, বিশাখাপত্তম, কাকিন্দা, কৃষ্ণপত্তম প্রভৃতির সাথে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পায়রা ও পানগাঁওসহ কয়েকটি বন্দরের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সরাসরি পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে ১৫ মার্চ। আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ায় ১৫ মার্চ খোলা হয়েছে আবাসিক দূতাবাস। সরকারের বলিষ্ঠ কূটনীতির কারণে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী হচ্ছে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো।

দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে সফলতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ। মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এইউস বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন-আইক্যাপ। বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়ে থাইল্যান্ডে ৩০ মে থেকে ১ জুন আয়োজন করা হয় ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো। এর ফলে বাংলাদেশের তৈরি ওষুধ, সিরামিক, তৈরি পোশাক, পাটজাত পণ্য, ফার্নিচার, চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য থাইল্যান্ডের বাজারেও স্থান করে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুষ্ঠান আয়োজনে সফলতার জন্য প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের পর্যটন বিষয়ক সংগঠন ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন-ইউএনডব্লিউবিটিও, ইসলামিক কনফারেন্স-ওআইসি, এশীয় কো-অপারেশন ডায়ালগ-এসিডির পরবর্তী সম্মেলন আয়োজনের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ।

বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা। বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ এলাকায় দক্ষতার সাথে সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা দিচ্ছে বাংলাদেশ। পাঠিয়েছে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী। অসাধারণ পেশাদারিত্বের কারণে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে জানুয়ারিতে আরো ৮৫০ জন শান্তিরক্ষী চেয়েছে জাতিসংঘ। সাইপ্রাসে শান্তিরক্ষা মিশনে প্রধানের পদও পেয়েছে বাংলাদেশ।

জেন্ডার সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা জাতিসংঘের কনভেনশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন (সিএসডব্লিউ) –এর ৬০তম সভায় প্রশংসিত হয়েছে। লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের বিশ্বসভায় এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড এবং জাতিসংঘ উইমেন কর্তৃক প্লানেট- ফিফটি-ফিফটি চ্যাম্পিয়ন স্বীকৃতি পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘের ৭১তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে মাতৃভাষাকে আবার বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন তিনি।

ডিজিটাল বিশ্বের পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সজীব ওয়াজেদকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। একই বছরে আইসিটি বিভাগ অর্জন করেছে ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬।

বাংলাদেশে অটিজম আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের এই সভাপতি আগামী দুই বছরের জন্য ইউনেস্কো আমির জাবের আল আহমদ আল সাবাহ পুরস্কার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ২০১৬ সালের অক্টোবরে।

স্বাস্থ্য খাতে টিকাদান কর্মসূচি, পোলিও নির্মূল এবং ফাইলেরিয়া প্রতিরোধে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ পেয়েছে জাইকা প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড। মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা- ডব্লিউএইচও। ৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংস্থার মহাপরিচালক ড. মার্গারেট চ্যান- এর কাছ থেকে এই সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে (বিনা) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'মোস্ট নোটেড রিসার্চ ইনস্টিটিউশন ইন আইডিবি লিস্ট ডেভেলপড মেম্বার কান্ট্রিস' ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিয়েছে।

বাংলাদেশের গর্বের জামদানি প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক-জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন পেয়েছে গেল বছরের নভেম্বরে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে। নরওয়ে, ফিনল্যান্ডের সঙ্গে বিশ্বের সেরা দশ সুখী দেশের তালিকায় প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ রয়েছে ৮ম অবস্থানে।

আমাদের লক্ষ্য- ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে যাওয়া এবং ক্ষুধামুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। আর সে লক্ষ্যেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার।

লেখক: প্রযোজক (বার্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন

মৃত্যুর পর একদিন

জসীম আল ফাহিম

শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে কয়েকদিনের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন জামান সাহেব। আজ তার ছুটি শেষ। যথারীতি তিনি অফিসে এসে হাজির হয়েছেন। অফিসে ঢোকার পথে গ্লাসডোরে তিনি আচমকা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লেন মেঝেতে। জামান সাহেব উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে অফিসের পিয়ন আজির আলী এসে দরজা খুলে দিল। জামান সাহেব গম্ভীর মুখে অফিসে ঢুকলেন।

জামান সাহেব আসনে এসে বসার পর পিয়ন আজির আলী বলল, স্যার আপনাকে চা দিই? জামান সাহেব কোনো কথা বললেন না, চুপচাপ বসে রইলেন। তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে এক কাপ চা, টোস্ট বিস্কুট আর এক গ্লাস পানি এনে রাখল জামান সাহেবের টেবিলে।

কিছু সময় পর সে এসে দেখল, চা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। টোস্টও খাওয়া হয়নি। জামান সাহেব ওসব ছুঁয়েও দেখেননি। আজির আলী বলল, স্যার চা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। জবাবে জামান সাহেব কোনো কথা বললেন না। শুধু বিরক্তি ভরা চোখে আজিরের দিকে কিছু সময় অপলক তাকিয়ে রইলেন। তারপর কাজে মনোনিবেশ করলেন তিনি। পিয়ন ট্রেতে ভরে চা-টোস্ট সরিয়ে নিয়ে গেল।

আজির আলী এবার ফরিদ সাহেবকে চা দিতে গেল। ফরিদ সাহেবও এই অফিসের একজন অফিসার। আজির আলী বলল, জামান স্যারকে চা দিয়েছিলাম স্যার। উনি চা খাননি। উনার নাকি আজ খুব শরীর খারাপ।

শুনে ফরিদ সাহেব চমকে উঠে বললেন, শরীর খারাপ! বলো কী? শরীর খারাপ তাহলে অফিসে এলেন কেন? দুদিন ছুটি বাড়িয়ে নিলেই তো পারতেন। আজির আলী বলল, তা আমি জানি না স্যার। ফরিদ সাহেব বললেন, ঠিক আছে। তুমি এখন যাও।

তার কিছু সময় পর অফিসের বড়ো বস সৈয়দ রহমত আলী সাহেব অফিসে ঢুকলেন। বড়ো বসের আগমনে সকলেই উঠে দাঁড়ালেন এবং সালাম দিলেন। ব্যতিক্রম শুধু জামান সাহেব। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। উঠে দাঁড়ালেন না, সালামও দিলেন না। বিষয়টি সৈয়দ রহমত আলী সাহেব খেয়াল করলেন।

সৈয়দ রহমত আলী সাহেব নিজ চেম্বারে ঢুকে চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসে কিছু একটা ভাবলেন। পরে আজির আলীকে বললেন, জামান সাহেবকে আমার সালাম দাও।

পরক্ষণে আজির এসে জামান সাহেবকে বলল, বড়ো স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন, স্যার। পিয়নের কথা শুনে এবারো জামান সাহেবের কোনো ভাবান্তর ঘটল না। তিনি যেমন ছিলেন তেমনি বসে ফাইলপত্র দেখতে লাগলেন।

আজির আলী এসে সৈয়দ রহমত আলী সাহেবকে বলল, স্যার জামান স্যারকে আপনার কথা বলেছি, আসবে বলেছে। বলে সে তার কাজে চলে গেল।

পিয়নটির কথা শুনে সৈয়দ রহমত আলী সাহেব মিটিমিটি হাসলেন। কারণ তিনি সবই শুনেছেন। বুঝলেন, জামান সাহেব আসবেন না। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে তার। কী সমস্যা জানা দরকার।

জামান সাহেব এই অফিসের একজন সৎ গুরুত্বপূর্ণ অফিসার। পারতপক্ষে তিনি কখনো অফিস কামাই করেন না। ভেবে সৈয়দ রহমত আলী সাহেব নিজেই উঠে এসে জামান সাহেবের কাছে গেলেন। বড়ো বস সামনে দাঁড়ানো, অথচ জামান সাহেব এবারো সালাম দিলেন না, উঠে দাঁড়ালেনও না। ভাবটা এমন যেন তিনি তাকে দেখেনইনি।

জামান সাহেবের কাণ্ড দেখে সৈয়দ রহমত আলী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, জামান সাহেব! কী হয়েছে? কোনো অসুবিধা? সমস্যা থাকলে আমাকে বলুন। কিন্তু বড়ো বসের কথার কোনো জবাব দিলেন না জামান সাহেব। আগের মতোই তিনি ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন। জামান সাহেবের এহেন ব্যবহারে সৈয়দ রহমত আলী সাহেব খুবই বিস্মিত হলেন। চিন্তিত মনে তিনি নিজ আসনে ফিরে গেলেন।

একটু পর সৈয়দ রহমত আলী সাহেব, ফরিদ সাহেব এবং মাহফুজ সাহেবকে তার রুমে ডাকলেন। মাহফুজ সাহেবও এই অফিসের অফিসার। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, জামান সাহেবের সমস্যাটা কী আপনারা কিছু জানেন?

তারা দুজন সমস্বরে বললেন, পিয়ন আজির আলীর কাছে সামান্য শুনেছি স্যার।

রহমত আলী সাহেব জানতে চাইলেন, কী শুনেছেন?

জবাবে তারা যা শুনেছেন বললেন।

শুনে রহমত আলী সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আজিরের কথার কোনো ভিত্তি নেই। সে কথাবার্তা বাড়িয়ে বলে। আপনারা দুজন উনার কাছে একবার যান এবং আলাপ করে দেখুন। তার কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে জানাবেন।

সৈয়দ রহমত আলী সাহেবের কথামতো অফিসার দুজন জামান সাহেবের কাছে গেলেন। এটা-ওটা অনেক কথাই তারা জিজ্ঞেস করলেন। জামান সাহেবের ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা আছে কি–না তাও জানতে চাইলেন। কিন্তু জামান সাহেব কোনো কথারই জবাব দিলেন না। তাদের দিকে মুখ ফিরে একবার তাকালেনও না। আগের মতোই ফাইলের মধ্যে নিবিষ্টভাবে ডুবে থাকলেন।

পরদিন জামান সাহেব অফিসে আসলেন না। তিনি অফিসে না আসায় সহকর্মীরা ধরে নিলেন তার অসুখটা হয়ত বেড়েছে। এভাবে পর পর তিনদিন যখন তিনি অফিসে অনুপস্থিত থাকলেন, সৈয়দ রহমত আলী সাহেব কিছুটা অবাকই হলেন। তিনি তার স্টাফদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, জামান সাহেব সম্পর্কে আপনারা কেউ কিছু জানেন? সবাই চুপ করে রইলেন। কেউ কিছু বলতে পারলেন না।

রহমত আলী সাহেব বললেন, আমি বুঝতে পারছি আপনারা ঠিক আমার মতোই জামান সাহেব সম্পর্কে কোনোকিছুই জানেন না। তিনি বললেন, ফরিদ সাহেব এবং মাহফুজ সাহেব আজ অফিস ছুটির পর জামান সাহেবের বাড়ি যাবেন। তার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিয়ে আসবেন। দীর্ঘদিন একসাথে আমরা কাজ করেছি। এতদিনে একই পরিবারের সদস্য হয়ে গেছি। তার কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আমাদেরও সমস্যা। তাই আগে খবর নিন। সমস্যাটা আসলে কোথায়?

বিকেলে অফিসার দুজন জামান সাহেবের বাড়ি গেলেন। জামান সাহেবের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা উনাদের পরিচয় পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তাদের এমন কান্না দেখে অফিসার দুজন কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ফরিদ সাহেব বললেন, কী হয়েছে আপনাদের? এমন করে কাঁদছেন কেন? জামান সাহেব কোথায়?

জামান সাহেবের স্ত্রী কোনোরকমে কান্না সামলিয়ে বললেন, ভাই উনি তো বেঁচে নেই। ভাবছিলাম আপনাদের কাছে খবরটা পাঠাব। তিনি সাতদিন আগে মারা গেছেন।

জামান সাহেবের স্ত্রীর কথা শুনে ফরিদ সাহেব এবং মাহফুজ সাহেবের তো রীতিমতো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। ফরিদ সাহেবের মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে মাহফুজ সাহেব বললেন, ও মাই গড! এটা কী করে সম্ভব! জামান সাহেব সাতদিন আগে মারা গিয়ে থাকলে তিনদিন আগে অফিস করল কে?

লেখক: কথাসাহিত্যিক, সিলেট

ধারাবাহিক উপন্যাস-৬

ভ্রষ্ট বিলাস

সাগরিকা নাসরিন

শুরুতেই ভাড়াটিয়া পছন্দ হয়নি শেকাবুর সাহেবের। মল্লিক সাহেবের কথায় রাজি হয়েছিলেন। এযাবৎ মল্লিক সাহেবের কথায় যত কাজ তিনি করেছেন, খুব কমই সফল হয়েছেন।

নতুন ভাড়াটেদের বাসায় গানবাজনা হয়। ভাড়া নেওয়ার সময় বিষয়টি স্পষ্ট করা উচিত ছিল। এখন নাকি তারা গানবাজনা ছাড়তে পারবে না। এসব কাণ্ড পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে ভরপুর। পাড়ায় পাড়ায় গানবাজনার দোকান। ঘরে ঘরে নৃত্য-গীত–বাজনা। তাই বলে তার বাসায়! আলহাজ শেকাবুর রহমান সাহেবের বাসায় নাজায়েজি কাজ।

বিষম বিপদ। ভাড়াটে ভদ্রলোক ব্যাংকার। স্ত্রী হাউজওয়াইফ। সাজগোজ করা ছাড়া কোনো কাজ নেই তার। কেবল ছেলেমেয়ে দুটো নিয়ে গানবাজনা করে বেড়ান। আর সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ান। এসব দেখে মালার মনে কী প্রতিক্রিয়া হয় কে জানে। কদিন পরে না আবার বলে বসে, আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিন না।

ব্যাংকার ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালেন শেকাবুর সাহেব। রাত নটা-দশটার আগে তাকে বাসায় পাওয়া যায় না। তাই ভোর সকালে এলেন তিনি। সব শুনে বললেন, আমরাতো চুরি-ডাকাতি করছি না। স্বাধীন দেশে গান গাওয়া যাবে না, এটা কেমন কথা!

–দেখুন আমি দিনদার মানুষ। মসজিদ কমিটির সহসভাপতি। আমার বাসায় যদি...। বেদিনদার কাজ...।

–বেদিনদার কাজ! গান গাওয়া এতই খারাপ। তাহলে পাখিরা গান গায় কেন।

–এসব বাজে কথা বলার সময় আমার নেই। আমার সাচ্চা কথা, গানবাজনা আমার বাসায় চলবে না।

–এটা বাসা ভাড়া দেওয়ার সময় আপনার বলা উচিত ছিল। আমি একজন সার্ভিস হোল্ডার। তাও আবার ব্যাংকার, দুদিন পর পর বাসা খোঁজা আমার পক্ষে সম্ভব না।

ভদ্রলোক চলে যাবার পরে মল্লিক সাহেবকে কয়েক চোট ঝাড়লেন শেকাবুর সাহেব। কিছুক্ষণ নীরব থেকে মল্লিক সাহেব বললেন, সব নেগেটিভ-এর মধ্যে কিন্তু কিছু পজিটিভ থাকে। আমরা নেগেটিভ নিয়া পইরা থাকি। পজিটিভ খুঁজি না। বি পজিটিভ ভাইজান।

–রাখো তোমার পজিটিভ।

–ভাইজান একটু পজিটিভ হন। আপনার না রাইতের থাইকা শরীর খারাপ। সংগীত শরীরের জন্য খুবই ভালো।

–সংগীত কি মানুষ খায় যে, শরীর ভালো থাকবো?

–শরীরে সংগীত খায় না ঠিকই। তয় মনের খাদ্য কিন্তু সংগীত। শরীর ঠিক রাখতে আগে মন ঠিক রাখা দরকার। আপনে যদি গান ভালোবাসতে পারেন, ভাইজান... আপনের শরীরে কোনো রোগ থাকবো না।

উঁচু, লম্বা মানুষ মল্লিক সাহেব। গেঞ্জি কাপড়ের লম্বা হাতাওয়ালা চেক শার্টে তার ভুঁড়িটা উঁচিয়ে আছে। দুবোতামের মাঝখানে সাদা গেঞ্জি উঁকি দিচ্ছে। মোটা গোঁফওয়ালা কালো চেহারার মানুষটিকে হঠাৎ দৈত্যের মতো লাগছে শেকাবুর সাহেবের কাছে। এই লোকটা যদি তার অনেক গোপনীয় কর্মের সাক্ষী না হতো, তাহলে হয়তো বাসা থেকে বের করে দিতেন এতক্ষণে।

সোফার এক প্রান্তে বসা ছিলেন মল্লিক সাহেব। শেকাবুর সাহেবের আরো একটু কাছে সরে এলেন তিনি।

–ভাইজান, যা বলি মন দিয়া শোনেন...। আপনেরে চিনি বইলা বলতেছি, সকাল বেলা পাঁচতলা ফ্ল্যাট থাইকা যখন সংগীতের সুর ভাইসা আসে, আমার মনটা যে কী উদাস হয়, কী বলব আপনেরে।

–তোমার মাথা খারাপ হইছে মল্লিক?

–কী যে বলেন ভাইজান। সুর যে ভালোবাসে না, সে তো মানুষ খুন করতে পারে।

–আমারে তুমি খুনি বলতেছ?

–না ভাইজান, আপনেরে খুনি বলতেছি না। খালি একটা অনুরোধ করতেছি, গানবাজনার দোহাই দিয়া ভাড়াইট্যা খেদাইয়েন না। বাড়িওয়ালাগো কিন্তু বদনামের শ্যাষ নাই।

–ভাড়াইট্যাগো বদনাম নাই মনে করছ?

–আছে। তয় শোনেন, সাধারণ পাবলিক সেন্টিমেন্ট কিন্তু বাড়িওয়ালাগো পক্ষে না। বাড়ি ভাড়া দিয়া তারা নাকি সবার মাথা কিন্যা ফালায়। প্রজা মনে করে। ইচ্ছামতো ভাড়া বাড়ায়। ভাড়াইট্যা পালটায়।

–শোন আমার শরীরডা ভালো লাগতেছে না। এত কথা কওনের সময় নাই। ব্যাংকে যাওয়া লাগবো। সাজিদরে যেন কোথায় পাঠাইলাম।

–ওষুধ কিনতে।

–ব্যথাটা কেন যেন চিনচিন করতেছে বুকে। ভালো লাগতেছে না।

–ডাক্তারের কাছে যাবেন?

–না ব্যাংকে যাওয়া জরুরি। সকালবেলা ব্যাংকারের লগে কাইজ্যা। মেজাজটা ভালো নাই।

–শোনেন। এসবের মধ্যে আর যাইয়েন না। গানবাজনারে ভালোবাসতে শুরু করেন। আর একান্তই যদি না পারেন, ওনাগোরে অন্য কোনো কারণ দেখাইয়া তুইলা দিয়েন।

মল্লিকের পরামর্শ পছন্দ হলো শেষ পর্যন্ত। সচরাচর কী করে যেন মল্লিকের পরামর্শই টিকে যায়। বিয়ের বেলায়ও তাই হলো। অনেক মেয়ে দেখা হলো। মালাকে দেখেই মল্লিক সাহেব বললেন, আর দেখার দরকার নাই। খালি মেয়ে রাজি কি-না খোঁজ লন।

মেয়ে এতিমেরও এতিম। নিঃস্ব রিক্ত। একজন অভিভাবক দরকার। রাজি না হয়ে উপায় নেই। মালাকে বিয়ের পর মল্লিক সাহেবের উপরে বিশ্বাস একটু বেড়েছে। তবে তার উপর মাঝে মাঝে রাগটাও কম বাড়ে না। বিভিন্ন অজুহাতে ধার নেয়। ফেরত দেওয়ার নাম করে না।

ইদানীং এক আচানক আবদারও যোগ হয়েছে নতুন করে। রূপগঞ্জের জমিটার ওয়াল করার পর থেকে জমির উপরে একটা এক রুমের ঘর করার পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছেন মল্লিক সাহেব। ঘরের সামনে থাকবে এক টুকরো দোকান। এতিমের মতো জমিটা পরে আছে। এক চিলতে জমি ছেড়ে দিলে কী এমন ক্ষতি শেকাবুর সাহেবের।

সাজিদের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। তার আচরণ রহস্যময়। কখন আসবে, কখন আসবে না– বোঝা মুশকিল। শেকাবুর সাহেবের কিছুই ভালো লাগছে না। সকালবেলাতেই ব্যাংকারের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত বাতচিত মনের মধ্যে দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাদ্য কণার মতো গেঁথে আছে, সরছে না। বেশি দেরি করলে ব্যাংকে ভিড় বেড়ে যেতে পারে। তড়িঘড়ি বাসা থেকে বের হলেন শেকাবুর সাহেব। তবুও ভিড় এড়ানো গেল না।

বাইরে থেকে গেইট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো রকমে ভেতরে ঢুকে সোফায় বসলেন শেকাবুর সাহেব। তার মাথাটা ঘুরছে। হাত-পা কাঁপছে। কোনো ধকল নেওয়ার বয়স তার নেই। সোফাতেই হেলান দিয়ে পড়ে গেলেন তিনি। ভাগ্যিস আগেই বসেছিলেন। দাঁড়ানো অবস্থায় পড়ে যাওয়ার হ্যাপা অনেক। শেকাবুর সাহেবকে গাড়িতে তোলা হলো।

মল্লিক সাহেব রোগী নিয়ে বাসায় ফিরতে চাইলেন। ড্রাইভার জাফর রাজি হলো না। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না করিয়ে মনিবকে নিয়ে বাসায় ফিরবে, এতটা মুর্খ সে না। তর্ক হলো ভালো মতো। মল্লিক সাহেব পরাজিত হলেন। আর একটা কথাও বললেন না। ঘর করার অনুমতিটা না দেওয়ার পর থেকে শেকাবুর সাহেবকে সহ্য করতে পারছেন না তিনি। শেকাবুর সাহেব মরে গেলেও তার সমস্যা নেই।

প্রথম দৌড়াদৌড়ি যা করার, জাফরই করল সব। মল্লিক সাহেব ভিজিটরদের আরাম কেদারায় বসে এমনভাবে হা-হুতাশ করতে লাগলেন যেন শেকাবুর সাহেবের কিছু হলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তিনি হবেন।

শেকাবুর সাহেবের দুমেয়েকে খবর দেওয়া হলো না। বাবা মরে গেলেও তারা জানতে পাবে কি-না, কে জানে। সময়ের দূরত্বের কবলে পড়ে কাছের সম্পর্কও ফিকে হয়ে যায়। রানার মোবাইল বন্ধ। রাশেদ এল সবার শেষে। যখন শেকাবুর সাহেবকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে।

বড়ো ছেলের বউ পাপিয়া কষ্ট করে হলেও অনেকক্ষণ থেকে গেছে শ্বশুরের কাছে। তার আবার হাসপাতালের উৎকট গন্ধ সহ্য হয় না। গা গুলিয়ে ওঠে। মাথা ভোঁ ভোঁ করে। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে সে নিজেই চলে গেছে।

বাসায় ছোট্ট বাচ্চা রেখেও খেয়ার না থেকে উপায় নেই। মালা একা। তাকে ফেলে কোনোভাবেই যাওয়া যায় না। রাশেদের সাথে প্রায় দুমাস কথা বন্ধ খেয়ার। একটা মোবাইল ফোন চার্জে দিয়ে মল্লিক সাহেবকে সে ভিজিটরস রুমে বসিয়ে রেখেছে। এ মোবাইল সেটটা আগে কখনো দেখেনি খেয়া। তার ধারণা, মোবাইলে রাশেদের গোপন প্রেমিকা বিষয়ক অনেক তথ্য আছে। খেয়ার প্রখর দৃষ্টি মল্লিক সাহেবের দিকে। সে কোথাও সরলেই মোবাইলটা ওপেন করা যাবে। কিন্তু মল্লিক সাহেব খুব শক্ত মানুষ। ওয়াশ রুমে যাওয়ারও কোনো তাড়া নেই তার। প্রকৃতি বিমুখ হলে এমনই হয়। রাগ বাড়ছে খেয়ার। ভদ্রলোক মোটেই স্বাস্থ্য সচেতন না। পানি খায় না একেবারে। তা না হলে দীর্ঘক্ষণ কি মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে! খেয়া পানি কিনে এনে মল্লিক সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, পানি খান। পানির ঘাটতি হলে শরীর খারাপ করতে পারে।

বোতলের ছিপি খুলে এক ঢোক পানি খেয়ে বোতলটা সোফার উপরে শুইয়ে রেখে মল্লিক সাহেব বললেন, পানির যে পিয়াস লাগছিল, ট্যার পাই নাই। ভাইজানের টেনশনে এক্কেবারে সব আউলা-ঝাউলা।

খেয়া মনে মনে বলল, পানি খাওয়ার মতো টয়লেটে যাওয়াও কি ভুলে বসে আছে উজবুকটা! এমনভাবে সোফার সাথে সেঁটে বসে আছে যে, ক্রেন দিয়েও ওকে সোফা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তুলতে গেলে সোফা সমেত উঠে চলে আসবে।

রাশেদকে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই খেয়ার। এত সন্দেহ নিয়ে কী করে মানুষ বেঁচে থাকে, মালার মাথায় আসে না কিছুই। তার স্বামীর এনজিওগ্রাম করা হবে। শেকাবুর সাহেবের ধারণা, এনজিওগ্রামের টেবিল থেকে সে আর ফিরবে না। কথাটা বিরতিহীন সে মালাকে শুনিয়ে যাচ্ছে। মালা বাধা দিচ্ছে না। কথা বললে মন হালকা হয়। মনের যত গুমোট ভাব কেটে যায়। শেকাবুর সাহেবকে খুব সাহসী মানুষ বলে মনে হয় না মালার। এ ধরনের লোকেরা সামান্য একটা ইনজেকশন নিতেও ভয় পায়। কথাই এদের সম্বল। কথা দিয়ে এরা ভয় তাড়ায়।

শেকাবুর সাহেব বললেন, তোমার বয়স যেহেতু কম, আমি মরলেই বরং ভালো। বিয়েশাদি কইরা ফালাইবা। তোমার দূর সম্পর্কের এক মামাতো ভাইয়ের কথা শুনছিলাম। কলিম না সেলিম কী যেন নাম। সে নাকি তোমারে বিয়া করতে চাইছিল।

–এসব আপনেরে কে বলছে?

–আমি জানি। শোনো, জগতে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। আমার ধারণা, আমি যদি মইরা যাই, অনেকেরই ভালো হবে। জীবনটা খুব জটিল বিষয় মালা। মাঝে মাঝে আমার খুব মইরা যাইতে ইচ্ছা করে। আবার বাঁচতেও ইচ্ছা করে। মন যে কখন কোনটা চায়, বুঝি না। লালনের ঐ গানটা শোনো নাই, 'তোমার ঘরে বাস করে কারা তুমি জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা।' একটা মানুষের মধ্যে কতজন মানুষ বাস করে, সে নিজেও জানে না। চলবে...

ভালোবাসার আপন ঠিকানা

শাফিকুর রাহী

যার আগমনে পূর্ণতা পেয়েছিল বিজয়ী জাতির আত্মার উদ্যান
আকাশ সেদিন নুয়ে পড়েছিল– বাতাস শুনিয়েছিল গান
বীর বাঙালির চোখেমুখেও সেদিন ঝরেছিল আনন্দ-অশ্রু
মহা খুশির বানে আত্মহারা হয়েছিল দশদিগন্ত;
প্রকৃতিও আবেগের অশ্রুতে গিয়েছিল ভেসে।
দীর্ঘ কারাবাসের ঘোর আন্ধার ভেঙে বিজয়ী বীরের
নাক্ষত্রীয় পথচলায় তাবৎ বিশ্ববাসী জানিয়েছিল অভিনন্দন,
পরম শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় বাঙালির বিরল আত্মত্যাগের
গর্বিত গরিমায় দারুণ আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেছিল বিশ্ববিবেক।

হাজার বছরের নির্যাতন-নিপীড়নের মলিন অবয়বে
হাসির নক্ষত্র ফুটেছিল সেদিন বিধ্বস্ত নীলিমায়,
পৌষের হাড় কাঁপানো ঠান্ডার ভেতর দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর কেটে
যে মহামানবের আগমন বার্তায় নেচে উঠেছিল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা;
গণহত্যার শোকানলে স্তম্ভিত সমুদ্রের ঊর্মিমালা
লাখো প্রাণের আত্মদানে অর্জিত পবিত্র মানচিত্র।

তোমার প্রিয় কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের
শনের ভাঙা ডেরায় আনন্দের ঝর্ণাধারা বয়েছিল,
কী এক ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় মনের আয়নায় বার বার ভেসে উঠেছিল
যে মহৎপ্রাণ বীরের হাস্যোজ্জ্বল অপরাস্ত মনোমাঠে রোদেলা আসমান।
সম্ভ্রম হারানো লক্ষ লক্ষ মা-বোনের বুকভাঙা আহাজারিতে
মাবুদের আরশমালাও কেঁপে উঠেছিল
আপনহারার চোখের জমিনে সান্ত্বনার অবিস্মরণীয় বাণী
অনুরণিত হয়েছিল পরম ভালোবাসার আবেগীয় আবাহনে।

সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল সে কালপুরুষের ঘোষিত
মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরল ইতিহাস, অখণ্ড আকাশের আলোকবর্তিকা।
ধ্বংসপ্রায় বিরান লোকালয় তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে
স্বর্গীয় উদ্যানে পরিণত হয়েছিল স্বজনহারানো
সন্তাপের নির্মম দাহে ক্ষতবিক্ষত প্রিয় স্বর্ণভূমি।
অমাবস্যার ঘোর আন্ধার কেটে চন্দ্রালোকিত আকাশ জানান দিলো
রক্তাক্ত যুদ্ধের চির অবসান, সন্তানহারা মা ভুলেছিল
অনন্ত শোকের কষ্ট করুণ অমানবিক রক্তাক্ত আখ্যান।
পিতাহারা সন্তান জয়পতাকা হাতে আনন্দে নেচে উঠেছিল,
ভাই হারানো বোনের করুণ চোখের পাতায় অসংখ্য প্রজাপতি
ডানা নেড়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিল সে আনন্দ-বেদনার
দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের অমরগাথা আজও লেখা হয়নি।

তোমার অশ্রুসজল আবেগিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল
সর্বস্ব হারানো মানুষের মর্মজ্বালা, আর বাঙালি জাতির মহামানবের
অমর অদমনীয় কল্যাণীয় সুর বেজে উঠেছিল সমগ্র বিশ্ব লোকালয়ে
আর দুঃসহ দুর্গতির ভয়ানক আগ্রাসন অমানবিক নিপীড়নের
করাল থাবা থেকে মুক্তির বিজয়ী উল্লাসে কম্পিত হলো
পরম ভালোবাসার আপন ঠিকানা; প্রাণপ্রিয় বঙ্গজননী আমার,
আর লাখো কণ্ঠে প্রাণ খুলে গেয়ে উঠল–
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

মায়ের জন্য কবিতা

জুননু রাইন

একটি কবিতা লিখে দেব
এমন কথা মাকে আমি দিইনি
...যদি লিখতে না পারি
বলিনি আমাকেও এই ভয়ে।

সংকোচে মোড়ানো বিষয়টি
নিঃসংকোচে কাছে এলো
আর গেলোও না তার কোনো ঠিকানায়

একটি কবিতা লিখে দেব
এমন কথা মাকে আমি দিইনি তো কখনোই।

প্রজ্ঞায়ন

কানিজ পারিজাত

অন্ধকার ছায়াপথে লক্ষ-কোটি আলোকবর্ষ
অবশ থাকার পর ;
বিষণ্ন এক সন্ধ্যায় খানিক দ্রোহে ; খানিক মোহে
হঠাৎ দেখা
মঙ্গল আলোয় আলোকিত সে, জীর্ণ আমি
বিস্মিত হলাম !
এ যে ধূমকেতু -এ যে ইন্দ্রজাল ! ঘোর লেগে গেল !
অস্ফুটে জানতে চাইলাম, 'তুমি কে' ?
মৃদু অথচ গাঢ় স্বরে সে বলল, 'আমি
তোমার অন্তর্গত বোধ আমি তোমার প্রজ্ঞায়ন
অন্ধকার দূর হলো জাগরিত হলাম ;
স্বপ্নঘুমে আবিষ্ট আমি চোখ মেলে দেখি;
ফিরে চলেছে সে আপন পথে ধীর পায়ে;
এক অদ্ভুত আবির রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আমায় জানিয়ে গেল জীবন বড়ো সুন্দর!

উষ্ণায়নের স্পর্শে

ফখরুল করিম

মানুষের অগাধ বিশ্বাসে আঘাত করতে নেই
দ্বিধাহীন চিত্তে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দাও
দুই প্রান্তে দুটি মানুষের অলস মস্তিষ্ক পড়ে
হাহাকার আর বেদনার নিশান উড়িয়ে যাচ্ছে
দূরে কোথাও, যেখানে নেই কামনা-বাসনা!
অদ্ভুত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার কুঁড়েঘরে
বন্দি হয়ে হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে
তোমার আমার ভালোবাসার এক মিশ্র রসায়ন।
কখনো আবেগ আবার কখনো মায়ার বন্ধনে
কাতর স্বরে কেঁদে ওঠে বেদনার এক মরুভূমি
দূরে দাঁড়িয়ে নিজের অজান্তে আলতোভাবে
পরশ রেখে সারা শরীরে ছড়িয়ে দাও বিষবাষ্প।
একী যন্ত্রণার, না- একী বিবেকের তাড়নার ক্ষুধা
তবুও কেউ আসে, আমারই দৃঢ় উষ্ণায়নের স্পর্শে।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সশস্ত্রবাহিনী জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, জাতীয় দুর্যোগে সব সময় সশস্ত্রবাহিনী সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্ডন্যান্স সেন্টার অ্যান্ড স্কুল দক্ষ সেনা সদস্য গড়ে তুলছে। গোলাবারুদ ও বিস্ফোরকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অর্ডন্যান্স কোর জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

২৪ নভেম্বর রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অর্ডন্যান্স কোরের ষষ্ঠ পুনর্মিলনী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৪ নভেম্বর ২০১৬ অর্ডন্যান্স সেন্টার অ্যান্ড স্কুল রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের ৬ষ্ঠ আর্মি অর্ডন্যান্স কোরের কোর পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন –পিআইডি

জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করা প্রথম দেশ বাংলাদেশ

২৫ নভেম্বর ঢাকার পরিবেশ ও জলবায়ু শীর্ষক দক্ষিণ এশিয়া জুডিশিয়াল কনফারেন্সের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় যেসব দেশ প্রথম প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি এবং বাংলাদেশ নিজস্ব সম্পদ দিয়ে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠনকারী প্রথম দেশ। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশ ও বিশ্বকে রক্ষা করতে বিশ্ব নেতাদের কিওটো প্রটোকল ও প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বতন্ত্র পরিবেশ আদালত ও সাংবিধানিক প্রতিকার ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে সর্বোচ্চ আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

আকাশসীমাকে নিরাপদ এবং শত্রুমুক্ত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ ডিসেম্বর কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বঙ্গবন্ধু ঘাঁটিকে 'ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সদস্যদের নিজেদের দক্ষ ও আদর্শ সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলে দেশের আকাশসীমাকে নিরাপদ এবং শত্রুমুক্ত রাখার আহ্বান জানান।

একনেকে ১২ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ ডিসেম্বর শেরেবাংলা নগরে একনেক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণসহ মোট ১২টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুৎ দেওয়ার আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ডিসেম্বর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে 'জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৬'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন যেমন ব্যয়বহুল তেমনি সময় সাপেক্ষ। তাই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। পরে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য দুটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার বিতরণ করেন।

দারিদ্র্য দূরীকরণে নারীর অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ ডিসেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বেগম রোকেয়া দিবস ও রোকেয়া পদক ২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার লড়াইয়ে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সমাজের কোনো ক্ষেত্রেই নারীকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। বর্তমান সরকার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া দিবস-২০১৬ উপলক্ষে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষিকা বেগম নূরজাহানের হাতে বেগম রোকেয়া পদক তুলে দেন –পিআইডি

ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চায়। যাতে প্রত্যেক নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয় এবং উন্নত জীবনযাপন করতে পারে।

অভিবাসীদের দুর্দশা লাঘবে একযোগে কাজ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'নবম ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অভিবাসী আর কোনোভাবেই 'আমাদের' এবং 'তাদের' মধ্যকার বিষয় নয়, এটা সব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ গণভবনে ডটবাংলা ডোমেইন-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

মানুষের এবং সব রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়। এলক্ষ্যে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অভিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে, তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ ডিসেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'ঢাকা সামিট অন স্কিলস, এমপ্লয়াবিলিটি অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক ২০১৬' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শিল্পপতিদের নিজ নিজ কারখানায় কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, শ্রম অধিকার নিশ্চিতকরণ, পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অধিক সংখ্যক নারী ও প্রতিবন্ধী শ্রমিক নিয়োগসহ শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানান।

প্রতিরক্ষাবাহিনী প্রধান (নিয়োগ, অবসর এবং বেতন ও ভাতাদি) আইন ২০১৬-এর খসড়ার অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১২ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধান পদে চাকরির মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর করা হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রধান স্বেচ্ছায় পদ ছাড়তে পারবেন কিংবা জনস্বার্থে মেয়াদের আগেই সরকার তাদের অবসর দিতে পারবে। এলক্ষ্যে বৈঠকে 'প্রতিরক্ষাবাহিনী প্রধান (নিয়োগ, অবসর এবং বেতন ও ভাতাদি) আইন ২০১৬'-এর খসড়া অনুমোদন লাভ করে।

জাতীয় ওষুধনীতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠনের সুযোগ রেখে 'জাতীয় ওষুধ নীতি ২০১৬, নজরুল ইনস্টিটিউট আইন এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন'-এর খসড়ার অনুমোদন দেন।

বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে সহযোগিতার আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ ডিসেম্বর হোটেল রেডিসন ব্লুতে আয়োজিত 'নিউ ইকোনমিক থিংকিং : বাংলাদেশ ২০৩০ অ্যান্ড বিয়ন্ড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী আর্থিক, নীতিনির্ধারণ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গঠনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের উন্নয়ন এবং বিকাশে সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন।

ডটবাংলা ডোমেইন এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৬ ঘণ্টা সম্প্রচারের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন 'ডটবাংলা'র উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডটবাংলা কেবল ডোমেইন নয়, বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৬ ঘণ্টা সম্প্রচারের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির (চট্টগ্রাম) ৫১তম ব্যাচের গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের সমাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী কর্মস্থলে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার আহ্বান জানান। **প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

১২ ডিসেম্বরকে তথ্যপ্রযুক্তি দিবস ঘোষণার আহ্বান

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প' আয়োজিত 'ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স-এর সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য প্রদানকালে তিনি ১২ ডিসেম্বরকে 'তথ্যপ্রযুক্তি দিবস' ঘোষণার আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সেই প্রত্যয়ে দেশ আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অভাবনীয় সক্ষমতার পথে এগিয়ে চলছে। এ কারণে ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্য একটি অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনটিকে জাতীয় পর্যায়ে উদ্‌যাপনের জন্যই তথ্যপ্রযুক্তি দিবস ঘোষণার দাবি রাখে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কর্মীরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন– কৃষক, প্রবাসী জনগণ এবং পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকেরা আমাদের অর্থনীতির তিনটি মূল স্তম্ভ। আর তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা হবেন আগামী দিনের অর্থনীতির চতুর্থ স্তম্ভ।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে 'জাতীয় ফ্রিল্যান্সার অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এ সময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

জঙ্গি-সন্ত্রাস জিহাদ নয়, জঘন্য ধর্মবিরোধী অপরাধ

তথ্যমন্ত্রী ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি গোলটেবিল কক্ষে ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্রাব)-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জঙ্গি-সন্ত্রাস কখনোই জিহাদ নয়, ধর্মীয় বিপ্লবও নয়, এটি জঘন্য অপরাধ ও ধর্মবিরোধী কাজ। সন্ত্রাসীদের নামের আগে 'ইসলামি' শব্দ ব্যবহার পরিহার করুন। কারণ ইসলাম জঙ্গি-সন্ত্রাস সমর্থন করে না।

মন্ত্রী বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মকে জঙ্গি-সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত করার বিরুদ্ধে এবং 'ইসলামো ফোবিয়া' থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার প্রয়াসে সকলের প্রতি একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। এ সময়ে অপরাধ দমন ও বিচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রী বলেন, অপরাধমুক্ত সমাজ গণতন্ত্রকে মজবুত করে আর অপরাধ দমন আইনের শাসনকে শক্তিশালী করে। তাই অপরাধ দমনে প্রশাসন ও গণমাধ্যমকে সমন্বিত ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

মহান বিজয় দিবস উদযাপিত

১৬ ডিসেম্বর মহান ও গৌরবের বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে বড়ো অর্জনের দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে রেসকোর্স ময়দানে ৯১ হাজার ৪৯৮ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা'র কাছে। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।'

বিজয়ের ৪৫ বছর পূর্তির এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রত্যুষে ঢাকায় ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে মহান বিজয় দিবসের সূচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ মহান বিজয় দিবসে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ ও দলীয় নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন –পিআইডি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

সূর্যোদয়ের সময় রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাগণ বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর আমন্ত্রিত সদস্যগণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

দিবস উপলক্ষে সকাল ১০টায় তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমভিত্তিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিকালে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মিলিত হন।

দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে পালিত হয়েছে নানা কর্মসূচি।

মিত্রবাহিনীর সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সংবর্ধনা

একাত্তরের মিত্রবাহিনীর ভারতীয় সদস্য এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নৌবাহিনীর সদস্যদের সংবর্ধনা দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মহান বিজয়ের ৪৫ বছর পূর্তিতে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর ২৯ জন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী চট্টগ্রাম বন্দরের 'মাইন সুইপিংয়ে' অংশ নেওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁচজন সদস্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন : মো. লিয়াকত হোসেন

৬ জানুয়ারি ১৯৭২ দিনাজপুর ট্র্যাজেডি

আজহারুল আজাদ জুয়েল

১৬ ডিসেম্বর উনিশশ একাত্তর। বাঙালির দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ জয়ের দিন। শত্রুবাহিনীর ফেলে যাওয়া, পুঁতে রাখা অস্ত্র, বোমা, গোলাবারুদ তখনো অনেকের প্রাণসংহারের কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলা হয় ট্রানজিট ক্যাম্প। মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত ৬ ও ৭ নং সেক্টরের আওতায় দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়ের প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ট্রানজিট ক্যাম্প করা হয় দিনাজপুর শহরের পূর্ব প্রান্তের মহারাজা গীরিজানাথ হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। প্রতিদিনের উদ্ধারকৃত অস্ত্র ট্রানজিট ক্যাম্পের বাঙ্কারে জমা করা হতো।

কিন্তু বিজয়ের মাত্র ২০ দিন পর ৬ জানুয়ারি ১৯৭২, সন্ধ্যায় অকস্মাৎ বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো মহারাজা স্কুল। স্কুলের দ্বিতল ভবন গুঁড়িয়ে গেল। এই অকস্মাৎ বিস্ফোরণ গোটা দিনাজপুর শহরকে ভূমিকম্পের মতো কাঁপিয়ে দিল। এখান থেকে ৪০-৫০ মাইল দূরের লোকও বিকট একটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড দেখতে পেল। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারিতেও বিপুল সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে দুইটি ট্রাকে করে (কারো কারো মতে তিনটি ট্রাকে) মহারাজা স্কুলে আনা হয়েছিল। ট্রাক থেকে অস্ত্র খালাসের কাজ শুরু হয় বিকাল ৪টায়। বাঙ্কার বা অস্ত্র ভাণ্ডার থেকে ট্রাকের দূরত্ব ছিল ১০০ গজ। এই ১০০ গজের মধ্যে বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা লাইনে দাঁড়ানো। ট্রাক থেকে অস্ত্র নামিয়ে হাত বদলের সময় একজন মুক্তিযোদ্ধার হাত থেকে একটি মাইন ফসকে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাইনটি বিস্ফোরিত হয় এবং বাঙ্কারে রাখা পুরো অস্ত্র ভাণ্ডারও বিস্ফোরিত হয়ে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধন করে। কয়েকশ বীর মুক্তিযোদ্ধার অকাল মৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন জনের থেকে জানা গেছে, সকালের রোল কলের সময় ৭৮০ জন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন প্রথমে ৮৬ জনের, পরে আরো ২১ জনের লাশ চেহেলগাজী মাজার প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। লাশগুলোর অধিকাংশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ছিল। কারো হাত, কারো মাথা জোড়া লাগিয়ে একেকটি লাশের আদল দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৪ মণ গলিত, পোড়া, অর্ধপোড়া, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ঝলসানো মাংসের টুকরো উদ্ধার করা হয়। এই মাংসও দাফন করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের লাশের সাথে।

স্বাধীন বাংলাদেশে একসঙ্গে কয়েকশ বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ ঝরে যাওয়ার এত বড়ো মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা অকল্পনীয়।

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বিশ্ব এইডস দিবস

১ ডিসেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব এইডস দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আসুন ঐক্যের হাত তুলি: এইচআইভি প্রতিরোধ করি'।

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬

৩ ডিসেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে '২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' এবং '১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬' পালিত হয়। প্রতিবন্ধী দিবসের এবারের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতিবন্ধীদের খোঁজখবর নেন–পিআইডি

প্রতিপাদ্য ছিল– 'টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ি, ১৭ লক্ষ্য অর্জন করি'।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে প্রধানমন্ত্রী

❑ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সবাইকে প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি

৫ ডিসেম্বর : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ তিন গুণ করে 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস

৯ ডিসেম্বর : বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও'।

জাতীয় ভ্যাট দিবস

১০ ডিসেম্বর : জনগণকে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করতে পালিত হয় 'জাতীয় ভ্যাট দিবস'। দিবসটির এবারের স্লোগান ছিল– 'ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন'।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস

১১ ডিসেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৬' উদযাপন করে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'Mountain cultures: Celebrating diversity and strengthening identity'.

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

১৩ ডিসেম্বর : যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে সারাদেশে পালিত হয় 'পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)'।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

১৪ ডিসেম্বর : স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর সূর্যসন্তানদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় শপথে জাতি স্মরণ করে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের।

মহান বিজয় দিবস

১৬ ডিসেম্বর: বিনম্র শ্রদ্ধায় মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'মহান বিজয় দিবস'।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস

১৮ ডিসেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'উন্নয়নের মহাসড়কে অভিবাসীরা সবার আগে'।

বিজিবি দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

২০ ডিসেম্বর: পিলখানার বিজিবি সদর দপ্তরে বিজিবি দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিজিবি একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মর্যাদা লাভ করবে।

শুভ বড়দিন

২৫ ডিসেম্বর: খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয়।

বিটিভি'র ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এর ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয়।

প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বিদ্যুতে ১৫ হাজার মেগাওয়াটের মাইলফলক

২০০৯ সালের জানুয়ারিতে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩২০০ মেগাওয়াট। আট বছরে উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে ১৫ হাজার ৩শ ৫১ মেগাওয়াট হয়েছে। এর সুফল সারাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ পাচ্ছে। ২০১৩ সালে ১০ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা অর্জিত হয়।

বাংলাদেশে উৎপাদিত ওষুধ ১২টি দেশে বিনামূল্যে বিতরণ

দেশের চাহিদা পূরণ করে পৃথিবীর আরো ১২টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে বাংলাদেশ, যা ঐসব দেশগুলোতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। আফ্রিকার দেশ বুরুন্ডিতে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে সরকারিভাবেই বিনামূল্যে এসব বিতরণ করা

হয়। এছাড়া নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, পাকিস্তান, জাম্বিয়া, ইয়েমেন, রুয়ান্ডা, উগান্ডা, বুরুন্ডি, মালয়েশিয়া, আইভরিকোষ্ট ও পূর্ব তিমুরের মানুষ বিনামূল্যে পায় ওষুধ। বাংলাদেশ আরো আগে থেকেই এসব দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে।

১৫৫ সিসির বেশি মোটর সাইকেল নিষিদ্ধ

দুর্ঘটনা রোধে সরকার এবার ১৫৫ সিসির বেশি মোটর সাইকেল নিষিদ্ধ করেছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধসহ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। **প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

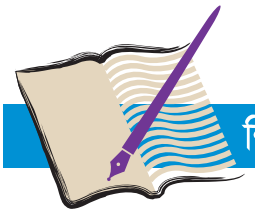

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

যুগোপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৫ ডিসেম্বর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি এখন সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। মান বৃদ্ধির জন্য উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি রপ্ত করতে হবে। তিনি প্রযুক্তিগত ও তথ্য বিপ্লবের মাধ্যমে যুগোপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দেশকে ২০১৮ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত করার আশ্বাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ৫ ডিসেম্বর সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে দেশকে ২০১৮ সালের জুনের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকারি অর্থ খরচ না করে ২০১৫ সালে দিনাজপুরের ফুলবাড়িয়া এবং পার্বতীপুর উপজেলার ১৯টি ইউনিয়নের প্রায় ৫০ হাজার নিরক্ষর মানুষকে এক বছরের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এই দুই উপজেলাকে পাইলট প্রকল্প ধরে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে দেশের সব উপজেলা এর আওতায় এনে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ গণভবনে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেন –পিআইডি

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ গণভবন থেকে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। এবার প্রাক-প্রাথমিকের শিশু শ্রেণি থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থীর হাতে ৩৬ কোটি ২২ লক্ষ পাঠ্যবই বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এবার প্রথমবারের মতো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরি– এই পাঁচ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মাঝে নিজস্ব বর্ণমালা সংবলিত মাতৃভাষায় পাঠ্যবইসহ ৮ ধরনের পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের জন্য রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা

প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও বয়স্ক সব নাগরিককে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা করছে সরকার।

৩ ডিসেম্বর ২০১৬ সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে ২৫তম আন্তর্জাতিক এবং ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালন করেছে। এ দিবসে প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের দিকে সকলকে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারের নানামুখী কর্মসূচির পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, সিআরপি, সিডিডি, গণস্বাস্থ্য, এসএসআইডি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও প্রতিবন্ধীদের সেবামূলক কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে ৬৪টি জেলা সদর ও উপজেলায় ১০৩টি স্থানে বিনামূল্যে সেবা দানের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করেছে।

প্রতিবেদন : হাছিনা আক্তার

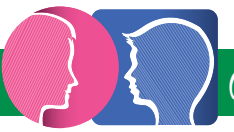

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

জেন্ডার ও নারী

বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্যবিমোচন, জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং আঞ্চলিক সমতা বিধান। তাই জনগণের ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং সমাজের দরিদ্র জনগণের মধ্যে আয় বণ্টনের মাধ্যমে দ্রুত হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকার গুরুত্ব প্রদান করছে।

সমাজের বঞ্চিত, নিঃস্ব এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। ২০১৫ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, ১৫ বছর বা ততোধিক বয়সি ৫৮.৭ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী

শ্রমবাজারে নিয়োজিত রয়েছে। যার মধ্যে ১৭ মিলিয়ন নারী। যদিও ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, তবুও শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য হারে নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এখন অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিগত কয়েক বছরে নারী জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নে ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। **প্রতিবেদন : সুফিয়া বেগম**

'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ'
নারী উন্নয়নে এক নবতর সংযোজন

জয়িতা হলো সমাজের নানা প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগ্রামের মাধ্যমে সফল নারীদের একটি প্রতীকী নাম। বর্তমান সরকারের বিশেষ উদ্যোগে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রম একটি কার্যকর প্রচেষ্টা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে ৫টি ক্যাটাগরিতে সমাজের সফল নারীদের অন্বেষণের এই উদ্যোগ পরিচালিত হয়। ক্যাটাগরিগুলো হলো– (১) অর্থনৈতিকভাবে সফল নারী (২) শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সফল নারী (৩) মা হিসেবে সফলতা অর্জনকারী নারী (৪) নির্যাতন ও সহিংসতার মধ্যেও নিজ প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন যে নারী (৫) সমাজের উন্নয়নে যে নারী অবদান রেখেছেন অনন্য রূপে সেই নারী।

জয়িতা বাছাই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হয় সফল নারীদের। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন কমিটি, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা কমিটি, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা কমিটি এবং বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় কমিটি যাচাই-বাছাই শেষে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে ২ জন করে মোট ১০ জন নারীকে শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করে। এবং তা চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য বিচারকমণ্ডলীর কাছে পাঠানো হয়। জাতীয়ভাবে প্রতিবছর মোট ৫ জন নারীকে 'জয়িতা' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নারীর অর্জন বা অগ্রগতির মূল্যায়নে জয়িতার এই কার্যক্রম সর্বস্তরের নারীর অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এতে করে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণে বর্তমান সরকার যে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ তা ফুটে উঠে। **মোছা. মোবাস্বেরা কাদেরী**

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

২ কোটির বেশি শিশুকে খাওয়ানো হলো ভিটামিন 'এ'

শিশুমৃত্যু হ্রাস ও অন্ধত্ব প্রতিরোধে ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ দেশব্যাপী ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সি ২ কোটির বেশি শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়াতে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালিত হয়েছে। সারাদেশে এদিন ৬ থেকে ১১ মাস বয়সি শিশুদের প্রত্যেককে একটি করে নীল রঙের এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের একটি করে লাল রঙের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

কাজে যোগ দিলেন ৯৪৭৮ নার্স

নতুন নিয়োগ পাওয়া ৯ হাজার ৪৭৮ সিনিয়র স্টাফ নার্স সারাদেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে যোগ দিলেন। ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানপত্র দাখিল করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় ১০ হাজার নার্স নিয়োগের মাধ্যমে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এত বিপুল সংখ্যক নার্স নিয়োগ দেয় সরকার।

জাতীয় ওষুধনীতি অনুমোদন

নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ তৈরি, মজুত ও বিক্রি বন্ধে 'জাতীয় ওষুধনীতি ২০১৬' -এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

ওষুধনীতির খসড়ায় বলা হয়েছে, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ওষুধের মূল্য ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে। কেউ বেশি দাম নিলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৩৯টি ছাড়া সব ওষুধ ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে কিনতে হবে। কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কেনা বা বিক্রি করা যাবে না।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ওষুধের দাম নির্ধারণ করে ২৮৫টি ওষুধকে অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথির ৬৯৩টি ওষুধকে এবার ওষুধনীতির আওতায় আনা হয়েছে। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বিজয় উৎসব ২০১৬

জঙ্গিবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ১৩ ডিসেম্বর শুরু হয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের বিজয় উৎসব। এ উৎসবের প্রতিপাদ্য– 'ঐক্য গড় বাংলাদেশ/সাম্প্রদায়িকতা হবে শেষ'।

একসঙ্গে জয়নুল, কামরুল, সুলতান, সফিউদ্দিন

এক ছাদের নিচে জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের প্রয়াত চারজন মাস্টার পেইন্টারের আঁকা ৮৯টি ছবির প্রদর্শনী হয় ৫ ডিসেম্বর থেকে। ১৭তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে নলিনী কান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী কক্ষে ১৬ দিনের এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতীয় জাদুঘর।

আন্তর্জাতিক আর্ট ক্যাম্পের উদ্‌বোধন

এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা উৎসবের অংশ হিসেবে ৬টি দেশের ১৯ জন শিল্পীকে নিয়ে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৩ দিনের আন্তর্জাতিক আর্ট ক্যাম্পে প্রধান অতিথি সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এ ধরনের আয়োজন সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্য জরুরি।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ১ ডিসেম্বর ২০১৬ শিল্পকলা একাডেমির ১৭তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

চিত্রপ্রদর্শনীতে ভারতের দুই তরুণ চিত্রকর

সম্প্রতি ঢাকায় প্রদর্শনী করতে এসেছিলেন ভারতের তরুণ দুজন চিত্রকর। তারা হলেন– শিল্পী জয়ন্ত খান ও রাজিব সরকার। প্রথমজন কলকাতার, দ্বিতীয়জন ঝাড়খণ্ডনিবাসী শিল্পী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারি-১ এ শিল্পী জয়ন্ত খানের ৭টি চিত্রকর্ম ও গ্যালারি-২ এ শিল্পী রাজিব সরকারের ১৫টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। সপ্তাহব্যাপী এ প্রদর্শনী চলেছে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত। **প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডে

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বৃহত্তম সংগঠন হলো এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স (অ্যাপিকটা)। বাংলাদেশের একমাত্র সংগঠন হিসেবে বেসিস অ্যাপিকটার সদস্যপদ লাভ করে ২০১৫ সালে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি এ অঞ্চলের অ্যাপিকটা সম্ভাবনাময় ও সফল উদ্যোগ, সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবার স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করে থাকে। এই অ্যাওয়ার্ডে বেসিসের উদ্যোগে বাংলাদেশ এবার প্রথম অংশগ্রহণ করেছে। ২-৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তাইওয়ানের তাইপে শহরে এবারের অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠিত হয়।

বিচার বিভাগ ই-জুডিশিয়ারি আওতায় ডিজিটাল হচ্ছে

দেশের বিচার বিভাগ ডিজিটালাইজড করার জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প। সরকারের আইন ও বিচার বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ এই প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে, যা বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। এ প্রকল্পের প্রস্তাব ১২ জুলাই একনেকে উত্থাপিত হলে প্রধানমন্ত্রী এর কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে ১০ জেলায় ই-কোর্ট স্থাপনের পরিবর্তে ৬৪ জেলায় ই-কোর্ট স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি।

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

পাস হলো বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট বিল

জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট বিল ২০১৬ পাস হয়েছে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে গত ৬ ডিসেম্বর সংসদের মুলতবি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট বিলটি পাসের প্রস্তাব উত্থাপন করেন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। পরে বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়।

নতুন পদ্ধতিতে পুরোনো ধান উৎপাদনে রেকর্ড

ঐতিহ্যবাহী ধানগুলোর আবাদ পূর্বের রূপে ফিরিয়ে আনতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য হাতে নিয়ে কাজ করেছেন নীলফামারীর

সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর এলাকার কৃষক আহসান-উল-হক বাবু। তিনি প্রচলিত নিয়মের বাইরে বিশেষ পদ্ধতিতে পুরোনো কাটারিভোগ, কালিজিরা ও বালাম জাতের ধান চাষ করেন। ইতোমধ্যে কাটারিভোগ ধান কাটা হয়েছে। এতে বিঘা প্রতি ফলন মিলেছে সাড়ে ১০মণ, যা এযাবৎ কালের রেকর্ড পরিমাণ ফলন। আহসান-উল-হক বাবু বলেন, বিলুপ্ত জাতের ধান আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে বেশি ফলনের পাশাপাশি বীজ সংরক্ষণ করে তা সাধারণ কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই। **প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

এবারই প্রথম নিজস্ব ভাষার বই পেল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা

দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২৪ হাজার শিশু নিজেদের ভাষায় প্রণীত বই বিনামূল্যে পেয়েছে। পয়লা জানুয়ারি বই উৎসবে এবার নতুন প্রেরণায়, নতুন উৎসাহে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরাও যোগ দিয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমা, মারমা, সাদ্রী, গারো ও ত্রিপুরা – এই পাঁচ ভাষার প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ছাপানো বই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, নৃগোষ্ঠীদের সব ভাষায় লিপি নেই, সাহিত্য নেই, লেখা নেই। যা আছে আমরা চাই সেটাতেই তারা লিখুক। কারণ শিশুরা প্রথম স্কুলে গিয়েই বাংলা ভাষা ঠিকমতো বুঝে না। তাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পোলিও টিকা কর্মসূচি

নতুন করে পোলিও ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কায় কক্সবাজারের টেকনাফ, উখিয়া ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শিশুদের সম্প্রতি পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সূত্র থেকে জানানো হয়, আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের মধ্যে ছোটো ছোটো অনেক শিশু রয়েছে। পোলিও যেন দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে ছড়াতে না পারে সেজন্য এসব শিশুদের 'এ' টিকা খাওয়ানো হয়েছে।

প্রতিবেদন : মো. জাকির হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-পায়রা বন্দর রেল

দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত রেললাইন দক্ষিণাঞ্চলের গণমানুষের দাবি। বর্তমান জনবান্ধব সরকারের সময়ে তা পূরণ হবার পথে। সেই লক্ষ্যে ঢাকা-পায়রা বন্দর রেললাইন নির্মাণে যুক্তরাজ্যের ডিপি রেল লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য ঢাকা-পায়রা বন্দর রেললাইনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হলে বরিশাল বিভাগ প্রথমবারের মতো রেল সংযোগের আওতায় আসবে।

ঢাকা-পায়রা বন্দর রেললাইন নির্মাণে রেল ভবনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক ও ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী। **প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু**

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকায় সাত দেশের প্রধান বিচারপতি

দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রথম দক্ষিণ এশীয় জুডিশিয়াল আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ২৫ নভেম্বর ২০১৬ এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, একটি

১৯ নভেম্বর ২০১৬ হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে পার্লামেন্ট ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান-এর উপস্থিতিতে পানি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় –পিআইডি

দেশ বা কোনো অঞ্চলের সমস্যা এককভাবে মোকাবিলা করা যায় না, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা ও প্রশমনের জন্য দরকার বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমন্বিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।

পানি বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন ২০১৬

হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হয় তিনদিনব্যাপী পানি বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন ২০১৬। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। 'হোক প্রতিটি বিন্দু পানির সুব্যবস্থাপনা' –এই প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবারের পানি সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে পানির গুরুত্ব সর্বস্তরের সাথে জড়িত ব্যাখ্যা করে পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ব নেতাদের সামনে সাত দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন।

আবহাওয়া বার্তা ১০৯০ নম্বরে

আবহাওয়া সম্পর্কিত যে-কোনো বার্তা এখন জানা যাবে মোবাইলে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের এই বার্তা পেতে মোবাইলের ১০৯০ নম্বরে ডায়াল করতে হবে। **প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন**

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

৫০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ

খাসজমিতে পুনর্বাসন করা হবে ৫০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে। সারাদেশে আড়াই হাজার গুচ্ছগ্রাম তৈরি করা হবে। এজন্য ৯৪২ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এই প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়। গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) শিরোনামের এই প্রকল্প গত বছর শুরু হয়, যা ২০২০ সালের জুনে শেষ হবে।

মাদকমুক্ত জেনেভা ক্যাম্প

দশ দিনের ব্যবধানে মোহাম্মদপুরের উর্দুভাষী অবাঙালির বসবাসের জেনেভা ক্যাম্পগুলো সন্ত্রাসী ও মাদকমুক্ত করে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করেছে পুলিশ, ক্যাম্পবাসী ও স্থানীয় জনতা। অভিযানে গোপনে থাকা সন্ত্রাসী ও মাদকের স্বর্গরাজ্য নামে খ্যাত 'এ' নামের ক্যাম্প থেকে ৩২ জন গ্রেফতার হয়েছে। যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন সন্ত্রাসী মামলার আসামি ও মাদক ব্যবসায়ী।

ইতোমধ্যেই জোন 'এ' ক্যাম্পটি প্রায় শতভাগ মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং অন্য ক্যাম্পগুলোতে ধারাবাহিক অভিযান চলছে।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

বিআরটিসি বহরে যুক্ত হচ্ছে ৬০০ বাস

গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৬০০ বাস কিনছে বিআরটিসি। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ করপোরেশন (বিআরটিসি) একইসঙ্গে পণ্য পরিবহণ সক্ষমতা বাড়াতে ৫০০ ট্রাকও কিনবে। এগুলো কিনতে ব্যয় হবে যথাক্রমে ৫৮০ কোটি ৮৭ লক্ষ এবং ২১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ৩০ আগস্ট ২০১৬ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে এনইসির সম্মেলন

কক্ষে একনেক সভায় এই প্রকল্প দুটির অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন একনেকের চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্বমানের ফুটপাত নির্মাণ হচ্ছে এয়ারপোর্ট সড়কে

বিশ্বমানের ফুটপাত নির্মাণ হচ্ছে বনানী থেকে এয়ারপোর্ট রোড পর্যন্ত। এতে দুই পাশের ফুটপাতে ১০টি ডিজিটাল যাত্রী ছাউনি তৈরি হবে। এ ফুটপাতে থাকবে এটিএম বুথ, মোবাইল রিচার্জ পয়েন্ট, ওয়াশ রুম, উন্নত মানের টয়লেট এবং খাবারসহ পণ্য কেনার সুবিধা, নামাজ পড়া, ইন্টারনেট সংযোগ, সড়কের ঘটনাপ্রবাহ, ফাউনটেন ঝরনা, এলইডি টিভি। বিভিন্ন আলপনাসহ ইট, পাথর আর স্টিলের স্ট্রাকচারে '৫২ থেকে '৭১ পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ফুটিয়ে তোলা হবে বিচিত্র কারুকাজের মাধ্যমে। নিকুঞ্জ এলাকায় সড়ক সংলগ্ন জলাশয়ে শিশুদের জন্য বিনোদন স্পট তৈরি করা হচ্ছে। প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজটি করছে 'ভিনাইল ওয়ার্ল্ড' নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। **প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন**

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

হেল্পলাইন '১০৯২১' -এর সাড়ে ৪ বছরে আড়াই লাখ নারীকে সহায়তা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম পরিচালিত ন্যাশনাল হেল্পলাইন '১০৯২১' চালুর পর থেকে সাড়ে ৪ বছরে নির্যাতিত প্রায় আড়াই লাখ নারীকে সহায়তা প্রদান করেছে। দেশের সব মানুষকে এ হেল্পলাইন

১২ জানুয়ারি ২০১৭ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে 'ন্যাশনাল হেল্পলাইন (১০৯২১) সেন্টার'-এর সম্প্রসারিত ইউনিটের উদ্‌বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি

'১০৯২১' জানাতে আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণির সকল পাঠ্য বইয়ের পেছনের কভারে এ নম্বরটি যোগ করা হবে। এতে যে কেউ নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা চাইতে পারবে। নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১২ সালের ১৯ জুন এই হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিশেষ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের বিধান

মেয়েদের বিয়ের অন্যতম বয়স আগের মতো ১৮ বছর রাখা হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ নিয়ে এবং মা-বাবার সমর্থনে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের সুযোগ রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল ২০১৬ সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১ বছর রাখা হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবিত এই আইন পাস হলে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত চাইল্ড ম্যারেজ রিস্ট্রেইন্ট অ্যাক্ট ১৯২৯ বাতিল হয়ে যাবে। বিলে বলা হয়েছে, এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছু থাকুক না কেন, কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারীর সর্বোত্তম স্বার্থে আদালতের নির্দেশে এবং মাতা-পিতার সম্মতিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বিয়ে হলে তা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

৯০% শিল্প এসএমই খাতভুক্ত

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) আয়োজনে ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ নগরীতে তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে শিল্পমন্ত্রী আমীর হোসেন আমু বলেন, দেশে নব্বই শতাংশ শিল্প ও ব্যবসা এসএমই খাতের আওতাভুক্ত। মোট ব্যবসা-বাণিজ্য ও রপ্তানির ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে এই খাত। শীঘ্রই এসএমই খাতের বিকাশে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হবে।

এইচএসবিসি পুরস্কার পেল সেরা পাঁচ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান

'এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' শীর্ষক পুরস্কার পেল দেশের সেরা পাঁচ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। ৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে এক অনুষ্ঠানে হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশনের (এইচএসবিসি) ষষ্ঠতম আয়োজনে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পাঁচটি শ্রেণিতে এবারে বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– ডিবিএল গ্রুপ, হা-মীম ডেনিম, এপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও ট্রেডেক্সেল গ্রাফিক্স।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি অডিটোরিয়ামে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জানান চলতি অর্থবছরের জন্য ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, অর্থনীতির সূচক বর্তমানে যে গতিধারায় চলছে তাতে ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারব। **প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে**

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

নবনিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত সিডসেল ব্লেকেন ২৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী নরওয়ের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে এসডিজি বাস্তবায়নে দুদেশের একসঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকালে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঢাকা সফর

ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর গোপালকৃষ্ণ প্রভু পারিকর ৩০ নভেম্বর ঢাকা সফরে আসেন। ৪৫ বছরে প্রথম কোনো ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত Sidsel Bleken সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি

বাংলাদেশ সফরে এলেন। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক উন্নয়ন চেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি বাংলাদেশ সফরে আসেন। সফরকালে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

নয়াদিল্লিতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সেমিনার

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির নেহরু স্মৃতি জাদুঘর ও পাঠাগারে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রশংসা করেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি ছিনিয়ে আনতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতের সেনারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক যোগসূত্র বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সহযোগিতার মাত্রা আরো বাড়াবে বলে আশা প্রকাশ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। **প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন**

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ঝলমলিয়া

পরিচালক সাইফুল ওয়াদুদ হেলালের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *ঝলমলিয়া* দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের 'অ্যাক্রস দ্য বর্ডার' বিভাগে প্রদর্শিত হয়। ৮ ডিসেম্বর চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন হয়। আমেরিকার নিউইয়র্কের আলবেনিতে ক্যাপিটাল সিনেমা ফিল্ম ল্যাব ফাইনালিস্ট হয়ে উৎসবের সমাপনী চলচ্চিত্র হিসেবে প্রদর্শিত হয় *ঝলমলিয়া*।

মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশের শিকারি

মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র *শিকারি'র* বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হয়। ২৭ নভেম্বর কুয়ালালামপুরের জালান রাজা সড়কে ফেডারেল সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে *শিকারি'র* প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। বাংলাদেশের জাজ মাল্টিমিডিয়া এবং মালয়েশিয়ার এমবিসি ফিল্ম প্রোডাকশন যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

লাইভ ফ্রম ঢাকার সিঙ্গাপুর জয়

সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৭তম আসরে দুই পুরস্কার জিতে নেয় বাংলাদেশের ছবি *লাইভ ফ্রম ঢাকা*। এ উৎসবে সেরা নির্মাতা ও সেরা অভিনেতার দুটো পুরস্কারই জিতে নেয় আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদেরের *লাইভ ফ্রম ঢাকা*। **প্রতিবেদন : মিতা খান**

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক ভলিবলে সেরা বাংলাদেশ

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভলিবল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। পাঁচ জাতির আন্তর্জাতিক এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ছাড়াও অংশগ্রহণ করেছিল– নেপাল, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান ও কিরগিস্তান। বাংলাদেশ

জাতীয় ভলিবল দল কিরগিস্তানকে ৩-০ সেটে হারিয়ে বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সিনিয়র মেনস সেন্ট্রাল জোন আর্ন্তজাতিক ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা অর্জন করে। ২৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হওয়া ম্যাচে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের অপ্রতিরোধ্য চেহারাটাই দেখা গেছে।

সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে রানারআপ বাংলাদেশ

সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে সকল দলকে পেছনে ফেলে ফাইনালে উঠে বাংলাদেশ। কিন্তু রানারআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদেরকে। ভারতের সাথে ১-৩ গোলে পরাজিত হয়ে রানারআপ হয় বাংলাদেশ। শিরোপা জিততে না পারলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। **প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 7 January 2017, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা